৫৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হল
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৬ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, ১ মাঘ – ৭ মাঘ, ১৪২৮ ঃ ১৫ জানুয়ারি – ২১ জানুয়ারি, ২০২২

Kolkata : 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 12, 15 January - 21 January, 2022 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের দ্বিতীয়

ক্যাম্পাসের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে গড়ে উঠেছে এই দ্বিতীয় ক্যাম্পাস। ভার্চুয়াল উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রবিবার : কোভিড আবহের মধ্যেই পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা ভোটের

দিনক্ষণ ঘোষণা করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। সাত দফায় ভোট হবে উত্তরপ্রদেশে। বাকি চার রাজ্য পঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড, গোয়া ও মণিপুরে ভোট হবে এক দফায়। শুরু ১০ ফেব্রুয়ারি শেষ ৩ মার্চ। ফল ঘোষণা ১০ মার্চ।

সোমবার : মেয়ের বিরুদ্ধে ১০ লক্ষ টাকা তছরূপের মিথ্যা

অভিযোগের কোনও প্রতিকার না পেয়ে বকখালির ঝাউ জঙ্গলে আত্মঘাতী হল বাবা, মা ও তাদের ২৫ বছরের যুবক ছেলে। মরার আগে ফেসবুক লাইভে জানানো হয় তাদের ক্ষোভ। দেহগুলি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ।

মঙ্গলবার: যৌনকর্মীদের রেশন বিলি নিয়ে রিপোর্ট পেশ না করায়

পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে তিরস্কার করল সুপ্রিম কোর্ট। বিরক্ত বিচারপতি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন কথা না শুনলে রাজ্যের বিরুদ্ধে কড়া নির্দেশ জারি করা হবে। রিপোর্ট না দেবার বদনাম কিছুতেই ঘুচছে না এই সরকারের।

বুধবার: শিক্ষক নিয়োগের মামলায় অসম্পূর্ণ রিপোর্ট পাঠিয়ে আদালতকে বিভ্রান্ত করায় এসএসসির চেয়ারম্যান পদ থেকে সরতে হল শুভঙ্কর সরকারকে। তাঁর যোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। নতুন চেয়ারম্যান করা হল সিদ্ধার্থ মজুমদারকে।

বৃহস্পতিবার : দেশে করোনা সংক্রমণের শীর্ষে পৌঁছালো

পশ্চিমবঙ্গ। সঙ্গে কলকাতার সংক্রমণ দেশের মধ্যে জেলা হিসাবে সর্বোচ্চ। এ রাজ্যে উৎসব জমায়েতকে কোভিড বাধায় আটকে দিতে চায় না সরকার। এমনকি চলছে গঙ্গাসাগর মেলাও। একে তার ফল বলছেন বিশেষজ্ঞরা।

শুক্রবার: কোভিডের আক্রমণ পেরিয়ে সাগরদ্বীপে সম্পন্ন হল

দুহাজার বাইশের মরকস্নান। প্রায় ৫ লক্ষ মানুষের পূণ্য আকুতি পূরণ করলেন মা গঙ্গা। মহামুণি কপিলও পুজো পেলেন দূর থেকে। হাইকোর্ট গঠিত কমিটির নজরদারিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন যথাসম্ভব আয়োজন করে সাগরমেলার।

সবজান্তা খবরওয়ালা

সাহসী সাগরমেলায় বাইশের পূণ্যস্নান

ওঙ্কার মিত্র : সাহস দেখালো সাগর মেলা। কোভিডের বাড়বাড়ন্ত আর হাইকোর্টের নজরদারির মধ্যে প্রত্যয়ের সঙ্গে এবারের মেলার আয়োজন করে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন। বর্ণময় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জেলাশাসক বলেন সরকারের লক্ষ্য সাগরমেলাকে একটি আন্তর্জাতিক ইভেন্টে পরিণত করা। গঙ্গাসাগর সঙ্গম ভূমিকে দেশের স্পিরিচুয়াল হাব হিসাবে গড়ে তোলা। সত্যি কথা বলতে কি লক্ষ্যপূরণে আয়োজনের ত্রুটি রাখেনি জেলা প্রশাসন। ডিজিটাল মাধ্যমে এসেছে ই-স্নান, ই-পুজো, ই-দর্শন। কর্পোরেট স্টাইলে সাজিয়ে তোলা মেগা কন্ট্রোল রুম, সংগ্রহালয়, প্রেস ক্যাম্প, অফিসারদের জন্য অস্থায়ী আধুনিক এক্সিকিউটিভ অ্যাকোমোডেশন, ধ্যান কেন্দ্র বুঝিয়ে দিয়েছে এক কোনে পড়ে থাকা সাগরদ্বীপে নিভু বাতি আর হোগলা পাতার সাগরমেলার দিন শেষ। এখন ঝাঁ চকচকে রাস্তায় চোখ ধাঁধানো আলো, মেগাইভেন্ট গঙ্গা আরতির দিন। এখন পূণ্যতরীতে সাগরের জল পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন মন্দিরে।

এসব তো গেল সাগরমেলার আন্তর্জাতিক স্তরে উত্তরণের আয়োজন। এর পাশাপাশি ফুটে উঠল কোভিড বিধিভঙ্গের ছবিও। এপারের লট-৮, নামখানা থেকে ওপারের কচুবেড়িয়া, চেমাগুড়ি ও সাগরে কোথাও দেখা গেল না কড়া প্রশাসনকে। কোভিড সার্টিফিকেট পরীক্ষা, আরটিপিসিআর টেস্ট যা হচ্ছে সবটাই প্রায় কলকাতার বাবুঘাটে। এখানে শুধু বিধি লঙ্ঘনের ভিড়। বাস থেকে নেমে লঞ্চে ওঠার ভিড়, সাগরে এসে বাসে ওঠা আর কপিলমুনির মন্দিরে পুজোর দেওয়ার জন্য ঠাসাঠাসি। মুখে একটা করে মাস্ক থাকলেও দূরত্ববিধির বালাই নেই। মাঝখানে শুধু আছে সিভিল ডিফেন্স স্বেচ্ছাসেবকদের অক্লান্ত প্রচার ও পুলিশের ধমকধামক। সঙ্গে রয়েছে টাওয়ার থেকে হাইকোর্টের নির্দেশের প্রচার। হিন্দিবলয় থেকে যারা দলে দলে আসছেন তাদের যেন কোন কিছুতেই হেলদোল নেই। সব কিছু অতিক্রম করে শুধু রয়েছে

পুণ্য লাভের আকুতি। কোভিড নামে শব্দ এদের কাছে অচেনা। এমনকি এই করোনার বাজারে পাঁচ সাতজন সাংবাদিককে ঢুকিয়ে দেওয়া হল একটি ঘরে। কেউ কেউ প্রেস অ্যাকোমোডেশন ছেড়ে বাঁচলেও অনেকেই কাটালেন একই ঘরে।

এই নিয়েই এবারের সাগরমেলায় তিনদিন ধরে টানাপোড়েন চলল হাইকোর্টের নজরদার কমিটি আর বিভিন্ন দায়িত্বে থাকা জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের। নজরদারির ভারপ্রাপ্ত বিচারক ও সদস্য সারাদিন ঘুরে দেখেছেন কোভিড বিধি লঙ্ঘনের ছবি আর কন্ট্রোলরুমে বসে নির্দেশ দিলেন জেলা প্রশাসনকে। স্বভাবতই কোভিড পরিকাঠামো ভালো না লাগায় তারা রিপোর্ট পাঠিয়েছেন রাজ্য সরকারকে। সামাল দিতে এসে পড়েছেন একাধিক মন্ত্রী থেকে জেলাস্তরের নেতা ও কর্মাধ্যক্ষরা। কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গিয়েছে। পূণ্যার্থীর ঢল সাগরদ্বীপে পৌঁছে গিয়েছে মকরসংক্রান্তির স্নান সেরে পূণ্য লাভের আশায়। এবারের সাগরমেলা এইভাবে কোভিড সুপার স্প্রেডার হয়ে উঠবে কিনা তা বলবে অদূর ভবিষ্যত।

এভাবেই রাজ্য প্রশাসন ও কলকাতা হাইকোর্টের ছাড়পত্র সম্পন্ন হবে দুহাজার বাইশের গঙ্গাসাগর মেলা। প্রতিবারের মতো এবারেও সাগরভূমিতে পড়ে রইল অগণিত পূণ্যার্থীর পদচিহ্ন। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের ক্ষমতার দম্ভ, প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের উচ্চাকাঙ্খার নিদর্শন। কেউ ফিরে গেল পূণ্য নিয়ে, কেউ পেল পলিটিকাল ডিভিডেন্ট। কেউ নিয়ে গেল কেরিয়ারের উন্নতি। কিন্তু সাগরদ্বীপের বাসিন্দারা কি পেল তা একবার নিশ্চয়ই ভেবে দেখার দরকার। তাদের কয়েকদিনের অর্থ উপার্জন হল বটে কিন্তু কোনও বড় স্বাস্থ্য বিড়ম্বনা কি বয়ে গেল এদের জন্য? এই ক্যুইজে কে জিতবে, প্রবহমান বিশ্বাস না মহামারির আতঙ্ক। উত্তর পাওয়া যাবে অচিরেই। ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

আসলে যা হল

* হাইকোর্টের ছাড়পত্র পেয়ে আন্তর্জাতিক হবার আশায় সেজে উঠল সাগরমেলা।
* খুব একটা কাজ হল না ই-স্নান, ই-পুজো, ই-দর্শনে।
* পুণ্যার্থীর ঢল এসে অবাধে পৌঁছালো সাগরদ্বীপের সঙ্গমস্থলে।
* নজরদারি কমিটি গড়ে মেলায় প্রবেশের কড়া নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। নড়ে চড়ে বসল প্রশাসন।
* কমিটি এসে পৌঁছাল সাগর মেলায়।
* দেখা মিলল না সার্টিফিকেট পরীক্ষা বা আরটিপিসিআর টেস্টের।
* রইল না দূরত্ব বিধি। ঠাসাঠাসি ভিড়ে সারা হল স্নান-পুজো।
* একইভাবে মানুষের ঢল ফিরল পূণ্য অর্জন করে। ফিরে গেল প্রশাসনও।
* রয়ে গেল সুপার স্প্রেডারের প্রশ্ন।

গঙ্গা সাগরের সব ছবি তুলেছেন অরুণ লোধ

মকর স্নানে তীর্থযাত্রীর সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া গেল না

নিজস্ব প্রতিনিধি : শুক্রবার সন্ধ্যায় সাগর মেলায় সাংবাদিকদের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বলেন-পুণ্য কাল আজ দুপুর ১২টা ৩৫ মিনিটে শুরু হয়ে আগামী কাল দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত থাকবে। শাহী স্নান ছিল দুপুর ১২ থেকে ৩টা পর্যন্ত। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত তীর্থ যাত্রীরা পুণ্য স্নান সেরেছেন। জগৎগুরু শংকরাচার্য ও অন্যান্য ধর্মীয় গুরুরাও এখানে পবিত্র স্নানে অংশ নিয়েছেন। বিগত বছরের তীর্থযাত্রীর ২০ থেকে ২৫ শতাংশ তীর্থযাত্রী এবছর সাগরমেলায় এসেছেন। তবে গত বছর কত তীর্থযাত্রী এসেছিলেন, তার সঠিক পরিসংখ্যান জানাতে পারেননি

মন্ত্রী। কোভিড-১৯ অতিমারির আবহে এই নিয়ে দ্বিতীয় বার গঙ্গাসাগর মেলা সাফল্যের সঙ্গে আয়োজিত হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত কোন অনভিপ্রেত ঘটনা বা দুর্ঘটনায় অথবা দুর্ঘটনা জনিত কোন মৃত্যু বা হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। ই-দর্শন, ইউটিউব, ফেসবুক, ট্যুইটার ও ইনস্টাগ্রাম এবং গঙ্গাসাগর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : ২৭৮ কোটি ভক্ত ভারতবর্ষ এবং বিশ্বব্যাপী ই-দর্শন করেছেন যা বিগত বছরের তুলনায় তিনগুণ।

এরপর পাঁচের পাতায়

সাগরমেলার সেকাল-একাল

কুনাল মালিক : ২০০৪ সাল থেকে টানা ২০২২ সাল প্রায় ১৮ বছর গঙ্গাসাগর মেলায় কোথাও যেন মেলার কৌলিন্য হারিয়ে গেছে। আগে মেলা মানেই সারিবদ্ধ হোগলার ঘর। সেই ঘরে ফোয়ারা আরও কত কী বৈচিত্র মেলাকে ঘিরে। আগে সাগরমেলায় এনজিওদেরও বিশাল দায়িত্ব ও

আসছি। যত দিন যাচ্ছে সাগরমেলা ৩৩ ডিজিটাল ৩ অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ হচ্ছে। গত দু বছর করোনা পরিস্থিতিতে মেলার আয়োজন আরও উন্নত হয়েছে। তবে একটা বিষয় উপলব্ধি করি- তীর্থযাত্রী থেকে আধিকারিক সাংবাদিক সবাই থাকবেন। এখন কিছু কিছু হোগলার ঘর চোখে পড়লেও, এখন অত্যাধুনিক কটেজের সংখ্যাই বেশি। ডিজিটাল আলোর রোশনাই, পার্ক, জলের ভূমিকা ছিল। বিশেষ করে রেড ক্রশ সেন্ট জন্স অ্যাম্বুলেন্স, বজরং পরিষদ, খিদিরপুর সেবা সমিতি, বড়বাজারের ব্যবসায়ীদের নানা সংগঠনের নানা পরিষেবা পেতেন তীর্থযাত্রীরা। এরপর পাঁচের পাতায়

করোনাকে উপেক্ষা করে লক্ষ লক্ষ পূণ্যার্থীর পুণ্য স্নান

কুনাল মালিক : মকর সংক্রান্তির মাহেন্দ্রক্ষণ শুরু হয় শুক্রবার সকাল ৬টা ২ মিনিটে। সকাল থেকেস আকাশের মুখ ভার। ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ভোর রাত থেকেই হাজার হাজার পূণ্যার্থী পুণ্য স্নান শুরু করেন। ১২ জানুয়ারি রাতে কপিল মুনির মন্দির সংলগ্ন মেলা প্রাঙ্গণ ছিল কার্যত ফাঁকাই। কিন্তু বৃহস্পতিবার বিকেল থেকেই গঙ্গাসাগর ফিরে পায় তার পুরনো ছন্দ। সাগর দ্বীপ হয়ে ওঠে মিনি ভারত। রাজস্থান-বিহার-উত্তরপ্রদেশ-ওড়িশা একাকার হয়ে যায় মহা মিলনের সাগরতীর্থে। করোনার ভয় উপেক্ষা করে পুণ্যার্থীরা ভিড় জমান সাগর বিচে। কলকাতা হাইকোর্টের শর্ত সাপেক্ষে মেলার আয়োজন করতে গিয়ে জেলা প্রশাসনকে নানা কোভিড প্রোটোকল করতে হয়েছে। সর্বত্র কোভিড স্বাস্থ্যবিধির প্রচার চলছে। সর্বত্র কোভিড স্বাস্থ্যবিধির প্রচার চলছে। ডবল ডোজ ভ্যাকসিন কিংবা ৭২ ঘন্টার মধ্যে আরটিপিসিআর নেগেটিভ রিপোর্ট ছাড়া মেলায় ঢোকা

যাবে না বলে- ঘন ঘন প্রচার হচ্ছে মাইকে। তবে বাস্তবে তা কতটা প্রয়োগ হচ্ছে তা নিয়ে সংশয় ও প্রশ্ন থেকেই যায়। তবে এবারের মেলা অনেক বেশি আলোকজ্বল। মেগা কন্ট্রোল রুম, সাগর সংগ্রহশালা, জিবিডিএর পার্ক, সাগরসঙ্গমে মডেল, গঙ্গা আরতি সকলের নজর কেড়েছে।

জেলা শাসক ড. পি উলগানাথন সাগর মেলাকে অন্যভাবে প্রযুক্তির মাধ্যমে গোটা বিশ্বের কাছে তুলে ধরেছেন। ই-স্নান, ই-পুজো, ই-দর্শনের মাধ্যমে লক্ষ পুণ্যার্থী ঘরে বসেই সাগর দ্বীপের স্বাদ পেয়েছেন। তবে বুধবার হাইকোর্টের দুই কমিটির সদস্য মেলা পরিদর্শন করে যুব একটা সন্তুষ্ট হননি বলেই খবর। জেলা প্রশাসনকে আরও নজরদারি বাড়াতে বলেন বলে সূত্রের খবর। মকর সংক্রান্তির আগের দিন সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বলেন, প্রায় ৩ লক্ষাধিক মানুষ স্নান করে ফেলেছেন। ১৩ জনের কোভিড পজিটিভ হয়েছে। তিনজন অসুস্থ মানুষকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। তবে মকর সংক্রান্তির বৃষ্টিভেজা পুণ্য লগ্নে সাগরসঙ্গমে যেভাবে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী স্নান করলেন, তাতে কোভিড প্রোটোকল কতটা মানা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। আবার যেভাবে রাজ্যে করোনা বাড়ছে তা দেখে অনেকেই উদ্বিগ্ন, সাগর মেলার পর যদি সাগর থেকে কলকাতা পর্যন্ত করোনার গ্রাফ উর্দ্ধমুখী হয় তাহলে মেলা বন্ধের জন্য যারা সওয়াল করেছিলেন তারা আবার সরব হবেনই। অবশ্য জগৎগুরু নিশ্চলানন্দজী এ প্রসঙ্গে বলেন, ২ নির্বাচনের সময় করোনা হয়না, শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে করোনার কথা মনে হয়?

সচেতনতার গান গাইছেন বাউল

অরিজিৎ মণ্ডল : মাথায় পাগড়ি, পায়ে ঘুঙুর, হাতে গুবগুবি এবং দু'ই সঙ্গীকে নিয়ে এ বারের সাগর মেলায় ঘুরে ঘুরে গান গাইছেন বাউল শিল্পী বৃন্দাবন মণ্ডল। কখনও দেহতত্ত্ব, কখনও কপিল মুনিকে নিয়ে গান। একই সঙ্গে আবার করোনা নিয়ে সচেতনতার গানও গাইছেন বৃন্দাবন। শুক্রবার মকর সংক্রান্তি। আর এই মকরসংক্রান্তি

উপলক্ষ্যে প্রতি বছরই সদলবলে গঙ্গাসাগর মেলার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন বাউল শিল্পী বৃন্দাবন মণ্ডল। আজ প্রায় ৪০ বছর ধরে মেলায় আসছেন তিনি। কিন্তু এই বছর করোনা পরিস্থিতির কারণে হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে শর্তসাপেক্ষে মেলা হচ্ছে। ভাঁটা পড়েছে যাত্রীর সংখ্যাতেও। কিন্তু সংক্রান্তির পুণ্যস্নানের আগেই মেলায় চলে এসেছেন বৃন্দাবন ও তাঁর দল। বছর ষাটের বৃন্দাবন ডায়মন্ড হারবারের মগরাহাট এলাকার বাসিন্দা।

এরপর পাঁচের পাতায়

কেন দ্বিতীয় ডোজ নিতে এতো অনীহা?

বরুণ মণ্ডল : কোভিড টিকা প্রদান কেন্দ্রে প্রচন্ড ভিড়। তাতেই ভিড় ঠেলে প্রথম ডোজ নিয়েছিলেন। এখন টিকা প্রদান কেন্দ্রগুলি জনগণ শূন্য। দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ায় আর টিকা কেন্দ্র মুখো নয়। এক দু'জন নয়। কলকাতা পুর এলাকায় এই সংখ্যাটা ২ লক্ষ ৮২ হাজারেরও অধিক। কেন দ্বিতীয় ডোজ নিতে এতো অনীহা? নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক যাদবপুর-সন্তোষপুরের বাসিন্দা কোভিড টিকার প্রথম ডোজ নিয়েছিলেন। সেকেন্ড ডোজ নিতে টিকাকেন্দ্রমুখো হননি। তার যুক্তি, দেশের কোভিড বিশেষজ্ঞরা তো বলছে কোভিড টিকা নিয়েও কোভিড হতে পারে। তাই টিকা না নিয়েও মাস্ক ব্যবহারে জোর দিয়েছি। হাত নির্দিষ্ট সময় অন্তত স্যানিটাইজ করি। প্রতি বছরই কোভিডের নতুন নতুন প্রজাতি আসছে। কোভিড টিকা নিয়েও যদি কোভিড নাইন্টিনে আক্রান্ত হই, তাহলে আর কোভিড টিকা নিয়ে সরকারের অর্থ নষ্ট করার কোনও মানে হয় না।' এদিকে বিভিন্ন সূত্র মারফৎ খবর, কলকাতার উত্তর শহরতলির নাগেরবাজার-মধ্যমগ্রাম এলাকার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডা. রাজেশ রায় ও হুগলির ডানকুনির চিকিৎসক ডা. অরুণাভ চক্রবর্তী মতে বিশ্বাসী কলকাতা পুর এলাকার এমন কয়েক হাজার স্থায়ী বাসিন্দা কলকাতা পুর এলাকার ভোটার

কলকাতার পথঘাটে নিয়মিত কাজেকর্মে বের হন, কিন্তু কোভিড টিকা একটি ডোজও নেননি। দিব্যি ভারী ভারী মালপত্র বহন করে কাজেকর্মে ব্যস্ত। কিন্তু কোভিড টিকা কেন্দ্র মুখো হননি। ফলস্বরূপ, তাদের বিষয়ে কলকাতা পুরসংস্থার কাছে কোনও তথ্য নেই। যদিও তারা কোভিড বিধিনিষেধের ওই একটি বাদে আর সমস্ত নিয়মাবলি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে মেনে চলে। ফলে তার ধারে কাছে কোভিড ঘেঁষতে পারেনি। আর যারা একটি ডোজ নিয়েছে, তাদের সামগ্রিক তথ্য কলকাতা পুরসংস্থার কাছে আছে। এমন ধারণাকে আত্মঘাতী বলছেন, কোভিড রোগের চিকিৎসকরা।

কোভিড রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বলছেন, যাঁরা কোভিড টিকার একটি ডোজ নিয়ে দ্বিতীয় ডোজ নেওয়া মুখো হচ্ছেন না। বা যাঁরা কোভিড টিকার একটি ডোজও নেননি, তাঁরাই বিপদের কারণ। আসলে ভাইরাস এঁদের শরীরে ঢুকে 'মিউট্যান্ট' করে ক্ষতিকর কোনও চেহারা নিতে পারে। কোভিড টিকার প্রথম ডোজ নেওয়ার পর ১১২ দিনের জায়গায় ১২০ দিন হয়ে গেলেও যারা দ্বিতীয় ডোজ নেওয়া মুখো হননি, বিশেষ সূত্রে খবর কলকাতা পুর এলাকায় এই সংখ্যা রাজ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ। সংখ্যাটা হল ২ লক্ষ ৮২ হাজারেরও অধিক। দ্বিতীয় স্থানে আছে উত্তরবঙ্গের মালদহ জেলা। সংখ্যাটা হল ২ লক্ষ ১৫ হাজারেরও অধিক। তৃতীয় স্থানে আছে দক্ষিণবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলা। সংখ্যাটা হল ২লক্ষ ১০ হাজারেরও অধিক। রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর এদের কোভিড টিকার দ্বিতীয় ডোজ দিতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু স্বাস্থ্য দফতর এদের নিয়ে মহা ফাঁপড়ে পড়েছে। এদের টিকিটিও ধরতে পারছে না। কারণ এদের অধিকাংশই এমন মোবাইল নম্বর দিয়ে প্রথম ডোজটি নিয়েছেন, যে নম্বর আদৌ টিকা প্রাপকের নিজের নয়। কোথাও বা নম্বরের অস্তিত্বই নেই। ফলে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছে না রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। এদিকে বিশেষজ্ঞ কোভিড চিকিৎসকরা বলছেন, কোভিড টিকার দ্বিতীয় ডোজ নিয়েও যাঁরা মারা যাচ্ছেন, তাঁদের আজ পর্যন্ত কেউই কোভিডের জন্য মৃত্যু হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত নেই। গবেষণাও আপাতত তাই বলছে।

Alipur Barta: 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 12, 15 January - 21 January 2022

বুল মার্কেটের উইল লেখার কাজ চলছে

পার্থসারথি গুহ

২০২২– র পদধ্বনি শোনার মুহূর্তে একটু এগিয়ে যাওয়া হচ্ছে আগামী ২–৩ বছরের প্রেক্ষাপটে। সবকিছু ঠিকঠাক চললে আগামী ২০২৩–২৪–র মধ্যে ভারতের শেয়ার বাজার পৌঁছে যেতে পারে তার সাম্প্রতিক কালের সর্বোচ্চতম অবস্থানে। হতে পারে এই উত্থানের রেশ আরও দীর্ঘায়িত হল। এক্ষেত্রে এশিয়ার অন্যতম দেশ জাপান আমাদের সামনে বড় উদাহরণ। উল্লেখ্য, উদিত সূর্যের দেশ জাপানে শেয়ার বাজারের উন্নয়ন পর্ব অব্যাহত ছিল এক যুগ ছাপিয়ে প্রায় ২০ বছরের মতো। রাকেশ ঝুনঝুনওয়ালার মতো বিশিষ্ট শেয়ার বিশেষদরা ভারতীয় নিফটির আপাত সর্বোচ্চ গ্রাফ বেঁধে দিয়েছেন ৩০ হাজারের অবস্থানে। সঙ্গতভাবেই সেনসেক্স হয়ে উঠবে একলাখি। এর পাশাপাশি নিচের জায়গাটাও খুব পরিষ্কার। ৮–৯ হাজার–এর কাছেই ভারতীয় নিফটি বটমআউট করেছে বলে মনে করছে একদল বিশেষজ্ঞ। এর সঙ্গে বিশ্বের সার্বিক পরিস্থিতি ভালো থাকলে এই উন্নয়নের ধারা চালু থাকবে। যদি মাঝখানে অবশ্য কোনও বড়সড়ো খারাপ ঘটনা অর্থ বাজারের পক্ষে নেতিবাচক বার্তা নিয়ে আসে তবেই বাজার ফের নিচের দিকে ধাবিত হতে পারে। সেই সম্ভাবনা আপাতত সব দিক থেকে অনেক কম। বিশেষ করে ভারতের অর্থনীতি যে প্রবাহে এগোচ্ছে তাতে এর থমকে যাওয়ার সম্ভাবনা আপাত দৃষ্টিতে কম।

এই মুহূর্তে ভারতীয় শেয়ার মার্কেট ঘুরে দাঁড়ানোর দৌড়ে সামিল হয়েছে। সেই হিসেবে ভারতীয় বাজারের উত্থানের শুরুটা হয়েছিল গত ৩–৪ বছর আগে থেকেই। যখন ভারতের নিফটি ৫২০০–র কাছাকাছি ছিল তখন সেই যাত্রা সম্ভবত শুরু হয়। তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। নিফটিও এই তিন–চার বছরের মধ্যে প্রায় ১০ হাজার পয়েন্ট বেড়ে ১৮ হাজার

ছুঁয়ে ফেলেছে। মাঝে খানিকটা শ্লথ হয়ে যায় তার চলাফেরা। নিফটি একটানা যে বেড়েছে তা নয়, তবে উত্থানের কক্ষপথ এই সময় থেকেই মূলত শাণিত হতে থাকে। যত সময় এগিয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুরধার হয়ে উঠেছে। প্রথমদিকে বিজয় চাকা ১৯০০০ কে চ্যালেঞ্জ করেছে। যদিও তার আগে ৮ হাজারের ঘরটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১৬–র এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে নিফটির রথ থমকে দাঁড়ানোর সময় তার অবস্থান ছিল সেই ৯ হাজারের ওপরে। সেখান থেকে পড়তে পড়তে নিফটি গিয়ে দাঁড়ায় ৮ হাজারের নিম্নতলে। দুদিনের জন্য ৮ হাজার ভাঙতেও দেখা গিয়েছিল তাকে। এই মুর্হূতে নিফটি অবশ্য সেই ১৮ হাজারি গাঁটকে অনেকটাই ঠেলে সাড়ে ১৮ হাজারের মগডালে বিরাজ করছে। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজেপি দিল্লির গদিতে বসার পর থেকেই শেয়ার বাজারের এই চাঙ্গা মনোভাব ক্রমশ উর্দ্ধমুখী হয়ে উঠেছিল। এল–নিনোর প্রকোপ নিয়ে চিন্তান্বিত আবহাওয়াবিদরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন বর্ষা নাকি কম হবে, বৃষ্টিপাত ব্যাহত হবে সারা দেশ জুড়ে। মৌসুমী বায়ুর এই সর্বনাশের গল্প শুনে স্বাভাবিক ভাবেই কৃষিনির্ভর ভারতে শেয়ার বাজারও ভীত হয়েছিল। বিশ্ব অর্থনীতির কু–প্রভাবের যে গল্প গ্রিস থেকে আমদানি হয়েছিল তাও মোটামুটি কেটে গিয়েছিল। গ্রিস যেমন নিজেদের নমনীয় করতে বাধ্য হয়েছে তেমনই ইউরোপও তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে জটিল অরাজক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। এর মধ্যে আবার বর্ষার অচলাবস্থা কাটার খবর দুয়ে দুয়ে চার করেছে।

চিনের অর্থনীতির খারাপ পরিস্থিতি বা সেদেশের শেয়ার বাজারের পতন সাময়িকভাবে ভারতকে ভাবালেও পরে তাই এদেশের অনুকূলে চলে এসেছে। আসলে চিনের শেয়ার বাজারে একসঙ্গে একাধিক আইপিও বা ইনিশিয়াল পাবলিক অফার হিসাবে বেশ কতগুলি নতুন শেয়ার আত্মপ্রকাশ করতে চলেছিল। অর্থনৈতিক জগতের খবর অনুযায়ী ভারত সহ বিদেশের বেশ কিছু বাজার থেকে ব্যাপক অর্থ তুলে নিয়ে তা এই আইপিওতে ঢালে বিদেশি লগ্নিকারীরা। এটা নজরে রাখা প্রয়োজন যেই সেই সব আইপিও চিনের বাজারে লিস্টেড হয় বা আত্মপ্রকাশ করে সে দেশে পতনের দাবানল ছড়িয়ে পড়ে। সাদা বাংলায় বলতে গেলে, আগে ছিল 'সেল ইন্ডিয়া বাই চায়না'। আর এখন সেটাই ধ্বনিত হচ্ছে 'সেল চায়না বাই ইন্ডিয়া'তে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৫ জানুয়ারি – ২১ জানুয়ারি ২০২২

মেষ : এই জাতক জাতিকারা অনেক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ফলা ফল পাবে। চাকুরিজীবী এবং ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে অনুকূল ফলাফল আশা করা যায়। এই সময় দশম ভাবে বুধ এবং শনি দেবতা কর্মদাতা হিসাবে আপনাকে পরিশ্রম করার রসদ যোগাবে এবং ব্যবসার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রহগুলি শুভদৃষ্টি ভাগ্যের অনুকূলে। শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে অনুকূল এবং স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বিড়ম্বনা রয়েছে। রাস্তা ঘাটে সাবধানে চলার প্রয়োজন।

প্রতিকার : প্রত্যহ হনুমান চালিশা পাঠ করুন।

বৃষ : এই সপ্তাহে সপ্তমভাবে মঙ্গল ও কেতু এবং রাহুর দৃষ্টি থাকায় ও অষ্টমে রবি ও শুক্র বিরাজমান থাকায় ভিন্ন ফল প্রদান করবে। কর্মজীবন এবং ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে শুভ ফল আশা করা যায়। কিন্তু সহকর্মীদের সঙ্গে বাক–বিতন্ডার সম্ভাবনা রয়েছে। শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় ভালো ফল করবে। স্বাস্থ্য সমস্যা থাকবে।

প্রতিকার : হনুমান চালিশা বা গায়েত্রী মন্ত্র ১০৮বার জপ করুন।

মিথুন : চাকুরিজীবীরা যথেষ্ট সুফল পাবেন। যেহেতু দশমভাবের অধিপতি নবমভাবে তাই স্থানান্তর হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে অনুকূল। শিক্ষা ক্ষেত্রে সুফল পাবে। এবং বিবাহের সম্ভাবনা প্রবল। পারিবারিক ব্যয় বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : মা দুর্গার স্তব এবং শুক্রবার উপবাস।

কর্কট : মিশ্রফল পাবেন। চাকুরিজীবীদের খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। যেহেতু দশমাভাবাধিপতি কেতুর সঙ্গে পঞ্চমভাবে থাকবেন। ব্যবসায়ীদের অনুকুল হবে। উচ্চ শিক্ষার্থীদের সাফল্য পাবার সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্য বিষয়ে সাবধান।

প্রতিকার : শ্রী বিষ্ণু সহস্রনাম পাঠ করবেন ১০৮ বার ও চন্দনের ফোঁটা।

সিংহ : চাকুরিজীবীদের এবং ব্যবসায়ীদের শুভ সপ্তাহ বলা যায়। পারিবারিক জীবন শান্তিপূর্ণ হবে। ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। আর্থিক ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা থাকবে। ১৪ জানুয়ারির পর স্বাস্থ্য সমস্যা থাকবে।

প্রতিকার : গায়ত্রী মন্ত্র ১০৮ বার জপ।

কন্যা : চাকুরীজীবীদের ক্ষেত্রে শুভ বলা যাবে না। ব্যবসা ক্ষেত্রে শুভ ফল পাবে। শিক্ষার্থীদের শুভ। চতুর্থভাবে শুক্র ও রবি পারিবারিক জীবনে সুখ আনবে। ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। স্বাস্থ্য হানি হবে।

প্রতিকার : গায়ত্রী মন্ত্র ১০৮ বার জপ করুন।

তুলা : কর্মজীবনে উত্থান পতন থাকবে চাকুরীজীবীদের। ব্যবসার প্রসার হবে। বিবাহিত জীবন সুখের হবে। আর্থিক সুখ সমৃদ্ধি থাকবে এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

প্রতিকার : বিষ্ণুর সহস্র নাম পাঠ করুন ১০৮ বার।

বৃশ্চিক : কর্মজীবন এই রাশির জন্য খুব ভালো যাবে। চাকুরিজীবীদের অনুকূলে মান সম্মান বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সময়। পরিবার সম্পর্কিত ছোট খাট সমস্যা হবে। আপনি কোনও দুর্ঘটনায় পড়তে পারেন।

প্রতিকার : প্রতিদিন হনুমান চালিশা পাঠ করুন।

ধনু : চাকরিতে এবং ব্যবসায় সাফল্য পাবেন। শিক্ষার্থীরা আশানুরূপ ফল না পেলেও উত্তীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা। পারিবারিক জীবনে সুখ অনুভব করবেন। স্বাস্থ্যের দিকে সচেতনতার প্রয়োজন।

প্রতিকার : মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র ১০৮ বার পাঠ।

মকর : চাকুরীজীবীদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রম ব্যতীত সাফল্য পাবে না। ব্যবসায়িক দিক দিয়েও খুব অনুকূল প্রভাব পাবে না। প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় অধিক পরিশ্রমের প্রয়োজন। বিবাহিত জীবনে সমস্যার দেখা দিতে পারে। আয়ের থেকে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা থাকবে।

প্রতিকার : শনিদেবের স্তোত্র পাঠ।

কুম্ভ : চাকরির ক্ষেত্রে সদা সতর্ক থাকতে হবে। ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই মাসটি ভাল বলা যায়। শিক্ষার্থীদের শুভ। পারিবারিক জীবনে অশান্তির সম্ভাবনা। বিবাহিত জীবন শুভ হলেও ঋণের সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্য বিষয়ে সতর্কতা প্রয়োজন।

প্রতিকার : ওঁ নমঃ শিবায় জপ ১০৮ বার।

মীন : চাকুরীজীবীদের কর্মজীবনে দশমভাবে কর্মক্ষেত্রে অনেক শুভ গ্রহের অবস্থান সাফল্য এনে দেবে। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে অনুকূল। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা পাবে। শিক্ষার্থীদের সময় ভালো যাবে। পারিবারিক অশান্তির সম্ভরবনা রয়েছে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে শুভ। স্বাস্থের পিঠের ব্যথা, কোমরের ব্যথা হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে হবে ১০৮ বার।

উত্তরের জানালা

ট্রেন দুর্ঘটনা ময়নাগুড়িতে, ঘটনাস্থলে রেলমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ময়নাগুড়িতে লাইনচ্যুত আপ বিকানের–গুয়াহাটি এক্সপ্রেস, ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটলো ময়নাগুড়িতে,লাইনচ্যুত হয়ে গিয়েছে আপ বিকানের–গৌহাটি এক্সপ্রেস,তার জেরে বহু যাত্রীর প্রাণহানির আশঙ্কা করা হচ্ছে, বৃহস্পতিবার দোমোহনি–ময়নাগুড়ি এলাকায় ওই দুর্ঘটনা ঘটে,এক্সপ্রেসটির বেশ কয়েকটি কামরা লাইনচ্যুত হয়ে যায়,বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ এই দুর্ঘটনা ঘটে, শতাধিকের বেশি যাত্রীর মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে, পাটনা থেকে গুয়াহাটিগামী ওই ট্রেনটি বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ দুর্ঘটনায় কবলে পড়ে, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আলিপুরদুয়ার থেকে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় একটি উদ্ধারকারী দল, ট্রেনটির ৪—৫টি বগি দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে, মোট ১২টি বগি লাইন চুত হয়। তার জেরে হতাহতের বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, দুর্ঘটনার সময় ট্রেনটির গতিবেগ ঘণ্টায় আনুমানিক ৪০ কিলোমিটার ছিল বলে প্রাথমিক ভাবে খবর পাওয়া গিয়েছে, উত্তর–পূর্ব সীমান্ত রেলের জনসংযোগ আধিকারিক নীলাঞ্জন দেব বলেন ''বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা নাগাদ গুয়াহাটি–বিকানের এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হয়েছে,আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের নিউ ময়নাগুড়ি এবং নিউ দোমোহনি সেকশনে এই ঘটনা ঘটেছে, রিলিফ ভ্যান পৌঁছায় ঘটনাস্থলে, ডিআরএম রাও গেছেন ঘটনাস্থলে, বাকি তথ্য এখনও জানতে পারিনি আমরা, জানলেই জানাব, ''পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক একলব্য চক্রবর্তী বলেন ''রেলের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে রয়েছেন, এখন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য উদ্ধার কাজ, নিউআলিপুরের ডিআরএম বলেন ''প্রাথমিক ভাবে চারটি কামরা উল্টে গিয়েছে বলে খবর পেয়েছি, উদ্ধারের জন্য আলাদা আলাদা দল পাঠানো হয়েছে;'' অন্যদিকে উল্টে যাওয়া বগিগুলো থেকে গ্যাস কাটার দিয়ে বগি গুলো কেটে তা থেকে আহত ব্যক্তি এবং মৃত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে এন ডি আর এফ এর জওয়ানেরা এই কাজে

হাত লাগান প্রথমে স্থানীয় বাসিন্দারা পরে ময়নাগুড়ি দমকল কর্মীরা পুলিশ প্রশাসন ছাড়াও জিআরপি আরপিএফ পুলিশ এসএসবি সহ বিএসএফ,স্বাস্থ্যকর্মীরা ও বিভিন্ন সমাজসেবীকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং উদ্ধার কাজে হাত লাগান।আহত ব্যক্তিদের ময়নাগুড়ি জলপাইগুড়ি মালবাজার শিলিগুড়ি ধূপগুড়ি আলিপুরদুয়ার বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয় চিকিৎসার জন্য। সূত্রের খবর অনুযায়ী এখন পর্যন্ত ১২ জনের বেশি মহিলা পুরুষের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। এই খবর লেখা পর্যন্ত আহত এবং মৃতদের খোঁজ চালাচ্ছে উদ্ধারকর্মীরা। যদিও একটি রিলিফ ট্রেন করে দূরের যাত্রীদের নিয়ে গুহাটির উদ্দেশ্যে রওনা হয় রাতে ওই ট্রেনটি। অন্যদিকে বেশকিছু যাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা করা হয় ময়নাগুড়ি বিএড কলেজ ধর্মশালা ও বিভিন্ন স্কুল ও ক্লাবে। খবর লেখা অবধি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন পুলিশের আধিকারিক শহরের আধিকারিকরা। ঘটনার ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে তদন্ত শুরু হয়েছে। সূত্রের খবরে জানা যায় উত্তরবঙ্গের এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা গাইসাল ট্রেন দুর্ঘটনার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। শুক্রবার ঘটনাস্থলে রেলমন্ত্রী আসছেন বলে জানা যায়। রেল দপ্তরে থেকে ঘোষণা করা হয় এই দুর্ঘটনায় যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের পরিবারকে জনপ্রতি ৫ লক্ষ টাকা এবং আহতদের এক লক্ষ টাকা এবং সামান্য আহতদের ২৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে বলে রেল সূত্রে জানা যায়। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন রেলমন্ত্রী বিকাশ বৈষ্ণ। এত বড় ট্রেন দুর্ঘটনার পিছনে নাশকতা থাকতে পারে এই আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে প্রাথমিক তদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী রেললাইনে গন্ডগোলের কারণ এই দুর্ঘটনা ঘটেছে তদন্তকারী দল অনুমান করছেন। সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন রূপা গাঙ্গুলী। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করার পর, আহতদের দেখতে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ও ময়নাগুড়ি হাসপাতালে যান। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রে তরফ থেকে নিহতদের পরিবার পিছু ৫ লক্ষ টাকা করে, গুরুতর আহতদের ১ লক্ষ টাকা করে , আহতদের ২৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হোক বলে জানানো হয়েছে ।

মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিনিধি: টান টান উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে সম্পূর্ণ কোভিড বিধি মেনে বুধবার হয়ে গেল বারুইপুর কাছারি বাজার

মৎস্য ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সম্পাদক নির্বাচন। এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন দুই প্রার্থী স্বপন সরদার ও দীপঙ্কর প্রামানিক। কমিটির সদস্য সহ দুই প্রার্থী মিলিয়ে মোট ৬১ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। গণনার শেষে মাত্র এক ভোটের ব্যবধানে শেষ হাসি হাঁসেন স্বপন বাবু। এদিন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়ার দায়িত্বে ছিলেন বাজার কমিটির দীর্ঘদিনের পৃষ্ঠপোষক নারায়ণ চন্দ্র দাস। পাশাপাশি নারায়ণ বাবুকে সহযোগিতায় পাশে ছিলেন এলাকারই রহিম আলী মোল্লা। নির্বাচনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সুষ্ঠ ও অবাধ নির্বাচনে বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পুরপিতা গৌতম দাস।

প্রাক্তন বিধায়কের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ বারুইপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি : বহু দিন ধরে বার্ধক্যজনিত রোগ ভোগের পর বুধবার সকালে না ফেরার দেশে পাড়ি দিলেন অবিভক্ত বারুইপুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক ললিত গায়েন । এই মৃত্যুর খবরে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে বিধায়কের বাসভূমি চম্পাহাটি সহ গোটা বারুইপুরের তৃণমূল শিবিরে। অবিভক্ত ১৮০ নম্বর বারুইপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ১৯৭২ সালে সিপিএমকে পরাজিত করে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী ললিত গায়েন বিধায়ক নির্বাচিত হন। ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত বিধায়ক হিসাবে সুনামের সাথে এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমুখী কাজে মনোনিবেশ করেন। একদিকে দক্ষ সংগঠক

আর অন্যদিকে জনদরদী নেতা হিসেবে জায়গা করে নেন সকলের মধ্যে। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের জন্ম নিলে ললিত বাবু যোগ দেন নতুন দলে। দলের হয়ে নিয়মিত অক্লান্ত পরিশ্রম করার পাশাপাশি নিবিড় যোগাযোগ রাখতেন দলীয় কর্মীদের সাথে। সকালেই খবর পাওয়ার পর দলের প্রাক্তন সৈনিককে শেষ দেখতে হাজির হন বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার, বারুইপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী সহ বারুইপুরের তৃণমূল নেতৃত্ব। এই খবর পাওয়ার পর শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েন বারুইপুর পশ্চিম এর বিধায়ক তথা রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি শোক জ্ঞাপন করেন ললিত বাবুর একসময়ের সহকর্মী শিখরবালি ১ নম্বর পঞ্চায়েতের তৃণমূলের সভাপতি অধীর চন্দ্র মন্ডল, শিখরবালি ২ নম্বর পঞ্চায়েতের সভাপতি জহর বিশ্বাস, মদারাট পঞ্চায়েতের সভাপতি পালন সর্দার সহ আরো অনেকেই।

কম্বল বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মানুষের সেবায় সবসময় কাজ করে চলেছে রামকৃষ্ণ সারদা মিশন। সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমার গঙ্গারামপুরের এই মিশনের উদ্যোগে এবং বারুইপুর মহিলা থানা, জয়নগর থানা ও জয়নগর মজিলপুর পুরসভার সহায়তায় রবিবার জয়নগর টাউন হলে কোভিড বিধি মেনে এক হাজার গরিব মানুষদের হাতে শীতের কম্বল তুলে দেওয়া হলো। এদিনের এই বিতরণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর মহিলা থানার আই সি কাকলি ঘোষ কুন্ডু, জয়নগর থানার আই সি অতনু সাঁতরা, জয়নগর মজিলপুর পুরসভার বর্তমান প্রশাসক সুকুমার হালদার,সমাজসেবী গীতা নন্দী সহ রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের প্রতিনিধিরা। এই মিশন আমফান, ইয়াশ থেকে শুরু করে লকডাউন পরিস্থতিতে সুন্দরবনের গরিব মানুষদের পাশে থেকে কাজ করে চলেছে। আর তাঁরই অঙ্গ হিসেবে এ দিনের এই শীত বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি পালন করলো বলে

মিশন সূত্রে জানা গেল। এই শীতে এদিন এই শীত বস্ত্র পেয়ে খুশি জয়নগর এলাকার গরিব মানুষেরা।

মানব পাচার রুখতে পদযাত্রার মাধ্যমে সচেতনতার বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবার করোনার চোখ রাঙানি বাড়ছে। আক্রান্ত মানুষের গ্রাফ দিন দিন উর্ধ্বমুখী হচ্ছে। ফলে আবার সেই অবরুদ্ধ অবস্থা আসতে শুরু করেছে। অনেক জায়গাতেই মাইক্রো কনটেনমেন্ট জোন ঘোষণা করা হচ্ছে। বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে বাজার দোকান। কারখানার কাজের অবস্থাও বেহাল। কাজ হারাতে শুরু করছেন বহু শ্রমিক। ফলে ওই দিন আনা দিন খাওয়া শ্রমিক পরিবারগুলিতে নেমে আসছে ঘোর অন্ধকার। কাজ হারিয়ে অনেকেই ঘরে ফিরতে শুরু করেছেন। ছেলে মেয়েদের দুবেলা দুমুঠো ভাতের জোগাড় করতে হিমশিম খাচ্ছেন। আর এই সুযোগটাই চায় মানব পাচারকারীরা। এই সময়ে অভাবী সংসারের দুর্বলতাকেই কাজে লাগিয়ে তারা মানব পাচার করে। সক্রিয় হয়ে ওঠে সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তের মানব পাচার চক্র। ভালো কাজের লোভ দেখিয়ে অথবা বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে গরিব ঘরের কিশোরী মেয়েদের ফুঁসলিয়ে

নিয়ে গিয়ে তারা পাচার করে ভিন রাজ্যে। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় এই মানব পাচারের অভিযোগ হয় প্রায়ই। না জেনে বুঝে পাচারকারীদের চক্রে পা দেয় অনেকেই। আর তারপরে তাদের জীবন হয়ে ওঠে যন্ত্রণাদায়ক। ছোট ছোট কিশোর কিশোরীদের বিভিন্ন খারাপ কাজে লাগানো হয়। তাই করোনার এই কঠিন পরিস্থিতিতে কেউ যাতে পাচারকারীদের চক্রে পা না দেয় সেই জন্যই মানবপাচার রোধে মানুষকে সচেতন করতে ঝড়খালি কোস্টাল থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রদীপ রায় ও থানার অন্যান্য পুলিশের পক্ষ থেকে স্কুলের ছাত্র–ছাত্রীদের নিয়ে সচেতনতার বার্তা দেওয়া হলো মঙ্গলবার। এদিন ঝড়খালি থানা থেকে সমবায় মোড় পর্যন্ত প্রায় ২ কিলোমিটার রাস্তা করোনা বিধি মেনে স্কুল পড়ুয়ারা পদযাত্রা করল। সঙ্গে থাকলো পুলিশ কর্মীরাও। পুলিশের এমন উদ্যোগে খুশি এলাকার মানুষ। পুলিশের তরফে জানানো হয়, সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামের গরিব মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মানব পাচারকারীরা এখানে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তাদের সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করতেই এই উদ্যোগ। ভালোই মানুষের সাড়া পাওয়া গেছে।

শব্দবার্তা ১৮২

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। অপমানিত ৪। সংকীর্ণ রাস্তা ৫। পায়ে চুমু খেয়ে বা হাত দিয়ে প্রণাম করা ৭। সুন্দর ৯। বোধ, অনুভূতি ১০। দ্রুত কাজ করা ১১। চাকতি ১২। পুরাণে বর্ণিত সপ্তপাতালের অন্যতম।

উপর–নীচ

১। ভ্রমর ২। ––বুলেট ৩। আগ্নেয় ৪। গমনোন্মুখ, যাবার উপক্রম করছে এমন ৬। আকাট বোকা ৮। যা গুপ্ত নয় ১০। হৃদয়ঘটিত ১১। জীবনযাত্রার ধরন।

সমাধান : ১৮১

পাশাপাশি : ২। অজগর ব্রত ৫। বিচারক ৭। আঁচলা ৯। সাবাড় ১০। পরিমল ১২। করণকারণ।

উপর–নীচ : ১। নবাবি ৩। জনকতা ৪। ব্রহ্মচর্যাশ্রম ৬। চাকরবাকর ৮। উপহার ১১। লতানে।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

দম্পতিকে মারধোর

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাতের অন্ধকারে বাড়িতে ঢুকে দম্পতিকে মারধোর এর পাশাপাশি তাণ্ডব চালানোর অভিযোগ উঠলো এক দল দুষ্কৃতীর উপর। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাত দেড়টা নাগাদ জয়নগর থানার বামনগাছি অঞ্চলের চালতাবেড়িয়া গ্রামে। চালতাবেড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা নিমাই মন্ডল ও তাঁর স্ত্রী সুচিত্রা মন্ডল কে মারধর করা হয় রাতের অন্ধকারে এমনটাই অভিযোগ নিমাই মন্ডলের। তিনি বলেন, শনিবার রাতে দরজা ভেঙে তিন জনের দুষ্কৃতীর দল আমাদের বাড়িতে এসে হামলা চালায়, আমাদের উপর মারধোর করে। কেন এসে আমাদের উপর মারধোর করে পালালো তা বুঝতে পারছি না। জয়নগর থানার পুলিশ সূত্রে খবর, পুরানো কোনো পারিবারিক শত্রুতার জেরে এই ঘটনা ঘটেছে। তবে এই ঘটনায় অভিযুক্তরা পলাতক। নিগৃহীত দম্পতি এই ঘটনার অভিযোগ দায়ের করেছে জয়নগর থানায়। পুলিশ সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেল।

২৪ ঘন্টায় মোবাইল পেলেন গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি : অটো চালক ও পুলিশের তৎপরতায় হারিয়ে যাওয়া মোবাইল উদ্ধার ২৪ ঘন্টার মধ্যে। ঘটনাটি ঘটেছে জয়নগর থানা এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, শনিবার দুপুরে জয়নগর থানার গোচরণ নিবাসী নেহা মন্ডল তাঁর মাকে নিয়ে পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে যায় চিকিৎসা করতে অটোয় করে। অটো থেকে নামার কিছু পরে সে দেখে তাঁর মোবাইল টি অটোর ভেতর পরে গেছে। সে তৎক্ষণাৎ খোঁজাখুঁজি করেও ফোনের কোনো খোঁজ পায় না। কি করবে সে বুঝতে পারে না। এমন অবস্থায় জয়নগর গোচরণ রুটের সেই অটোচালক তাঁর অটোতে পড়ে থাকা মোবাইল ফোনটি উদ্ধার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। এবং সে সময় জয়নগর থানায় ডিউটিরত পুলিশ কর্মী সঞ্জয় চক্রবর্তীর হাতে সমস্ত ঘটনার বিবরণ তুলে ধরে মোবাইলটি থানায় জমা দিয়ে চলে যায়। ওই গৃহবধূ তাঁর হারিয়ে মোবাইলে ফোন করে জানতে পারে ফোনটি

জয়নগর থানার এক পুলিশ কর্মীর কাছে আছে। সে পুলিশের কথা মত রবিবার বেলায় জয়নগর থানায় এসে ডিউটি রত সেই পুলিশ কর্মী সঞ্জয় চক্রবর্তীর সাথে যোগাযোগ করে তাঁর মোবাইলটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে ওই গৃহবধূ নেহা মন্ডল এদিন থানায় দাঁড়িয়ে জয়নগর থানার পুলিশ ও ওই অটো চালককে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, এত কম সময়ের মধ্যে আমি আমার মোবাইলটি পেয়ে যাবো ভাবতে পারি নি। এর জন্য ধন্যবাদ জানাই ওই অটো চালক, ওই পুলিশ কর্মী ও জয়নগর থানার পুলিশকে।

খাঁচায় বন্দি রয়্যাল বেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক বার সুন্দরবনের গভীর জঙ্গল থেকে বিরিয়ে লোকালয়ে চলে এলে পদচিহ্ন রেখে তোলপাড় করা। পরে পদচিহ্ন দেখে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরী। শেষমেষ বনদফতরের কৃতিত্বে ধরা পড়া এবং নিশ্চিন্তে জঙ্গলে ফিরে যাওয়া। এমনই ঘটনা অহরহ চলছে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের জঙ্গল সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায়। ইদানিং সুন্দরবনের জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় বসবাসকারী গ্রামবাসীদের কাছে সুন্দরবনের বাঘ যেন গৃহপালিত পশু হয়ে উঠেছে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায়। প্রতিনিয়ত লোকালয়ে তার বিচরণ ঘটে চলেছে। গত মঙ্গলবার গোসাবা ব্লকের বালি ১ গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার মথুরাখন্ড গ্রামের লোকালয়ে ঢুকে পড়েছিল একটি পূর্ণ বয়স্ক বাঘ। সম্ভাব্য সুন্দরবনের পীরখালি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে বিদ্যা নদী সাঁতরে সকলের অলক্ষ্যে গ্রামে ঢুকে পড়েছিল সে। গ্রামে ঢোকার সময় বিভিন্ন জায়গায় তার পদচিহ্নের ছাপ পড়েছিল। এরপর স্থানীয় বাসিন্দা হাবুল দাসের গোয়াল ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল ধূর্ত সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। সেখানে একটি গরু ও তিন ছাগলকে সাবাড় করলেও খেতে পারেনি। এরপর লোকালয় থেকে বেরিয়ে স্থানীয় জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। তবে সমস্ত ঘটনাই ঘটেছিল লোকচক্ষুর আড়ালে। খবর জানাজানি হতেই এলাকায় পৌঁছায় সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের বিদ্যা রেঞ্জের বনকর্মীরা। মথুরাখন্ড ম্যানগ্রোভ জঙ্গল এলাকায় জাল দিয়ে ঘিরে ফেলেন বনকর্মীরা। পরে শিকার দিয়ে একটি খাঁচা পাতেন বনকর্মীরা। শিকারের লালসায় বুধবার সকালে খাঁচার দিকে এগোতেই সকাল ৪:৫০ মিনিটে খাঁচা বন্দি হয় সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন বনকর্মীরা। বাঘটির বয়স আনুমানিক ১০–১১ বছর হতে পারে। ইতিমধ্যেই ধরাপড়া পুরুষ বাঘটিকে জঙ্গল থেকে খাঁচা সহ তোলা হয়েছে বন দফতরের বোটে। তার শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে বনদফতর সূত্রের খবর।অন্যদিকে বাঘ ধরা পড়ার খবর শুনে নদীর পাড়ে খাঁচা বন্দি বাঘ দেখতে ভিড় জমিয়েছেন হাজার হাজার গ্রামবাসী।

গোয়ালঘরে বাঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবন পৃথিবীর বৃহত্তম বাদাবন ম্যানগ্রোভ অরণ্য। সেখানে ডাঙায় বাঘ আর জলে কুমীর। ইদানিং কালে সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে প্রতিনিয়ত লোকালয়ে বিচরণ করার ঘটনা ঘটে চলেছে। আর এই ঘটনায় বারে বারে সুন্দরবন জঙ্গল সংলগ্ন লোকালয়ে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। মঙ্গলবার সকালে আবারও লোকালয়ে ঢুকে পড়ে একটি পূর্ণ বয়স্ক বাঘ। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। ঘটনাস্থল প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের বালি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মথুরাখন্ড গ্রাম। শুধু লোকালয়ে ঢুকে পড়া নয়। বাঘ রীতিমতো লোকালয়ে ঢুকে তান্ডব চালিয়েছে। সেখানে জনৈক হাবুল দাস এর গোয়াল ঘরে ঢুকে একটি গরু ও তিনটি ছাগলকে আক্রমণ করে মেরে ফেলে। গ্রামবাসীর বাঘের পায়ের ছাপ দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। গ্রামবাসীদের ধারণা পীরখালি জঙ্গল থেকে বাঘটি বেরিয়ে বিদ্যা নদী সাঁতরে মথুরাখন্ড গ্রামে হানা দেয়। পরে স্থানীয় জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয় বলে ধারণা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয়েছেন সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের বিদ্যা রেঞ্জের বন কর্মীরা। হাজির হয়েছেন এলাকার বিধায়ক সুব্রত মন্ডলও। সেখানে সন্দেহভাজন জঙ্গলকে জাল দিয়ে ঘেরার কাজ শুরু করেছেন বনদফতরের কর্মীরা।

চন্দননগর পুরসভার হাইভোল্টেজ ২৭ নং ওয়ার্ড

মলয় সুর : চন্দননগর শহর থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন এই ওয়ার্ড। একসময় এলাকাটি ফরাসিদের অধীনে ছিল। সেই কারণে চন্দননগর পুর নিগমের আওতায় রয়েছে। পূর্বদিকে গঙ্গানদী বয়ে গেছে। এর চর্তুদিকে চাঁপদানি পুরসভার ওয়ার্ড দিয়ে ঘেরা রয়েছে। বৈদ্যবাটির দিক থেকে জিটি রোড ধরে শহরে ঢোকার আগে চাঁপদানি নর্থব্রুক জুট মিল থেকে শুরু করে একেবারে গৌরহাটি রেলগেট পর্যন্ত চন্দননগর পুরনিগমের ২৭ নম্বর ওয়ার্ড অবস্থিত। পাশেই ডালহৌসি জুট মিল ও নর্থব্রুক জুট মিলের শ্রমিকদের দুটি কোয়ার্টার রয়েছে। যাতে বেশিরভাগ হিন্দিভাষী লোকের বসবাস। একটি সিঙ্গল কোয়ার্টার অপরটি ডিভিসি খাল পেরিয়ে ডবল কোয়ার্টার। দীর্ঘ ৪০–৫০ বছর ধরে এখানেই বসবাস করছেন তাঁরা। এখানে ভোটার মাত্র ১৯০০। চন্দননগর পুর নিগমের চারিদিকে সবুজ ঝড়ের মধ্যে এখনও ২৭ নম্বর ওয়ার্ডে লাল দুর্গ অটুট। এ পর্যন্ত এই ওয়ার্ডে জিততে পারেনি তৃণমূল। এবারেই প্রথম ৩০ বছরের তরুণ তুর্কী তৃণমূল ছাত্র নেতা বিনয় কুমার সাউ প্রার্থী হয়েছেন। এলাকায় ভিকি বলেই পরিচিত। ভদ্রেশ্বর সুকান্ত কলেজের ছাত্র ছিলেন। চন্দননগর বিধানসভার বিধায়ক তথা রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি দফতরের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের স্নেহধন্য প্রার্থী ভিকি। করোনার কঠিন পরিস্থিতিতে বিনয় ও তাঁর সঙ্গীরা পুরো ওয়ার্ডে সাধারণ নাগরিকদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। এই ওয়ার্ডে বিনয় জয়ী হলে সাধারণ নাগরিকদের প্রথমেই তিনটি পরিষেবা প্রতিশ্রুতি দেন। (১) শৌচালয়ে সেপটিক ট্যাঙ্ক দীর্ঘদিন পরিস্কার হয় না। (২) গৌরহাটি ফেরিঘাট যা প্রায় কয়েকজন বন্ধ থাকায় স্কুল কলেজও মিলের লোকেরা পারাপার করতে পারে না। ওপারে দেবীপুর ঘাট। তাই ঘুরপথে বাবুঘাট হয়ে যেতে হয়। (৩) জলই মানুষের প্রাণ। এই জলসঙ্কট থেকে মুক্তিপাওয়ার জন্য গৌরহাটি ঘাটের কাছে পাম্প চালু করা। যদিও একপ্রকার তৈরি হয়েছে। শুধু সিইএসসি সংযোজন ও অনুমোদন সাপেক্ষ। তবে গৌরহাটি মালাপাড়ার স্থানীয় বাসিন্দাদের উজ্জীবিত ভূমিকা এবারে সমাজ আবিরে ভরে উঠুক। এখানে প্রতিটি দেওয়াল লিখনে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে জোড়াফুল শিবির। গত ২০২১ চন্দননগর বিধানসভা নির্বাচনে এই ওয়ার্ডে ইন্দ্রনীল সেন ৬৭টি ভোটে এগিয়ে ছিলেন। অন্যদিকে একই এলাকায় পাশের বাড়ির বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন বয়স খুবই কম দীপা চৌধুরী। এবারই সে প্রথম পুরভোটে ভারতীয় জনতা দলের প্রতীক নিয়ে

BJP parthi Dipa Chowdhury

TMC parthi Binay Kumar Shaw

লড়ছেন। তাঁকে প্রতিটি মিটিং মিছিলে দেখা যায়। যদিও এই অবাঙালি অধ্যুষিত এলাকা তাই স্বাভাবিকভাবে প্রচুর বিজেপি সমর্থক রয়েছে। প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হতেস দীপা ভোটের ময়দানে নেমে পড়েছেন। এখানে ইএসআই হাসপাতাল, নার্স, চিকিৎসকদের, সাফাই কর্মীদের কোয়ার্টার। কয়েকটি কোয়ার্টার ভুতুরে বাড়ির চেহারা নিয়েছে। খোলা আকাশের নীচে গঙ্গার ধারে শৌচকর্ম করতে যায় স্থানীয় লোকেরা। তার দুর্গন্ধ কোয়ার্টারে পৌঁছায় ফলে বাসিন্দাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। রক্ষণাবেক্ষণ নেই। নেই সুষ্ঠ নিকাশি ব্যবস্থা। এই এলাকায় শ্রমিক মঙ্গল কেন্দ্র রয়েছে। আগে এখানে টেবল–টেনিস খেলা, মহিলাদের সেলাই শেখানো হতো। এমনকি মিলের শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের স্পোর্টসের ব্যবস্থা ছিল। এখন সব বন্ধ। ভবনের চারপাশে জঙ্গলে ভরে গেছে। ভিতরের পুকুরে মাছ চাষ হতো। অনেকদিন পুকুরের জল ব্যবহার না করায় নোংরা হয়ে গেছে। এখানকার বেশিরভাগ মানুষই কোনওরকমে দিন গুজরান করেন। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে বসবাস করতে হয় তাদের।

এই ধরনের বিভিন্ন অভিযোগ এলাকাবাসীরা করেছেন। দুবারের জয়ী সিপিএম প্রার্থী স্বরূপ ঘোষ (বাপি) বলেন, এখানে একটা নির্বাচিত পুরবোর্ডকে ভেঙে দিল রাজ্য সরকার। তখন এটা দিনের আলোর মতই পরিষ্কার যে দুর্নীতির অভিযোগ বাসা বেঁধেছে। চন্দননগর পুরসভায় একটা তোলাবাজির শাসন চলছে। তোলাবাজিদের খপ্পরে পড়ে সাধারণ মানুষ সর্বশান্ত হয়েছেন। তোলাবাজির বখরা নিয়ে দলীয় কোন্দলের জেরে গত পুর নির্বাচনের কিছুদিন কাটতে না কাটতেই পুরবোর্ড ভেঙে দেওয়া হয়। যা ইতিহাসে নক্করজনক ঘটনা এই কারণে ওয়ার্ডের মানুষজন নাগরিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। আমাদের জনপ্রতিনিধি গোপাল রজককে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে হয়। শাসকদল নিজেদের কিছু লোককে দিয়ে উন্নয়নের কাজ করিয়েছে।

তৃণমূলের অভিনব ভোট প্রচার

নিজস্ব প্রতিনিধি : চন্দননগর শহরের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগলেও বদলায়নি নিকাশি ও সাফাইয়ের সমস্যা। এই ওয়ার্ডের বেশিরভাগ এলিট ক্লাবের লোকের বসবাস। এখানে ভোটার রয়েছেন ২৯০০। জ্যোতি সিনেমা হলের মোড় থেকে সোজা গঙ্গার দিকে কাছারী ঘাট এলাকাটা এই ওয়ার্ডের অন্তর্গত। ২০১০ সালে প্রথম তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে প্রার্থী হয়েছিলেন হীরন্ময় চট্টোপাধ্যায় ওরফে কালু। সেবার সিপিএমের কেয়া চ্যাটার্জীকে

৯০০ ভোটে পরাজিত করেন। সেই শুরু তারপর ২০১৫তে সিপিএমের প্রার্থী প্রশান্ত মোদককে সহজেই ১১৮৪ ভোটে হারিয়ে হীরন্ময় জয়ী হন। এবারে আবার হীরন্ময় প্রার্থী হয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে সিপিএমের রেড ভলেন্টিয়ার–এর শুভদীপ দে প্রার্থী হয়েছেন। ময়দানে লড়াই হাড্ডাহাড্ডি। কালু জিতলে হ্যাটট্রিক করার দিকে এগিয়ে যাবেন যা চন্দননগর পুরসভায় একটা নতুন নজির সৃষ্টি হবে। এবারে হীরন্ময়ের অভিনব ভোটের প্রচার থাকছে। এলাকার কোনও বাড়ির দেওয়ালে রং দিয়ে লেখা বা পোস্টার থাকছে না। শুধু বাড়ি বাড়ি সাক্ষাত করা। হীরন্ময় বলেন, এলাকার বাসিন্দারা সকলেই আমার পরিচিত। এই বারো বছর সদা সর্বদা আমাকে তাদের পাশে পেয়েছেন। তাই নতুন করে দেওয়াল নোংরা করার প্রয়োজন নেই। সেই জায়গায় উঠে এসেছে বিভিন্ন কার্টুনের ছবি দিয়ে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন করার পরামর্শ। তৃণমূলের কাউন্সিলার হিসাবে এতদিন ধরে টানা জংসংযোগ চালিয়ে গিয়েছেন। ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের পুর পরিষেবা দিতে চেষ্টার কসুর করেননি।

বিধায়কের উদ্যোগে পরিষ্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার এবং ঐতিহ্যবাহী ব্রিটিশ আমলের শহর ক্যানিং। ময়লা আবর্জনায় মুখ ঢেকেছে। বিশেষ করে ক্যানিং স্পোর্টস কমপ্লেক্স ময়দান সংলগ্ন এলাকায় আবর্জনার স্তূপ এতোটাই যে, যেন একটি ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে। এই রাস্তা দিয়ে নাকে রুমাল চেপে সাধারণ মানুষ থেকে বিভিন্ন সরকারী অফিসের কর্মচারীদের যাতায়াত করতে হয়। ময়লা আবর্জনায় অতিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন স্থানীয় মানুষজন থেকে প্রতিনিয়ত যাতায়াতকারী

লক্ষ লক্ষ নিত্যযাত্রীরাও। এমন ঘটনার কথা নজরে পড়ে ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক পরেশরাম দাস–এর। পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝতে খুব বেশি সময় নিতে হয়নি তাঁর। মুহূর্তে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন বিধায়ক। বুধবার সকালেই জেসিবি গাড়িকে কাজে লাগিয়ে ময়লা আবর্জনা সাফ করার কাজ শুরু হয় বিধায়কের উদ্যোগেই। আচমকা ক্যানিং শহরে ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার হতে দেখে স্বভাবতই খুশি সাধারণ মানুষজন। ঘটনা প্রসঙ্গে বিধায়ক পরেশরাম দাস জানিয়েছেন, 'ঐতিহ্যবাহী শহর ক্যানিং। শহরের আনাচে কানাচে যাতে করে ময়লা আবর্জনার স্তূপ তৈরী না হয় কিংবা সাধারণ মানুষ যাতে করে কোন প্রকার অসুবিধায় না পড়তে হয় তারজন্য এমন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।'

ধর্মাশোক এর কবলে তৃপ্ত সারমেরয়'র দল

নিজস্ব প্রতিনিধি : আমরা ইতিহাসের পাতায় জেনেছি সম্রাট অশোক এর কথা। সম্রাট অশোক প্রথমদিকে প্রজাদের উপর অত্যাচার করতেন। অত্যাচারের মাত্রা এতোটাই হয়েছিল যে তাঁকে সকলে চন্ডাশোক বলে আখ্যা দিয়েছিলন। পরে সেই চন্ডাশোক প্রজাদেরকে নিজের সন্তানের মতো পালিত করে অভিশাপ মোচন করে ধর্মাশোক নামে সমগ্র বিশ্বে পরিচিত হয়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ইতিহাসে সম্রাট অশোকের দানশীলতার কাছে আজও কেউ ঘেঁষতে পারেনি।রাতের অন্ধকারে এমনই এক ধর্মাশোক (সম্রাট অশোক) এর ন্যায় জনৈক এক ব্যাক্তির আবির্ভাব। ঘটনাক্রমে তাঁর নাম ও অশোক।একদল সারমেয় কে স্নেহ করে তাদের মুখে খাবার তুলে দিচ্ছেন। বর্তমানে করোনার

বাড়বাড়ন্ত চলছে। এমন পরিস্থিতির হাত থেকে রক্ষা পেতে বিভিন্ন জায়গায় সাময়িক ভাবে বাজার হাট বন্ধ রেখে করোনা কে রোখার তুমুল প্রচেষ্টা চলছে সব মহলে। তেমন ভাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার নামে খ্যাত ক্যানিং শহর। শহরের বৃহত্তম ক্যানিং বাজার রয়েছে। যেখানে প্রতিদিনই লক্ষ লক্ষ মানুষজন যাতায়াত করেন। করোনা মহামারী রুখতে প্রশাসনের তরফ থেকে ১০ জানুয়ারি থেকে ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত চারদিন বাজার বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় প্রায় লকডাউন চলছে এলাকায়। ক্যানিং শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ছ।য়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য সারমেয়। বাজার বন্ধ থাকায় তারা ক্ষুধার্ত অবস্থায় মরণাপন্ন ভাবে জীর্ণ শীর্ণকায় যত্রতত্র পড়ে রয়েছে। সারমেয়দের করুণ দুর্দশা দেখে এগিয়ে আসেন ক্যানিংয়েরই অশোক নামে এক যুবক। তিনি সারমেয়দের স্নেহে একত্রিত করে তাদের খেতে দেন। সারাদিন না খেতে পেয়ে অশোক বাবুর দেওয়া সামান্য খাবার পেয়ে খুশি সারমেদের দল। তাদের আদর করে খাওয়াতে দেখে সাধারণ পথচলিত মানুষজন প্রশংসা করেছেন ওই যুবককে।কেন এমন উদ্যোগ এ প্রসঙ্গে অশোক বাবু জানিয়েছেন, বাজার বন্ধ থাকলে ওরা খাবে কি? কে দেবে ওদের খাবার? ফলে সারমেয় গুলো যাতে অনাহারে কষ্ট না পায় তার জন্য সামান্য খাবারের ব্যবস্থা করেছি। যতদিন বাজার বন্ধ থাকবে ততদিনই ওদের কে খাবার জোগান দিয়ে যাবো। কারণ সকলের তরে সকলের আমরা। আমাদের ছাড়া ওরা বাঁচবে কীভাবে।'

শোকার্ত দাঁইহাট

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতায় বেপরোয়া লরির ধাক্কায় কর্তব্যরত এক ট্রাফিক কনস্টেবলের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শোকের ছায়া নেমে এল পূর্ব বর্ধমান জেলার দাঁইহাট শহরে। বৃহস্পতিবার রাতে মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে কলকাতার মহাত্মা গান্ধী রোড এবং সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ক্রশিংয়ে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ট্রাফিক কনস্টেবলের নাম শেখ মহঃ নাসিরুদ্দিন (৩৬)। তিনি জোরাবাগান ট্রাফিক গার্ডে কর্মরত ছিলেন। তাঁর বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার অধীনস্ত দাঁইহাট শহরের পাইপপাড়া এলাকায়। সেই রাতে নাসিরুদ্দিন ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করার সময় একটি লরি বেপরোয়া গতিতে ছুটে আসা একটি লরি তাঁকে ধাক্কা দেয় এবং তাঁর মৃত্যু হয়। এদিকে নাসিরুদ্দিন মৃত্যুর খবর দাঁইহাট শহরে এসে পৌঁছাতেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। মৃতের স্ত্রী এবং এক পুত্র ও কন্যা রয়েছে।

লালগড় বাঘকে বাঁচাতে পারেনি পেরেছে সুন্দরবন

সুভাষ চন্দ্র দাশ : সুন্দরবনের লোকালয়ে চলে আসা দু'টি বাঘকে সুস্থভাবে ধরে জঙ্গলে ফেরত পাঠানোয় বনকর্মী ও গ্রামবাসীদের দেওয়া হল বিশেষ সম্মাননা।

পরপর সুন্দরবনের গভীর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে কুলতলির দুই প্রান্তের লোকালয়ে চলে এসেছিল দু'টি বাঘ পূর্ণবয়স্ক। প্রথমবার বাঘটি চলে এসেছিল কুলতলি ব্লকের মৈপীঠ উপকূল থানা এলাকার ভুবনেশ্বরী গ্রামের নস্কর ঘেরিতে। সেই বাঘটিকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা বনবিভাগের রায়দিঘি রেঞ্জের বনকর্মীরা স্থানীয় গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় খাঁচা বন্দি করে তাকে সুস্থ স্বাভাবিক ভাবেই সুন্দরবনের দূরবর্তী জঙ্গলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। ঠিক তার কয়েকদিন পর আবারও কুলতলি ব্লকের গোপালগঞ্জ ও মেরিগঞ্জ দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত

একটি বাঘ রীতিমতো ৬ দিন ধরেই নাকানিচোবানি খাইয়ে দিয়েছিল সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা একটি সুচতুর বাঘ। শেষমেষ ওই বাঘটিকে জঙ্গলের মধ্যে দমকল বাহিনী সাহায্য নিয়ে তাড়া করে ঘুমপাড়ানি গুলি করেই জঙ্গলে ফেরত দেওয়া হয়েছিল। রীতিমতো জীবনের ঝুঁকি নিয়েই সেই বাঘ ধরার মতো চ্যালেঞ্জিং সেই কাজটি করেছিল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা বন বিভাগ ও যৌথ বন পরিচালনা কমিটির সদস্যরা।এবার সেই সব বনকর্মী ও যৌথ বন পরিচালন কমিটির সদস্য যাঁরা কুলতলি এলাকার গ্রামবাসী সেরকম ৯০ জনকে সম্মানিত করার উদ্যোগ নিল শহরের একটি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংস্থা শের। শনিবার সুন্দরবনে বন দপ্তরের রায়দিঘি রেঞ্জের অন্তর্গত কুলতলি বিট অফিসে করোনা স্বাস্থ্যবিধি মেনেই বনকর্মী ও যৌথ বন পরিচালন কমিটির সদস্য যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দুটি বাঘকে তাড়া করে ধরে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়েছেন তাদেরকে বিশেষ সম্মাননা জানানো হয় এবং শীতের রাতে তাদের বাঘ সংরক্ষণের কাজের সুবিধার জন্য জ্যাকেটও তুলে দেওয়া হয়। আর সেই সম্মাননা তুলে দেন শেরের দুই কর্ণধার জয়দীপ কুন্ডু ও সুচন্দা কুন্ডু। এছাড়া ছিলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা বনদপ্তরের ডিএফও মিলন কান্তি মন্ডল ও রায়দিঘির রেঞ্জার স্বপন মন্ডল সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

ভ্রাম্যমাণ করোনা পরীক্ষা কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : যেমন ভাবনা তেমন কাজ। রবিবার সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকে প্রশাসনের উদ্যোগে শুরু হল কোভিড টেস্ট অন হুইলস। এদিন গোসাবার বিভিন্ন জায়গায় এই কোভিড টেস্ট অন হুইলস পরিষেবা চালু করা হয়েছে। সুসজ্জিত ভ্রাম্যমাণ গাড়ি সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে সাধারণ মানুষের করোনা পরীক্ষা করে। টেকনিশিয়ান ও স্বাস্থ্য কর্মীরা পিপিকিট পরে গ্রামবাসীদের করোনা পরীক্ষা করেন। গ্রামের মানুষ নিজের বাড়ির কাছেই করোনা পরীক্ষা করার সুযোগ পেয়ে যায়। অনেকেই এগিয়ে আসেন করোনা পরীক্ষা করাতে। গোসাবার বিডিও বিশ্বনাথ চৌধুরী জানান, এদিন মোট ৪৭ জনের করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তার মধ্যে ৪ জনের পরীক্ষায় করোনা পজেটিভ পাওয়া গেছে। তাঁদের উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আইসোলেশানে পাঠানো হয়েছে। এই কোভিড টেস্ট অন হুইলস কর্মসূচি গোসাবায় জারি রাখা হবে। প্রতিটি দ্বীপে ঘুরে ঘুরে মানুষের কাছে পৌঁছে করোনা পরীক্ষা করা হবে। একদিন আগেই আলিপুরে

সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির উপস্থিতিতে করোনা নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা করা হয়। সেখানেই বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসনের তরফে করোনা টেস্ট অন হুইলস পরিষেবা জেলায় চালু করার কথাও বলা হয়েছিল। পরের দিন থেকেই সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গোসাবায় তা শুরু করে দিয়েছে ব্লক প্রশাসন।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৬ বর্ষ, ১২ সংখ্যা,১৫ জানুয়ারি –২১ জানুয়ারি, ২০২২

স্বখাত সলিলে

কিছুদিন আগেই আলিপুর বার্তা পত্রিকায় প্রথম পাতায় একটি সংবাদ শিরোনাম ছিল 'উৎসব যার যার, কোভিড সবার'। এই সংবাদ শীর্ষ আজকের প্রেক্ষিতে আপ্তবাক্য হয়ে উঠেছে। শুধু ধর্মীয় উৎসব নয় খেলা, মেলার মতো সামাজিক উৎসবও নয়, ভোট উৎসব আজ শুধু ভারতে নয় বাংলার দুয়ারে কড়া নাড়ছে। মহামারির এই মহালগ্নে ভোট উৎসবের ঢক্কা নিনাদ শুরু হয়েছে।

তখনও শুরু হয়নি কোভিডের তৃতীয় তরঙ্গের ঢেউ। কলকাতা পুরসভায় ভোট উৎসব সমস্ত অতীতকে ছাপিয়ে গেল। রামপ্রসাদ সেন বহু আগেই একটি শব্দ চয়ন করেছিলেন 'দোষ কারো নয় গো মা স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা'। বিগত বিধানসভা নির্বাচনের সময় এ রাজ্য সে রাজ্যের ভোট প্রচারের তীব্র অভিঘাতে ফিরে এসেছিল কোভিড সবার জন্য। সেবারের তীব্রতা ছিল অনেক বেশি। প্রবাদ আছে 'কোনও মানুষ দেখে শেষে কিংবা ঠেকে শেখে'। মহামারির এই বিপুল তরঙ্গ স্রোতে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি হলো প্রচলিত প্রবাদ বাক্যটি সর্বাঙ্গে সঠিক নয়। সেদিনের মহামারির বলি যে সব পরিবারে ঘটেছিল সে ক্ষত নিরাময়ের আগেই কলকাতার পুরসভার ভোট উৎসব বলা ভালো গণতন্ত্রের মহোৎসব শুরু হয়ে গেল। ফল হাতেনাতে পাওয়া গেছে। সারা বাংলায় যখন কোভিড তরঙ্গ স্তিমিত ঠিক তখনই কলকাতায় কোভিড সুনামি আছড়ে পড়ল। আজ কোভিড মহামারি সংক্রমণে প্রকৃত অর্থেই 'বাংলা এগিয়ে'।

সারা ভারতেই এখন কোভিড ঝড় শুরু হয়েছে। মৃত্যুর পরিসংখ্যান বিগত তরঙ্গগুলি থেকে এখনও পর্যন্ত কম হলেও আগামী দিনে পরিস্থিতি নাগালের বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। ডাবল ডোজ ও বুস্টার ডোজের নিদান এক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা নিতে শুরু করেছে তা পরিসংখ্যানই জানান দিচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে আগামী ২২ জানুয়ারি বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন করা কতটা বাস্তব সম্মত তা কলকাতা হাইকোর্ট রাজ্য নির্বাচন কমিশনের হাতে তুলে দিয়েছে। আশার কথা বিলম্বে হলেও রাজ্য নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী প্রচারে কিছু বিধি নিষেধ আরোপ করেছেন যা অনেকটাই সদর্থক। বিশেষ করে ভার্চুয়াল প্রচারের প্রয়োজনীয়তা তারা উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন। হয়তো আগামী দিনে অনলাইন ভোটের ভাবনা তারা ভাববেন এমন প্রত্যাশা করাই যায়।

আজ বাংলা এগিয়ে মহামারি সংক্রমণে এমন পরিসংখ্যান বার্তা খুব একটা সুখকর নয় রাজ্যবাসীর পক্ষে তা হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যাচ্ছে। প্রতি দশ জনের মধ্যে ছয় জন সংক্রমিত হচ্ছেন ওমিক্রণ কিংবা ডেলটা ভাইরাসে। করোনার রূপান্তর ও নাম পরিবর্তন বিজ্ঞানীকূলকে যেমন নতুন আবিষ্কারের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে তেমনই আশারবাণী শোনা যাচ্ছে হয়তো কয়েক মাসের মধ্যেই শীর্ষে চলা এই সংক্রমণ ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে যাবে। বিভিন্ন জেলায় বইমেলা বন্ধ হয়ে গেছে। যদিও গঙ্গাসাগর মেলার তীর্থযাত্রীরা পুণ্য স্নান করে ঘরে ফিরে যাচ্ছেন আশংকা রয়ে যায় ওই সাগরদ্বীপ ভূমিতে নতুন করে সংক্রমণ মাথা চাড়া দিতে পারার। ভিন রাজ্যের বহু বাসিন্দা অবশ্যই সুস্থ থাক এটা বঙ্গবাসী হিসাবে আমাদের কাম্য কিন্তু বহু মেলা এবং সমাবেশ এখনও অনেকটাই গা ছাড়া মনোভাব নিয়ে এগিয়ে চলেছে। ইংরাজির নববর্ষে আমাদের বিশ্ববাসীর কামনা একটি সেটি মানব প্রজাতি সুস্থ থাকুক। এবার অন্তত মানব সভ্যতা অভিজ্ঞতার আলোয় করোনা মুক্ত হবার ভাবনা ভাবতেই পারে।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র চোদ্দ

সম্ভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্ বেদোভয়ং সহ
বিনাশের মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে।।১৪।।

অনুবাদ

পরমপুরুষ ভগবান, তাঁর অপ্রাকৃত নাম এবং অস্থায়ী দেবতাকুল, মানুষ এবং পশুকুল সহ অনিত্য সম্বন্ধে পরিপূর্ণভাবে জানা উচিত। কেউ যখন এই সম্বন্ধে জানেন, তিনি তখন মৃত্যু ও ক্ষণস্থায়ী জড় জগৎ অতিক্রম করেন এবং সনাতন ভগবৎ-ধামে তিনি তাঁর সচ্চিদানন্দময় জীবন উপভোগ করেন।

তাৎপর্য

''কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন-সম্পন্ন বৈচিত্রময় অসংখ্য গ্রহমণ্ডল রয়েছে এই সব গ্রহমণ্ডল এককোণে অবস্থান করছে। এই ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে আমার উপাস্য পুরুষোত্তম ভগবানের অপ্রাকৃত দেহনিঃসৃত রশ্মিচ্ছটা।''

ব্রহ্ম-সংহিতার এই মন্ত্রটি পরমতত্ত্বের বাস্তব উপলব্ধির স্তর থেকে উক্ত হয়েছে এবং শ্রীঈশোপনিষদের শ্রুতি মন্ত্র আলোচিত এই মন্ত্রটিকে আত্ম-উপলব্ধির পন্থারূপে প্রতিপন্ন করেছে। ব্রহ্মজ্যোতি অপসারণের জন্য এটি কেবল ভগবানের কাছে একটি প্রার্থনা যাতে তাঁর প্রকৃত মুখমণ্ডল দর্শন করা যায়।

পূর্ণজ্ঞান হচ্ছে ব্রহ্মের উৎস সম্বন্ধে জ্ঞান এবং ব্রহ্মের উৎস হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে কৃষ্ণতত্ত্ব পূর্ণভাবে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবত প্রণেতা শ্রীল ব্যাসদেব প্রতিপাদন করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবান সম্পর্কে কারও উপলব্ধি অনুসারে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরমতত্ত্ব হচ্ছেন একজন সাধারণ জীব। জীবকে সর্বশক্তিমান পরমতত্ত্বরূপে কখনই বিবেচনা করা উচিত নয়। যদি তা-ই হত, তবে ভগবানের প্রকৃত রূপ দর্শনের জন্য তাঁর জ্যোতির্ময় আবরণ অপসারণের জন্য জীবের প্রার্থনা করার প্রয়োজন হত না।

তা হলে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, পরমতত্ত্বের চিন্ময়, শক্তিমান

ফেসবুক বার্তা

মহাভারতে উল্লিখিত "গান্ধ"

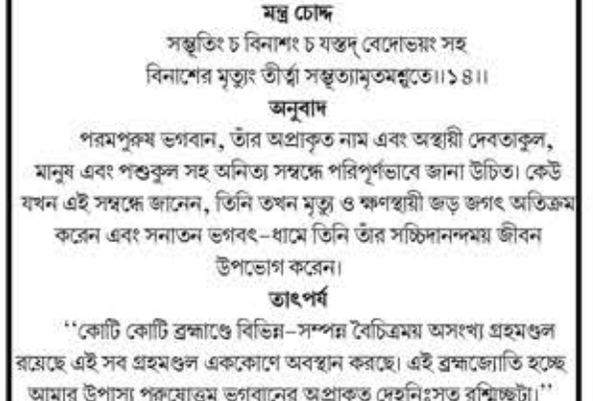

এই গাছটির নাম হল পাণ্ডবরা বাত্তি,এই গাছটির বিশেষতা হল এই গাছটির উপর সামান্য তেল ঢাললেই গাছটির পাতাগুলি জ্বলতে থাকে, পাণ্ডবরা নিজেদের অজ্ঞাত বাসের সময় রাতের অন্ধকারে এই গাছের পাতাকে মশাল রূপে ব্যাবহার করেছিল যার কারণে এই গাছটিকে পাণ্ডবরা বাত্তি বলা হয়।

দ্বাদশ গোপালের অন্যতম গোপাল শ্রীঅভিরাম গোস্বামী

পর্ব–১

নির্মল গোস্বামী

পুরীতে মহাপ্রভু একদিন নিতাইয়ের দুটি হাত ধরে বললেন, 'জীবেরে সদয় হইয়া, হরিনাম লওয়াও গিয়া, যাও নিতাই সুরধুনী তীরে'...। 'প্রভু কহে নিত্যানন্দ, জীব সব হইল অন্ধ, কেহ তো না পাইল হরিনাম। এক নিবেদন তোরে, নয়নে দেখিবে যারে, কৃপা করি লওয়াইবে নাম। কৃতপাপী দুরাচার নিন্দুক পাষণ্ডী আর, জন্মে জন্মে ভক্তি বিমুখ। প্রেমধন দান করি, বালক বৃদ্ধ পুরুষ নারী, খন্ডাইও সবাকার দুখ। কুমতি তার্কিক জন, অধম পড়ুয়াগণ কেহ যেন বঞ্চিত না হয়, শমন বলিয়া ভয়, জীবে যেন নাহি রয়, সুখে সবে হরিনাম লয়।'

মহাপ্রভু আদেশ ঋদ্ধ নিতাই চাঁদ গঙ্গাতীরে বর্তমান উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটিতে এসে গদি পাতলেন। মহাপ্রভুর লোকপাবনী নামধর্ম প্রচারের জন্য নিতাই চাঁদ তার একান্ত বারোজন ভক্ত মণ্ডলীকে বেছে নিয়ে এক সংঘ নির্মাণ করলেন। এরা দেশে বিদেশে পথে প্রান্তরে, গ্রামে গঞ্জে পায়ে হেঁটে ঘুরে ঘুরে নাম ধর্ম প্রচারের সাথে সাথে সরেজমিনে সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতেন। অভুক্তের অন্নের সংস্থান, আর্ত আতুরের চোখের জল মুছিয়ে মনুষত্বের আসনে বসাতে এরা যে পরিশ্রম করেছিলেন তা ইতিহাসে বিরল। এই বারোজন নিতাই সেনানীগণ ইতিহাসে দ্বাদশ গোপাল নামে খ্যাত।

একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে চৈতন্যলীলাকে সম্যকভাবে বুঝতে হলে দ্বাপরে বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলাকে জানতে হবে। কলিতে নদিয়ার গৌরলীলা যেন কৃষ্ণ লীলারই অসমাপ্ত অংশ। বৈষ্ণব ভক্তগণ মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গৌররূপে নদিয়ায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ফলে তিনি তাঁর দ্বাপরের লীলা সহচরগণকেও কলিতে সঙ্গে এনেছিলেন ভিন্ন রূপে ভিন্ন নামে। 'পূরবে শ্রীরাম এবে অভিরাম'। এই অভিরাম গোস্বামীর জন্মস্থান বা পিতা মাতার নাম কোথাও পাওয়া যায় নি। মধ্যযুগে বাংলার ইতিহাস সেভাবে সংরক্ষিত হয়নি। তাই কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে অনেক মণিমুক্তা। নিত্যানন্দের সমৃদ্ধ সেনানী অভিরাম গোপাল সম্পর্কে যতটুকু জানা গেছে তার উৎস সমূহ হল 'অভিরাম লীলামৃত' 'অভিরাম পটল', 'শ্রীঅভিরাম বন্দনা', 'শ্রী অভিরাম তত্ত্ব', 'শ্রী অভিরাম শাখা নির্ণয়', 'শ্রীশ্রী অভিরাম লীলা' রহস্য প্রভৃতি গ্রন্থ। দ্বাপরে কৃষ্ণ বলরামের অত্যন্ত কাছের সহচর ছিলেন শ্রীদাম। ইনি আবার শ্রীমতী রাধারাণীর জ্যেঠ সহোদর ছিলেন। অত্যন্ত বলশালী সুঠাম চেহারা। কানাই-বলাই খেলার ছলে প্রায়ই শ্রীদামের কাঁধে উঠে পড়তেন। দ্বাপরে কৃষ্ণলীলা চলাকালীন সকলে গোচারণে এসেছে। গোবর্দ্ধন পর্বত অঞ্চলে লুকোচুরি খেলতে খেলতে শ্রীদাম সবার দৃষ্টি এড়িয়ে ঢুকে পড়লেন এক গিরি কন্দরে। বসে বসে ভাবতে লাগলেন যে কানাই এখন তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কানাই তাকে বড় ভালোবাসে- এই চিন্তা মনে আসা মাত্রই শ্রীদামের অন্তরে বিহ্বলতার সঞ্চার হল তিনি আবেশে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে হত চেতন হলেন। কালপ্রবাহ কাল গ্রাস করল। অর্থাৎ দ্বাপর যুগ শেষ হয়ে কলি এলো। শ্রীদাম কিন্তু গোবর্দ্ধন পাহাড়ের গুহাতে সেই অবস্থায় রয়ে গেলেন।

এদিকে কলিতে গৌররূপী শ্রীকৃষ্ণ যখন নিত্যানন্দরূপী বলরামের সাক্ষাৎ পেলেন তখন দিব্য আবেশে শ্রীদামের কথা মনে

পড়ল। মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে বললেন, শ্রীদাম কোথায় শ্রীদামকে খুঁজে আন। নিত্যানন্দ বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধন পর্বতের কাছে শ্রীদাম বলে উচ্চস্বরে ডাকতে লাগলেন। সেই ডাক গুহাকন্দরে থাকা শ্রীদামের কর্ণে প্রবেশ করা মাত্র শ্রীদাম চেতন ফিরে পেয়ে ডাকের উৎসের দিকে ছুটতে ছুটতে নিত্যানন্দের কাছে এলেন। নিত্যানন্দ বললেন কৃষ্ণ এখন নদিয়ায় গৌরলীলা করছে চল আমার সঙ্গে। নবদ্বীপে তিনজনের মিলন হল। গৌর দেখলেন শ্রীদামের শরীর সেই দ্বাপর যুগের মতোই আছে। অর্থাৎ শরীরের মাপ নিজের হাতের সাত হাত। এই দীর্ঘ দেহী শরীর কলিতে বেমানান। তাই বৃন্দাবনের মতো গৌর নিতাই দুজনেই লাফ দিয়ে শ্রীদামের কাঁধে চড়ে বসলেন। এবং শ্রীদামের শরীর খর্বাকার হল। তাও নিজ হাতের সাড়ে চার হাত হল।

গৌরাঙ্গ শ্রীদামের নতুন নামকরণ করলেন 'অভিরাম'।

চৈতন্য আদেশ পাইয়া, নিতাই বিদায় লইয়া চলিলেন শ্রীগৌর মণ্ডলে। সঙ্গে তাই অভিরাম, গৌরদাস গুণধাম, কীর্তন-বিহার কুতুহলে।' কথিত যে নিত্যানন্দ নাম বিতরণের জন্য অভিরামকে সঙ্গে করেই বাংলাদেশে এসেছিলেন। তাই পানিহাটিতে যেখানে 'দণ্ড মহোৎসব' হয় সেই গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষের মূল নিতাই চাঁদের পাশে অভিরাম বিরাজিত আছেন। নিত্যানন্দ মানব কল্যাণের অন্যতম পন্থা হল বৌদ্ধিক সাম্যবাদ প্রচার করা। সেই উদ্দেশ্যে তিনি ১ যোজন দূরে দূরে যে সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলি গড়ে তুলেছিলেন তার এক একের দায়িত্বে এক এক গোপালের হাতে ন্যস্ত ছিল। তেমনি ভাবে হুগলি অঞ্চল সহ রাঢ় দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের দায়িত্বে ছিলেন অভিরাম।

'ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার। জন্ম সার্থক কর করি পর উপকার'। এই মন্ত্রের উদ্গাতা নিত্যানন্দের লোক কল্যাণকর দায়িত্ব পালনে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন অভিরাম। তিনি বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতেন। মানুষের অভাব অভিযোগ শুনে তাদের দুঃখ দূর করার সাধ্যমতো চেষ্টা করতেন। অভিরামের প্রচণ্ড তেজ ছিল। তাঁর সব কিছুই ছিল দিব্য মহিমামন্ডিত। তিনি মন্দিরের বিগ্রহকে প্রণাম করলে বিগ্রহ ঘেমে উঠত। অনেক বিগ্রহ ফেটে যেতো। যে বিগ্রহে দৈব মহিমা বেশি থাকত তারাই অভিরামের প্রণাম নিয়ে সুস্থ থাকত। কথিত আছে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের মদন মোহন ও মেদনীপুরের বাগড়ীর কৃষ্ণরায় মূর্তিদ্বয় অভিরামের প্রণাম গ্রহণ করেও অবিকৃত ছিল। নিত্যানন্দের শিশু পুত্রকে দেখতে এলে মাতা বসুধা ভয়ে ছেলেকে দেখাতে চাননি নানা কথার ছলে অভিরামকে ভুলিয়ে রাখতে চাইল। ওদিকে শিশু বীরচন্দ্র কান্না জুড়ে দিল তখন মাতা জাহ্নবী বীরচন্দ্রকে নিয়ে এলে অভিরাম তার চরণে মাথা রেখে প্রণাম করতেই শিশু খিল খিল করে হেসে উঠল। হুগলির কৃষ্ণনগরের (খানাকুলের পাশে) তিনি শ্রীপাঠ স্থাপন করে বসবাস করতেন। কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই তিনি নাম প্রচারের জন্য বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতেন। এই কৃষ্ণনগর গ্রামের প্রান্তে ছিল এক শ্মশানকালীর মন্দির। একদিন গ্রামের রাস্তায় এক বিধবা মহিলাকে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে শ্মশান কালী তাঁকে স্বপ্নে জানিয়েছেন যে তার পুত্রকে নৈবেদ্য স্বরূপ গ্রহণ করবেন। সেই থেকে আজ দুদিন হল ছেলেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অভিরাম মন্দিরে গিয়ে বললেন, কোথায় আছে বামুনের ছেলেটি? তাকে এখনই ফিরিয়ে দাও। আমি আর একদিন আছি এখানে এর মধ্যে যেন বিধবা তার ছেলে ফিরে পায়। অভিরামের গর্জনে কাজ হয়েছিল। একদিন পরেই ছেলে ফিরে এসেছিল।

অভিরাম গোস্বামীর কাজকর্ম সাধারণ বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা করা দুরূহ। তিনি পরিণত বয়সে নিত্যানন্দের আদেশে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যগণের কাছ থেকে জানা যায় তাঁর অলৌকিক কর্মকাণ্ড। তিনি গঙ্গার উপর এক খানি কাপড় বিছিয়ে তার উপর দিয়ে হেঁটে যেতেন। তাঁর স্ত্রী মালিনী দেবী এক আঙুলে ভারী বোঝা তুলতে পারতেন। তাঁর অন্যতম শিষ্য পাখিয়া গোপাল পাখির মতো উড়ে যেতে পারতেন। তিনি উড়ে গিয়ে নিমেষের মধ্যে পুরীর মহাপ্রসাদ এনে গুরুগণকে সেবার ব্যবস্থা করতেন। তিনি কৃষ্ণনগরে (হুগলি) যেখানে শ্রীপাঠ স্থাপন করেছিলেন তার নিকটস্থ রামকুন্ড নামক দীঘিতে মণিময় শ্রীগোপনাথ বিগ্রহ পেয়ে শ্রীপাটে স্থাপন করেছিলেন। পরে পাশে বলরামের দারু বিগ্রহ ও শ্রীধরের শালগ্রাম শিলা স্থাপিত হয়। যা আজও বর্তমান। এখানে অভিরামের নিত্যপর বিগ্রহ রয়েছে।

তথ্যসূত্র : শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ লীলা সহচর দ্বাদশ গোপাল- নিতাই বাড়ী বীরচন্দ্রপুর, বীরভূম।

গঙ্গাসাগরের একাল-সেকাল ও বহমানকাল

গোবিন্দ চক্রবর্তী : প্রবাহিত গঙ্গা নদী বঙ্গোপসাগরে মিলিত হওয়ার আগে সাগর দ্বীপের কাছে দুইটি ধারায় ভাগ হয়ে যায়, একটি ধারা হুগলি নদী নাম নিয়ে পশ্চিম দিক দিয়ে সাগরে বিলীন হয়, অপর ধারাটি দক্ষিণ দিক দিয়ে মুড়ি গঙ্গা বা বটতলা ক্রীক নামে ধবলহাটে সাগরে মেশে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপ মহকুমা সাগর ব্লকের সুন্দরবন পুলিশ জেলার অন্তর্গত বঙ্গোপসাগর ও গঙ্গা নদীর মিলন স্থলে আগামী ১৪ জানুয়ারি ২০২২, বাংলার ২৯ পৌষ ১৪২৮ শুক্রবার মকর সংক্রান্তির শুক্ল পক্ষের দ্বাদশীতে অনুষ্ঠিত হবে গঙ্গা সাগরের স্নান পর্ব তথা মেলা। স্মরণ থাকে, ভারতের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে একমাত্র এই অনুষ্ঠানটি সূর্য কেন্দ্রিক।

জাতীয় তীর্থ ক্ষেত্রের স্বীকৃতি প্রাপ্য দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের শেষ ভূখণ্ডের তীর্থ ক্ষেত্রটির শুরুর নির্দিষ্ট দিন-ক্ষণ অজানা তবে ৮৩০ খৃস্টাব্দে ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত 'রাজমালা', এছাড়া ১৮৪২ সালের তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় গঙ্গাসাগর তীর্থ ক্ষেত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতের প্রাচীন তীর্থ স্থানগুলির মধ্যে গঙ্গাসাগর অন্যতম। প্রাচীন এই তীর্থক্ষেত্রটি জাতীয় তীর্থক্ষেত্রের স্বীকৃতি প্রাপ্য।

মেলা পরিচালনার জন্য বোর্ড গঠন : লর্ড ওয়েলেস্‌লির শাসনকালে (১৭৯৫-১৮০৫) ২৩টি জীবন্ত শিশুকে জলে বিসর্জনের মর্মান্তিক ঘটনায় গঙ্গাসাগরের পরিচিতি বাড়ে। এই ঘটনার পর মেলাটি সুষ্ঠ ভাবে পরিচালনার দাবি ওঠে। বিষয়টি বাস্তবায়িত করতে এগিয়ে আসেন সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ প্রমুখ সুধীজনেরা। গঠিত হয় 'সাগর আইল্যান্ড সোসাইটি'।

তারপর মেলা পরিচালনার ভার নেন জেলা ইউনিয়ন বোর্ড। অবশেষে মেলার গুরুত্ব বিবেচনা করে ১৯৬৪ সালে রাজ্য সরকার সরাসরি মেলা পরিচালনার ভার গ্রহণ করে।

এরপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাস্তা, আলো, পানীয়জল, যোগাযোগ, নদী পারাপার, তীর্থ যাত্রীদের থাকার জায়গা, চিকিৎসা, শৌচালয়, আগুন প্রতিরোধ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সহ একাধিক পরিষেবাগুলি উত্তরোত্তর উন্নত করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারের পাশাপাশি ১৩৯টি বেসরকারী সংস্থা তীর্থ যাত্রীদের নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতার কাজে যুক্ত থাকেন।

মেলা স্থগিত : ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম বছর তীর্থ যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে মেলা স্থগিত রাখা হয়।

তীর্থ কর প্রত্যাহার : ইউনিয়ন বোর্ড মেলা পরিচালনার ভার নিয়েই তীর্থ কর প্রচলন করে। প্রথমে সাধারণ পূর্ণ্যার্থী পিছু 'দুই আনা' কর ধার্য হয়। তারপর তা বাড়িয়ে করা হয় 'চার আনা'। রাজ্য সরকার দায়িত্ব নিয়ে তীর্থ কর ধার্য করে 'দুই টাকা', পরে তা বেড়ে হয় 'পাঁচ টাকা'। তীর্থ কর আদায় নিয়ে অভিযোগের ফর্দ ভারী হচ্ছিল। অবশেষে ২০০৮ সালে রাজ্য সরকার তীর্থ কর প্রত্যাহার করে। ২০১১তে বিজলির সমস্যা সমাধান : কুপি, হ্যারিকেন, হ্যাজাক, জেনারেটারকে বিদায় দিয়ে সাগর মেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হয় ১৯৭১, কিন্তু চাহিদার সঙ্গে সরবরাহের ফাঁক ছিল, তৎকালীন রাজ্য সরকার ২০০৯ সালে মুড়ি গঙ্গার উপর দিয়ে তার টেনে সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেন। এই প্রকল্পে বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ শেষ হয় ২০১১'র জুন মাসে।

মুড়ি গঙ্গার উপর সেতু চাই : তীর্থ যাত্রীরা সড়ক পথে বা ট্রেনে যে পথেই আসুন, তীর্থ ক্ষেত্রে পৌঁছাতে নদী পারপার করতেই হবে। হয় হাতানিয়া-দোয়ানিয়া, নয় মুড়ি গঙ্গা। এক সময় নামখানা-চিমাগুড়ি দিয়েই তীর্থ যাত্রীরা যাতায়াত করত। নব্বই দশকে চিমাগুড়ির কাছে বড় ধরণের লঞ্চ দুর্ঘটনার পর পারাপারের ভর কেন্দ্রটি লট-৮-এ সরিয়ে আনা হয়।

উল্লেখ্য দুই প্রান্তের দুইটি নদী মারাত্মক ভাবে পলিতে আক্রান্ত। কোটি কোটি টাকা 'খনন' খাতে খরচ করেও ভাটার সময় নদী পারাপার সচল রাখা যাচ্ছে না। পরবর্তী জোয়ারের জন্য তীর্থ যাত্রীদের খোলা আকাশের নীচে ৭/৮ ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়। এই বিড়ম্বনা সমাধানের পথ হল মুড়ি গঙ্গার উপর সেতু নির্মাণ।

প্রণামীর টাকা নিয়ে মকদ্দমা : রাজ্যে অবস্থান হলেও কপিল মুনির মন্দির অযোধ্যার রামানন্দ আখড়ার অধীন। মেলা শেষে ভক্তদের দানের সমস্ত সামগ্রী আখড়া অযোধ্যায় নিয়ে যায়। প্রণামীর টাকার একটি অংশ মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ বা পরিষেবা খাতে কেন খরচ করা হবে না এই নিয়ে আখড়ার সঙ্গে রাজ্যের ভক্তদের একাধিক মামলা হয়েছে। আদালত এ ব্যাপারে কোনও রায় না দেওয়ায় পুরানো ব্যবস্থাই বহাল রয়েছে।

কপিল মুনির মন্দির : গঙ্গা সাগরের কপিল মুনির মন্দির পুরাকীর্তি তালিকাভুক্ত নয়। জলোচ্ছাসে একাধিক মন্দির ধ্বংস হয়েছে। বর্তমান মন্দির নির্মিত হয়েছে সত্তর দশকে, পঞ্চাশ বছরে অবশ্য কয়েকবার মন্দির পরিমার্জিত হয়েছে।

মকর সংক্রান্তি : সংক্রান্তি শব্দের অর্থ মাসের শেষ দিন। বার মাসে এক বছর সেই হিসাবে ১২টি সংক্রান্তি, তাহলে, মকর সংক্রান্তির বিশেষত্ব কী? বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারি মাসের মত মেষ, মীন, কুম্ভ, ধনু, মকর সহ ১২টি রাশি আছে। পৌষ সংক্রান্তিতে বিশেষ গুরুত্ব হল- এই দিন গঙ্গা সাগরে বিলীন হয়। কপিল মুনির কথা অনুযায়ী গঙ্গার পবিত্র জলে সাগরের নিহত আত্মীয় স্বজনদের স্নান করানো মাত্র তারা শাপমুক্ত হন। জনশ্রুতি হল মকর সংক্রান্তির দিন সঙ্গম স্থলে স্নান করলে মোক্ষলাভ হয়। এই বিশ্বাস থেকে আজও হাজার হাজার মানুষ অনেক কষ্ট স্বীকার করে গঙ্গাসাগরে স্নান করতে আসেন।

গঙ্গা সাগরের গল্প : ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের কাহিনী বহুল প্রচারিত তবু একাংশ কৌতূহলী পাঠকের জন্য আরও একবার তুলে ধরলাম। আদিকাল থেকে অর্থবানের নিজের প্রতিপত্তি জাহির করতে নানা যজ্ঞ বা অনুষ্ঠান করত। যজ্ঞের মধ্যে ধারে ও ভারে শ্রেষ্ঠ অশ্বমেধ যজ্ঞ।

শ্রেষ্ঠত্ব পেতে হলে অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে হত। নিরানব্বইটি অন্যান্য যজ্ঞ করার পরেই অশ্বমেধ যজ্ঞ করার অধিকারী হওয়া যেত। এই যজ্ঞের নিয়ম হল- একটি সুস্বাস্থ্য ঘোড়ার কপালে আয়োজকের নাম পরিচয় লিখে কয়েকজন রক্ষী সহ ঘোড়াটিকে ছেড়ে দেওয়া হত। ঘোড়াটি চারিদিন ঘুরে বৎসরান্তে প্রত্যাগত হলে ওই ঘোড়ার মাংসে পূর্ণাহুতি দিয়ে যজ্ঞ শেষ করা হতো। ঘোষিত হতো আয়োজকের শ্রেষ্ঠত্ব।

এই রাজশ্রী হতে অযোধ্যার রাজা সগর অশ্বমেধ যজ্ঞের ব্যবস্থা করেন। দেবরাজ ইন্দ্র যজ্ঞ পন্ড করতে ঘোড়াটিকে কপিল মুনির অজান্তে মুনির আশ্রমে রেখে আসেন। অনেক খোঁজাখুজির পর ঘোড়া রক্ষকেরা মুনির আশ্রমে ঘোড়াটি বাঁধা অবস্থায় দেখতে পেয়ে রক্ষীদের ধারণা হয় মুনি ঘোড়াটি চুরি করে এনেছে। তারা ঘটনা যাচাই না করেই মুনিকে আক্রমণ করে। গহন বনের রণকৌশল জানা না থাকায় মুনির হাতে ওরা পরাজিত ও নিহত হয়।

এই দুঃসংবাদ শোনার পর রাজা সাগর ঘোড়া উদ্ধার এবং নিহতদের মুক্তির উপায় জানতে পৌত্র অংশুমানকে মুনির কাছে পাঠান। অংশুমানের প্রার্থনার উত্তরে মুনি জানান গঙ্গার পবিত্র জলে স্নান করালে তবেই এদের মুক্তি হবে। এরপর কমন্ডুলে বন্দি গঙ্গাকে ভুতলে আনতে সগর সহ বংশের একাধিক রাজা চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। অবশেষে পঞ্চম পুরুষ ভগীরথ সাফল্য অর্জন করেন। মুনির কথা অনুযায়ী গঙ্গার পবিত্র জল স্পর্শ মাত্রই নিহতেরা শাপ মুক্ত হন। এই হল গঙ্গা সাগরের সংক্ষিপ্ত আখ্যান।

পরিশেষে একটি নিবেদন- নানান দিক থেকে মেলার যাঁকজমক বাড়ছে। এই জৌলুশের সঙ্গে সাধারণ তীর্থ যাত্রীরা একাত্ম হতে পারছে কী?

বিক্ষোভ ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : জল সমস্যা সমাধান সহ সাতদফা দাবিতে সোমবার দুবরাজপুর পুরসভায় ৬ জানুয়ারি সিউড়ি প্রশাসনিক ভবনের বাইরে বিক্ষোভ দেখাল এসএফআই। তাদের দাবি মদের

ডেপুটেশন দিলো বামফ্রন্ট। করোনা সংক্রমণের জন্য অবস্থান কর্মসূচি বাতিল রেখে শুধু ডেপুটেশন দেওয়া হয়। করোনা ও ওমিক্রন সংক্রমণের জন্য রাজ্যে বিদ্যালয় বন্ধ। কিন্তু খোলা রয়েছে মদের দোকান। অবিলম্বে রাজ্যে আংশিক বিদ্যালয় খোলার দাবিতে দোকান খোলা থাকলে অবশ্যই আংশিকভাবে বিদ্যালয় ও কলেজ স্বাস্থ্যবিধি মেনে খুলতে হবে এবং অনলাইনে ক্লাস করাতে গেলে অসুবিধা হচ্ছে সবথেকে বেশি মোবাইল রিচার্জের জন্য। মোবাইল রিচার্জের দাম কমিয়ে অনলাইন ক্লাস করাতে হবে।

অপরাধ চক্রে এবার হেরোইনের আঁতুড়ঘর

বর্ধমান

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: অপরাধ চক্রে বর্ধমান ফের সংবাদ শিরোনামে। এবার হেরোইন তৈরির আস্ত একটা কারখানার হদিশ। রাজ্যের সেরার সেরা রাজকীয় শহর বর্ধমানকে কেন্দ্র করে ইদানীং নানাবিধ অপরাধ চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বেশ কয়েক বছর আগে বর্ধমান শহরের খাগড়াগড় ভয়ংকর বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছিল। কুখ্যাত আন্তর্জাতিক একটি জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা এই খাগড়াগড়ের একটি বাড়িতে ঘাঁটি গেঁড়ে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় নেটওয়ার্ক তৈরির কাজ চালানোর সময়ই সেই ভয়ংকর বিস্ফোরণ ঘটেছিল। গর্বের শহরের বুকে ওই জঙ্গি যোগের ঘটনায় চারিদিকে রাজ্য সরকারের পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। সেই ঘটনার তদন্ত এখনও চলছে। এর মধ্যেই আরও নানাবিধ অপরাধ চক্রের জাল বিছিয়েছে দুষ্কৃতীরা। ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছিল নকল মোবিল, ভেজাল ঘি তৈরির কারখানা। তার ওপর অনলাইন প্রতারণার ঘটনাও ঘটছে। এবারও সেই বর্ধমান শহরেই চমকে দেওয়ার মতো অপরাধ চক্রের হদিশ মিলল। শহরের শ্রীপল্লি এলাকায় হেরোইন সহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্য তৈরির বেশ বড়সড় কারখানার খোঁজ পেল রাজ্য পুলিশের এসটিএফ। গত রবিবার সেখানে এসটিএফের আধিকারিকরা অতর্কিতে অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে মাদক তৈরির কাঁচামাল ও কুড়ি লক্ষাধিক টাকা উদ্ধার করেছেন। পুলিশ সূত্রে

জানা গেছে, বিপুল পরিমাণ সেই কাঁচামালের আন্তর্জাতিক বাজারদর হিসেবে যার মূল্য প্রায় ৬৫ কোটি টাকা। সেই সঙ্গে নোট গণনার একটি মেশিন, ওজন মেশিন সহ বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিকও বাজেয়াপ্ত করেছে এসটিএফ। এই ঘটনায় বর্ধমানের দু'জন গ্রেপ্তার হয়েছে। পুলিশ সহ একাধিক সূত্রে জানা গেছে, বর্ধমান শহরে নানা কারণে এরাজ্যের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি একাধিক ভিনরাজ্যের নানা পেশার অসংখ্য মানুষের যাতায়াত বেড়েছে। এখানকার অত্যাধুনিক মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ঝাঁ চকচকে সুবিশাল রেলস্টেশন সহ উন্নত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা, বহুমুখী শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বর্ধমান শহরকে বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। ফলে, এই শহরের বুকে দিন-রাত মানুষের ব্যস্ততা চোখে পড়ে। আর শহরের বুকে সেই ব্যস্ততার ফাঁক গলে একশ্রেণির সুবিধাবাদী নানাবিধ অপরাধ চক্রের জাল বিছিয়ে চলেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পূর্ব বর্ধমান জেলাবাসীর তো চোখ কপালে উঠেছে। ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষের একাংশের অভিমত, যেভাবে বর্ধমান শহরের বুকে একের পর এক অপরাধ চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে তা নিঃসন্দেহে সমাজের পক্ষে ঘোর উদ্বেগের বিষয়। এধরণের অপরাধ চক্রের বৃদ্ধি কিন্তু পুলিশ প্রশাসনের পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সহ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনকে বিস্তর অপ্রীতিকর প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে।

নাবালিকার বিয়ে রুখলো প্রশাসন

অভীক মিত্র : সোমবার সিউড়ি এক নং ব্লকের মল্লিকপুর গ্রামপঞ্চায়েতের চান্দুরিয়া গ্রামের

পনেরোবছর বয়সী এক দশম শ্রেণীর ছাত্রীর বিয়ে বন্ধ করলো SAG KP প্রকল্পের কর্মী ও চাইল্ড লাইন সিউড়ি এবং পুলিশ প্রশাসন যৌথ উদ্যোগে। SAG KP প্রকল্পের প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর ঈশিতা মজুমদার বলেন, প্রত্যেক গ্রাম সংসদে আমাদের সখি শৈলী একটি করে টিম আছে সেই টিমের মাধ্যমে এই খবর আমাদের কাছে উঠে আসে। এরপর আমরা যৌথ উদ্যোগে কাজটা করতে সক্ষম হয়। রবিবার মল্লারপুরের কানাচি সরকার পাড়ার পনেরো বছর বয়সী এক নবম শ্রেণির ছাত্রীর বিয়ে বন্ধ করলো ময়ূরেশ্বর এক নং ব্লকের সিডিপিও, সুপারভাইজার, চাইল্ড লাইনের প্রতিনিধি, থানার আধিকারিকরা। পিতা প্রশান্ত বাগদী একবছর আগে মারা গেছেন। মা সোনালী বাগদী মেয়ের অমতে বিয়ে দিচ্ছিল বলে অভিযোগ। মেয়েটি জানায় সে এখনো পড়াশুনা করতে চায়। বাড়ির অভিভাবক লিখিত মুচলেকা দিয়ে জানায় উনারা যে ভুল করেছে সেটা আগামী দিনে আর করবেন না।

রেড ভলেন্টিয়ারদের হাতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবিটিএ রামপুরহাট মহকুমা শাখার পক্ষ থেকে রামপুরহাট রেড ভলান্টিয়ার্সদের হাতে বর্তমান অতিমারী পরিস্থিতিতে করোনা প্রতিরোধ সামগ্রী অক্সিজেন সিলিন্ডার, মাস্ক, ফ্লো মিটার, অক্সিজেন মাস্ক, স্যানিটাইজার,পিপিই কীট ইত্যাদি তুলে দেওয়া হয় বৃহস্পতিবার রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন রাজ্য সরকারি কর্মচারী সমিতির ভবনে। এবিটিএ-র প্রাক্তন সম্পাদক ও রামপুরহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক মহঃ নূর উজ্জামান, শিক্ষক নেতা অসীম দত্ত, দেবাশীষ ব্যানার্জি ও নীলমাধব বিশ্বাস মহাশয় এবং রেড ভলান্টিয়ার্সের পক্ষ থেকে রাহুল চ্যাটার্জি, সুশান্ত মন্ডল, দেবারতি বিশ্বাস, ভিরাজ হোসেন, ইউসুফ আলী, দেবাঞ্জন ব্যানার্জি উপস্থিত ছিলেন।

সচেতনতার গান

প্রথম পাতার পর

দুই ছেলে ও স্ত্রী নিয়ে তাঁর সংসার এক সময় গানের নেশায় পাড়ার হরিনামের দলে যোগ দিয়ে কীর্তন ও বাউল গানে হাতেখড়ি হয় বৃন্দাবনের। গানের দলের সঙ্গেই প্রথম সাগরমেলায় এসেছিলেন তিনি। তবে কতদিন আগে, তিনি এসেছিলেন তা সঠিক মনে নেই তাঁর । তাঁর ধারণা, অন্তত বছর চল্লিশ আগে তিনি প্রথম সাগরমেলায় এসেছিলেন। মাঝে কয়েক বছর বাদ দিয়ে বাকি প্রত্যেক বছরই মেলার সময় সাগরে হাজির হন বাউল শিল্পী বৃন্দাবন। মেলায় এসে প্রতিবছরই দেহতত্ত্ব নিয়ে গলায় সুর তোলেন তিনি। তবে এবার নতুন সংযোজন করোনা নিয়ে সচেতনতার গান। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের কাছে তুলে ধরেন বাউলগান। বাউল সংস্কৃতির প্রচার আরও বাড়াতে হবে বলেও বৃন্দাবন মনে করেন।

সেকাল-একাল

প্রথম পাতার পর

আমরা সাংবাদিকরাও অনেকেই নানা এনজিওতে খেতাম। কিন্তু এখন সাংবাদিকদের জন্য থাকার ও খাবার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। এনজিওদের যাবতীয় কাজ এখন সরকারই করে দিচ্ছে। আগামী দিনে হয়তো অনেক এনজিওর সাগর মেলায় আসার আগ্রহ কমে যাবে। তবে একথা সকলেই স্বীকার করবেন সাগরে বিদ্যুৎ আসার পর, আমূল বদলে গেছে সাগরদ্বীপ। ২০ বছর আগের সাগরদ্বীপের সঙ্গে এখন সাগরদ্বীপকে মেলানো যাবে না। কচুবেড়িয়া থেকে সাগরের কপিলমুনির পর্যন্ত রাস্তা-ঘাট-পরিবর্তিত হয়েছে আধুনিক সংস্কারের ফলে। মন্দির সংলগ্ন রাস্তা-ঘাট-ডালা আর্কেড, স্থাপত্য, তীর্থযাত্রী শেড, ফুড কোর্ট, আধুনিক সাজে সেজে ভাবছে। প্রাচীন প্রবাদ 'সব তীর্থ বার বার গঙ্গাসাগর একবার'। এটা এখন আর প্রযোজ্য নয়। এখন সকালে বেরিয়ে সন্ধ্যায় নির্বিঘ্নে সাগর ভ্রমণ করতে পারে কলকাতার মানুষরা। তাই এখন বলাই যায় 'সব তীর্থ একবার, গঙ্গাসাগর বার বার'।

পালিয়ে আসা দুই নাবালিকা উদ্ধার জয়নগরে, ধৃত প্রেমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফেসবুকের মাধ্যমে প্রেমের জালে জড়িয়ে দুই নাবালিকাকে বিয়ে করার নামে নিজের এলাকায় নিয়ে আসার দায়ে ধৃত এক ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে জয়নগর থানা এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, ফেসবুকের মাধ্যমে বেশ কয়েকমাস আগে নদিয়ার চাকদহ থানার দুধকর গ্রামের ১৭ বছরের সুমিতা হালদার নামে এক নাবালিকার সাথে পরিচয় ঘটে জয়নগর থানার জাঙ্গালিয়ার পুনপুয়া গ্রামের ২৬ বছরের আশিষ সরদারের। আর ভালবাসার টানেই গত শুক্রবার সুমিতা তাঁর পিসতুতো বোন ১৫ বছরের সঞ্চিতাকে সাথে নিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে ট্রেনে করে গোচরণ স্টেশনে নেমে আশিসের সাথে তাঁর বাড়িতে গিয়ে ওঠে। এর মধ্যে মেয়েকে না পেয়ে সুমিতার বাবা যতন হালদার চাকদহ থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করেন। আর তাঁর পরেই চাকদহ থানার পুলিশ তদন্তে নেমে

সুমিতার ফোন লোকেশন ট্র্যাক করে জয়নগর থানার পুনপুয়ার হদিশ পায়। তার পরেই চাকদহ থানার পুলিশ ও জয়নগর থানার পুলিশ যৌথ ভাবে অভিযান চালায় সোমবার রাতে। আর সেই রাতেই আশিসের ঘর থেকে পাওয়া যায় ওই দুই নাবালিকাকে এক সাথে। আর দুই নাবালিকাকে উদ্ধারের সাথে সাথে পুলিশ আশিস সরদারকে গ্রেফতার করে চাকদহ থানায় নিয়ে যায়। ধৃতের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া নাবালিকাদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে সোমবার শেষ রাতে চাকদহে ফিরে যান চাকদহ থানার পুলিশ। কি কারণে ওই দুই নাবালিকাকে নিজের ঘরে রেখেছিল ধৃত আশিস তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

চন্দননগরে পুরনির্বাচনে তৃণমূলের ইস্তাহার প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : চন্দননগর পুরনিগমের নির্বাচনে প্রচারের সুবিধার্থে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে একগুচ্ছ সুবিধা দেওয়ার পরিকল্পনা চন্দননগর বাসীর জন্য ইস্তাহার প্রকাশ করলেন রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। শুক্রবার দুপুরে চন্দননগর বহুবাজারে মা সারদা ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তা প্রকাশ করা হয়। ফরাসি শহরে ৩৩টি ওয়ার্ডে নিযুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে নিকাশি ও নর্দমা ব্যবস্থা, বেশি বৃষ্টিপাত হওয়ার কারণে অতিরিক্ত জলজমার সমস্যার মোকাবিলা, খালগুলোর পুনরুদ্ধার, সড়ক পরিকাঠামো, খানাখন্দহীন চন্দননগর, জল সরবরাহ, অবিচ্ছিন্ন পানীয় জলের পরিষেবা, নির্মল চন্দননগর, আলোকময় চন্দননগর, সহজলভ্য শৌচালয়,

শৌচালয়গুলির নিয়মিত মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ। স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ, শহরে গৃহহীনদের জন্য আশ্রয়, সংস্কৃতি ও পর্যটন বছরে বার্ষিক উৎসব, ঘাটের সৌন্দর্যায়ন- চন্দননগর স্ট্যান্ডে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড সিস্টেম চালু করা প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐতিহ্য ও তাঁর স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করার জন্য মিউজিয়াম নির্মাণ। এদিন হাজির ছিলেন চন্দননগরের প্রাক্তন মেয়র রাম চক্রবর্তী, মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, ডেপুটি মেয়র স্নিগ্ধা রায়, জেলা সভাধিপতি স্নেহাশিস চক্রবর্তী, হীরন্ময় চ্যাটার্জী (কালু), অসীমা পাত্র, দিলীপ যাদব, শুভেন্দু মুখার্জী, বিনয় কুমার সাউ (ভিকি) প্রমুখরা।

তীর্থযাত্রীর সঠিক পরিসংখ্যান

প্রথম পাতার পর

ই-স্নান, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পুণ্যার্থীরা ই-স্নানের প্যাকেট সংগ্রহ করেছেন (অনলাইন ও অফলাইন) : ২,৭৮,৭৮৯ পুণ্যার্থী। দুবাই, ইংল্যান্ড ও আমেরিকার ভক্তেরা এই প্রথম ই-স্নানের সুযোগ লাভ করলেন।

ই-পুজো, ই-পুজো প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কপিল মুনির মন্দিরে প্রার্থনা ও পুজো নিবেদন করেছেন : ১,০৬,৩৬২ জন ভক্ত এই পুজো নিবেদন করেছেন।

ড্রোনের মাধ্যমে পুণ্যস্নান সংঘটিত হয়েছে (আউট্রাম ঘাট এবং গঙ্গাসাগরে) : ৬৫,৭৮০ পুণ্যার্থী।

পুণ্যতরীর মাধ্যমে রাজ্যের ২৩টি জেলায় পবিত্র গঙ্গাজল পাঠানো হয়েছে : এই পবিত্র জলে কয়েক লক্ষ ভক্ত পুণ্যস্নান সেরে নিয়েছেন।

লাইভ দর্শন : ২৫৫টি এলইডি টিভিতে এই বিশেষ পুজো নিবেদন প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। গঙ্গাসাগর থেকে আউটরাম ঘাট পর্যন্ত।

জরুরি ভিত্তিতে একজন রোগীকে (পা ভাঙা থাকার জন্য) আজকে এয়ার লিফট করা হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের ৭৫ বছর বয়স্ক সাবিত্রী গালিক্রম বাওয়ানে এই মুহূর্তে হাওড়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

মহামান্য উচ্চ আদালতের নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে মেলায় ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

মাস্ক বিতরণ : তীর্থযাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রবেশ পথ ও সাগরে ১০৮ লক্ষ মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে।

পুলিশ মোতায়েন এবং ড্রপ গেট : সুরক্ষার জন্য অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মেলায় নিয়োগ করা হয়েছে। ৩৮টি ড্রপ গেট এবং অতিরিক্ত ব্যারিকেড করা হয়েছে।

কোভিড পরীক্ষা করা হচ্ছে ১৩টি এন্ট্রিপয়েন্ট (হাওড়া, কলকাতা এবং শিয়ালদহ রেল স্টেশন আউটরাম ঘাট, ফলতা, কুলপি, কাকদ্বীপ লট-৮, নামখানা এবং সাগর) : র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করা হয়েছে : ৯৭,৩৪৫ আরটিপিসিআর টেস্ট করা হয়েছে ১০,২১৫।

কোভিড সংক্রমণ (০.৪৩%) : ১) সাগরে ১ জন কোভিড রোগী, ২) কলকাতা (আটউরাম ঘাট) ও সংলগ্ন অঞ্চলে ৪৩ জন ৩) সেফ হোমে আছেন ১৭১ জন। সাগর মেলা এলাকায় যে র‍্যানডম র‍্যাট (আরএটি) টেস্ট (২২,৩৫০) করা হয়েছে তার মধ্যে মাত্র একজন কোভিড রোগীকে পাওয়া গিয়েছে। এবারের এই প্রায় কোভিড-মুক্ত গঙ্গাসাগর মেলায় তীর্থযাত্রীদের যথাযথ মেডিক্যাল পরীক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে।

অন্যান্য ব্যবস্থাপনা : তীর্থযাত্রীদের স্নানের সুযোগ করা হচ্ছে ৫০ জন করে। বাস ও ভেসেল চলাচল নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে।

সিসিটিভি ও ড্রোনের মাধ্যমে অতিরিক্ত নজরদারি চালানো হচ্ছে।

এখনও পর্যন্ত এইটি সর্বাপেক্ষা পরিচ্ছন্ন মেলার মধ্যে অন্যতম। সময়ে মেলাটি প্লাস্টিক বর্জিত এবং প্রকাশ্যে মলমূত্র ত্যাগ বিহীন। মেলা চলাকালীন সাগর ও আশপাশের এলাকায় ম্যানগ্রোভ রোপন করা হয়েছে। ২ নং রাস্তার কাছে আগামীকাল দুপুর ১টায় সৈকত পরিষ্কার করার কাজ শুরু করা হবে। সকল সংবাদ মাধ্যমের বন্ধুদের আসার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

বৃষ্টিতে লন্ডভন্ড গঙ্গাসাগর

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করে অবশেষে শুরু হয়েছে এ বছরের গঙ্গাসাগর মেলা। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে এই মেলা শুরু হয়েছে। বুধবার মেলা চত্বরে এসে দেখা গেল পূর্ণার্থীর লেশমাত্র নেই। মঙ্গলবার রাত থেকে বৃষ্টি ঝড়ো হাওয়া বইছে সাগর এলাকায়। বুধবার সকাল থেকেই মাঝারি থেকে হালকা বৃষ্টি চলছে যার ফলে পূর্ণার্থীর সংখ্যা হাতেগোনা। অথচ সমস্ত রকমের ব্যবস্থার আয়োজন করা হয়েছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে। জেলাশাসক পি উলগানাথন নিজে সমস্ত কিছুর তদারকি করছেন লট নম্বর ৮ তে ও কচুবেড়িয়া ঘাটে। তীর্থ যাত্রীদের যাতায়াতের পথে স্যানিটাইজ করা

হচ্ছে। মেলা চত্বরের বিভিন্ন অংশে কোভিড বিধি মেনে চলার মাইকিং চলছে। তবে বৃষ্টিতে সমস্ত কিছু স্তব্ধ করে দিয়েছে। সাগরের তীর্থ যাত্রী না থাকায় হতাশ ছোট ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষ। তবে প্রচুর পরিমাণে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার জন্য পুলিশ থেকে শুরু করে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হয়েছে এই মেলা চত্বরে।

এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাত পোহালেই গঙ্গা সাগরের মকর সংক্রান্তির পূর্ণ স্নানযোগ। হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী কোভিড বিধি মেনে এ বছর গঙ্গা সাগর মেলা হচ্ছে। মেলার শুরু থেকে কোনো দুর্ঘটনার খবর না হলেও বৃহস্পতিবার বেলায় বিহারের পাটনা এলাকা থেকে আগত ৪৫ বছরের এক মহিলা স্বর্ণলতা মন্ডল ঘরে রান্না করার সময় গায়ে আগুন লেগে গুরুতর চোট পান। তাকে প্রথমে সাগরের অস্থায়ী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তবে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে গঙ্গা সাগর থেকে কলকাতার পি জি হাসপাতালে পাঠানো হয়। অন্যদিকে, এদিন বিকাল অবধি দুজন ব্যক্তি গুরুতর অসুস্থ হওয়ার কারণে কলকাতায় পাঠানো হয় চিকিৎসার জন্য।

করোনা সংক্রমণে লাগাম টানতে পুরবাজার বন্ধের প্রচার

উজ্জ্বল বন্দোপাধ্যায় : কোভিড সংক্রমণ দ্রুত হারে বেড়ে যাওয়ায় জয়নগর মজিলপুর পুরসভার বর্তমান পুর প্রশাসক সুকুমার হালদার, জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, জয়নগর থানার আইসি অতনু সাঁতরা, পুরসভার সব ওয়ার্ড কো অর্ডিনেটর,সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি ও পুর এলাকার ব্যবসায়ী সমিতিদের সাথে পুরসভায় আলোচনার ভিত্তিতে কোভিড সংক্রমণে লাগাম টানতে এবারে পুরবাজার ও হাটগুলি বন্ধের সিদ্ধান্ত নিলো পুরসভা। আর সেই মোতাবেক এই সপ্তাহে বুধবার থেকে এবং আগামী সপ্তাহ থেকে প্রতি মঙ্গলবার ও বুধবার করে অনির্দিষ্টকালের জন্য পুরসভার সমস্ত হাট বাজার বন্ধ থাকবে বলে এক নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।একমাত্র অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ছাড়া সবকিছুই বন্ধ থাকবে।

মঙ্গলবার পুর এলাকায় এ ব্যাপারে প্রচারে নামেন পুরসভার বর্তমান পুর প্রশাসক সুকুমার হালদার। তিনি মাইক হাতে পুরবাসীদের উদ্দেশ্যে পুর বাজার, হাট বন্ধের নির্দেশিকা এবং সাধারণ মানুষকে সচেতন হতে, ডাবল মাস্ক পড়তে অনুরোধ করেন। এছাড়া এই সময়ে পুরসভায় কোভিড কন্টোল রুম খোলা হয়েছে। যার নং হল -৮২৩০৮৪৩১৮৪, ৯০০২৫০২৩৪৬, ৯৬৪১৮৬৭০৭০। পাশাপাশি আগামী বৃহস্পতিবার পুর এলাকার বাজারগুলিতে জয়নগরের বিধায়ক,আই সি সহ সবার উপস্থিতিতে করোনা সচেতনতা মূলক প্রচার কর্মসূচি পালন করা হবে বলেও তিনি এদিন জানালেন। অন্যদিকে, জয়নগর ১ নং বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতি ও জয়নগর থানার উদ্যোগে বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার অধীন জয়নগর ১ নং ব্লকের ৬ টি পঞ্চায়েতে মঙ্গলবার ও বুধবার এবং জয়নগর বিধানসভার ৬ টি পঞ্চায়েতে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার বাজার, দোকান ও হাট বন্ধ থাকছে বলে আগেই ব্লক প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে।

একটি আবেদন

নাম : কাঞ্চন সরকার (৩২)
গত ২৯/৭/২০১৯ থেকে নিখোঁজ।
বারাসত থানায় করা জিডিই নং২৫০০,
তাং – ৩০/৭/২০১৯
যোগাযোগ নং – ৯৮৩৬৭৮০৮৬৪।

বাড়ি থেকে চলে যাওয়া কাঞ্চন সরকারের এখনও কোনও খোঁজ মেলেনি। ইতিমধ্যে বিভিন্ন সংবাদপত্র, টিভি, ইউটিউব, ফেসবুক এবং প্রশাসনে জানিয়েও কোনও ফল হয়নি। নানা জনে নানা কথা বলছে। দীর্ঘ প্রায় আড়াই বছর ধরে দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে টেনশনভুক্ত পরিবারের। কোনও সহৃদয় ব্যক্তি খবর পেলে বারাসত থানা অথবা উপরোক্ত মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করলে সবিশেষ উপকৃত হব।

বিনীত- হতভাগ্য পরিবার

মহানগরে

চলবে রূপচর্চা, আশ্বাস কাস্টমারদের

বরুণ মণ্ডল : কোভিড নাইন্টিন সময়কালে সেলুন ও বিউটি পার্লার শিল্পের মতো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ভীষণ রকম ক্ষতিগ্রস্ত। বর্তমানে শর্তসাপেক্ষে বিধিনিষেধ মেনেই ৯ জানুয়ারি থেকে সেলুন ও বিউটি পার্লার খোলার অনুমতি পেলেও গত দু'বছরের আর্থিক ক্ষতি সামলাতে না পেরে বহু সেলুন ও বিউটি পার্লার বন্ধ হয়েছে। এই শিল্প অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত হয়। পার্লার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই দক্ষ সেলুন স্টাফরা আজ পয়সার জন্য অন্যের বাড়ি রান্নার কাজে বের হচ্ছে।

এই অবস্থায় ১২ জানুয়ারি কলকাতা প্রেস ক্লাবে সেলুন ও বিউটি পার্লার মালিকদের সংগঠন ওনার ফর এভার' (এ গ্রুপ অফ সালোঁ বিউটি পার্লার ওনার) এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই শিল্পের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে সাধারণ মানুষ ও রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানালেন। এই শিল্পের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে ১০ লক্ষ যুক্ত রয়েছেন। তার মধ্যে ৬০ শতাংশ মহিলা। দু'জন মানুষের মধ্যে দূরত্ববিধি বা ক্লোজ প্রক্সিমিটি কথা শর্তসাপেক্ষে মেনেই সেলুন–পার্লার খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ৫০ শতাংশ কর্মী নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে। যদি এর পরেও মনে হয় কোভিড নাইন্টিন সংক্রমণ হতে পারে, তখন প্রশ্ন অন্যান্য ক্ষেত্রে কোভিড দূরত্ব – বিধি মান্য করা হচ্ছে কী? তাসত্ত্বেও বারংবার এই শিল্পের ওপর আঙুল উঠছে কেন? সব রকম সতর্কতা নিয়েও কেন এই শিল্প কোভিড সংক্রমণের বাহকের তকমা নেবে?

কসমেটিক্স প্রোডাক্ট, টিভি বিজ্ঞাপন, হোম সার্ভিস – এ সবের সঙ্গে লড়াই করে, এই শিল্প মাথা উঁচু করে কাজ করে এসেছে। বছরের পর বছর রূপচর্চা করে বহু মানুষ সুফল পেয়েছেন। বছরের প্রতিটি উৎসব ও অনুষ্ঠানে নিজেকে সুন্দর ও স্মৃতি মধুর করতে মানুষ এই শিল্পের ওপর ভরসা রেখেছেন। স্বামী হারানো মেয়ে থেকে বহু বেকার হয়ে বসে থাকা ছেলেমেয়ে আজ এই সেলুন বা পার্লারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বেকারত্বের কালো থাবা থেকে রক্ষা পেয়েছেন।

গত দু'বছর মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়া অনেক শিল্প আজ উঠে দাঁড়ালেও সেলুন ও বিউটি পার্লার এখনও সেই পুরনো জায়গায় ফিরে যেতে পারছে না। বহু পার্লার মালিক পার্লার খুলে রাখার দৈনিক খরচ তুলতে না পেরে ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছেন। ফলে কত ভালো কাজ জানা শ্রমিক কাজের আশায় দিশেহারা।

এমন যে সমস্ত মানুষ সেলুন ও পার্লার আসছেন, প্রত্যেকেই কোভিড নাইন্টিন ভ্যাকসিনের ডাবল ডোজ নিয়েছেন ও সুস্থ। এরপরেও কোভিড সংক্রমণ হলে এই শিল্পের ওপর বারংবার আঙুল উঠছে কেন? সব রকম সতর্কতা নিয়েও কেন কোভিড সংক্রমণ বাহকের তকমা পাচ্ছে এই শিল্প?

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত পার্লার মালিক সোমা ঘোষ (হাবিব বেহালা), অর্চনা মিশ্র, অদিতি পাল, দেবযানী চক্রবর্তী, কৃষ্ণা সেন, অন্তরা ভট্টাচার্য, নীলাঞ্জনা দত্ত, শর্মিষ্ঠা সেনগুপ্ত, রিনা পালসহ

অন্যান্য উপস্থিত পার্লার মালিকদের প্রশ্ন যে সমস্ত মানুষ সেলুন ও বিউটি পার্লার এসে সারাদিনের ক্লান্তির পর একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতেন। তারাই আজ পার্লারে আসতে ভয় পাচ্ছেন কেন? ভিড় বাসে কোভিড নাইন্টিনের ভয় নেই? সবজি বাজারে মাস্কবিহীন বিক্রেতার কাজ থেকে সবজি কিনতে ভয় নেই। ভয় শুধু কোভিড ভ্যাকসিনের ডাবল ডোজ নেওয়া, ডাবল মাস্ক পরা, হাতে গ্লাভস পরা পার্লার কর্মীদের! উপস্থিত ওই পার্লার মালিকদের আরও প্রশ্ন, দেশের যে বড়ো অংশের কোভিড সংক্রমণ হয়েছিল, কিংবা হয়েছে, তাদের মধ্যে কত শতাংশ পার্লারে গিয়েছিলেন? সেটাও কিন্তু কোভিড সংক্রমণ ছড়িয়ে পরার গবেষণার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিউটি পার্লার, সেলুনের দিকে আঙুল না তুলে এই সূক্ষ্ম শিল্পকে ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ করে দেওয়ার আহ্বান জানান হয় 'ওনার অফ এভারে'র তরফে। তাদের আবেদন, কোভিড যে কোনও জায়গায় হতে পারে। বিশ্বাস আর ভরসা এই কঠিন পরিস্থিতিতে এই শিল্পের চলার পথের রসদ হয়ে আশার আলো জ্বালাতে পারে।

হাবিব বেহালার মালিক সোমা ঘোষ জানান, সেলুন থেকে কোভিড ছড়ায় না। আমরা কোভিডের ক্যারিয়ার নই। কাস্টমাররা আজ থেকে তিন বছর আগে যে রেটে আমাদের থেকে তাদের নানান কাজ করাতো। সেই রেটেই আমরা আজও একই কাজ করছি। বরঞ্চ আমরা অতিরিক্ত ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। কোভিড কালে আমরা কোনও রেট বাড়াইনি। আর বাড়াবোও না। এই অঙ্গীকার রাখি। কোভিড আবহে গণপরিবহন থেকে শুরু করে অন্যান্য ব্যবসায় ছাড় মিললেও আংশিক লকডাউনের সময়ে পার্লার ও সেলুন শিল্প পূর্ণ সময়ের জন্য বন্ধ থাকার কারণে প্রতিটি মানুষের দৈনন্দিন রূপচর্চা থেকে শুরু করে চুল কাটার মতো গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি পরিষেবা স্তব্ধ হয়েছে। ফলে সেলুন শিল্প আজ ভয়ানক সঙ্কটের মধ্যে রয়েছে। খোলার অনুমতি দিয়েছেন। আর অন্তত বন্ধ করবেন না সেলুন মালিক কৃষ্ণা সেন এদিন জানান, আমরা স্টাফরা মাস্ক ব্যবহার করি এবং কোনও কাস্টমার মাস্ক পরে না থাকলে আমরাও সার্ভিস প্রোভাইড করি না। আমরা কতটা কোভিড প্রোটোকল মেনটেন করি তা কাস্টমাররা কল্পনাই করতে পারে না। সেলুনে প্রবেশের পর কাস্টমারদের আর মাস্ক খুলতে দেওয়া হয় না। 'নো মাস্ক, নো টাস্ক' এই ধরনের অ্যাওয়ারনেস মেনে চলি। আমাদের ক্লায়েন্টরাও তা জেনে গেছে। একটি উৎসবের মরসুম ও বিবাহের মরসুমে একটি পার্লার বা একটি স্যালনের বার্ষিক আয়ের ৬০ শতাংশ হয়ে থাকে। একটি বিয়ের মরসুম মিস করা মানেই আমাদের মেরুদণ্ডটা ভেঙে যাওয়া। আমরা কোভিড প্রোটোকলের যা যা আছে সবটাই বা আরও কিছু থাকলে আমরা তাও মেনে চলতে প্রস্তুত। তাই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের আর্জি করজোড়ে অনুরোধ স্যালন শিল্পকে খোলার অনুমতি দিয়েছেন আর অন্তত বন্ধ করে দেবেন না।

লেন্স বার্তা

সেতু পরিষ্কারের কাজ চলছে নবান্নর কাছে, মাস্ক দেখা গেল না কারোর মুখে

এক ছবি, হেলমেট ছারা বাইকচালক এর পিছনে বসে সিভিক ভলেন্টিয়ার,কোনা হাইওয়েতে

জটলা,কলকাতার এক সরকারি হাসপাতালে

পাহারাদার ,সর্বদা সজাগ

শহরে— মাস্কহীন, ভণ্ড সাধুর দল

ছবি : অভিজিৎ কর

নেহেরু যুব কেন্দ্রের যুব দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৯তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সারা দেশ ব্যাপী ২৫তম জাতীয় যুব দিবসের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অনলাইন মঞ্চে। সবাই ঘরে বসেই নিজ নিজ কম্পিউটার এবং মোবাইলের মাধ্যমে জাতীয় যুব দিবসের এই অনুষ্ঠান পালন করেন। এছাড়াও কোভিড বিধি মেনে জাতীয় যুব দিবস এবং যুব সপ্তাহ শুভ সূচনা করে দক্ষিণ কলকাতার নেহরু যুব কেন্দ্র। অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশনের তত্ত্বাবধানে থাকা স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তির পাদদেশে। সকল কোভিড বিধি মেনে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে সাহায্য করেন রামকৃষ্ণ মিশন এবং ভারত সেবাশ্রম সংঘ। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের সম্পাদক স্বামী সুপর্ণানন্দজী মহারাজ। তিনি যুব সমাজকে আলোর পথ দেখান। কারণ যুব সমাজই দেশের ভবিষ্যৎ। সমাজের অন্যতম ব্যক্তিত্ব এরাই। তিনি যুব সমাজকে বলেন, নিজের আদর্শ তৈরি করতে হবে এবং যাকে দেখে আদর্শকে দৃঢ়চেতায় এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে তিনি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর

জ্ঞান চোখের লহমায় যুব সমাজ যাতে উদ্ভাসিত হয় সেই বক্তব্য তিনি রাখেন। সেবাই যে পরম ধর্ম এবং স্বামী বিবেকানন্দের মহান উক্তি 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সে জন সেবিছে ঈশ্বর' এই উক্তিটিকে ধরে রেখেই এগিয়ে চলতে হবে সমাজ সেবার কাজে। এমনই বার্তা দেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের সাধারণ সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী মহারাজ। এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৬৮ নম্বর ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি সুদর্শনা মুখার্জী, তিনিও সকলের জন্য কাজ করে যাওয়ার কথা যুব সমাজের মাঝে তুলে ধরেন। নেহরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতার জেলা যুব আধিকারিক অন্তরা চৌধুরী স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে সকলের কাছে নেহরু যুব কেন্দ্রকে তুলে ধরেন। এছাড়াও তিনি এই সাত দিন ধরে কী রকম অনুষ্ঠান এবং কোথায় কোথায় অনুষ্ঠান হবে এক তালিকাও তুলে ধরেন। ১৩ জানুয়ারি সন্ধ্যায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয় কসবা আমরা সবাই ক্লাবে। এদিন নাচ–গানের মাধ্যমে সন্ধ্যা হয়ে ওঠে বর্ণময়। ১৪ জানুয়ারি চিত্র মহল আর্ট গ্যালারিতে সকাল ১০টা থেকে শুরু হয়ে ২টো অবধি চলে আঁকা প্রতিযোগিতা যার মধ্যে অন্যতম কিছু বিষয় ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনে যুবদের ভূমিকা, ভারতের উন্নতি কল্পে যুবদের ভূমিকা সহ ছিল আরও অন্যান্য বিষয়। ১৫ জানুয়ারি হেস্টিংসে ১২টা থেকে ২টো পরিবেশ নিয়ে বহু পদক্ষেপ চলবে। ১৬ জানুয়ারি ঢাকুরিয়া তালতলায় সারা দিন ব্যাপী এক শারীরিক গঠনের কর্মকাণ্ড তুলে ধরবে নেহরু যুব কেন্দ্র। ১৭ জানুয়ারি গোলপার্ক থেকে সাউদার্ন অ্যাভিনিউতে কোভিড বিধি মেনে এক ছোট পদযাত্রারও আয়োজন করা হয়েছে। ১৮ জানুয়ারি চেতলার হিন্দ সংঘতে হস্তশিল্প নিয়ে এক আলোচনা সহ এক প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছে। শেষ দিন ১৯ জানুয়ারি মোমিনপুরে বিভিন্ন মহল্লায় মহল্লায় গিয়ে এইডস নিয়ে সচেতনতার তথ্য তুলে ধরবে নেহরু যুব কেন্দ্র। প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা।

যুব দিবসে ৩টি ভিডিও প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১২ জানুয়ারি কলকাতা প্রেস ক্লাবে ৩টি তথ্যচিত্রের শুভ উদ্বোধন হয় ইউটিউবে। স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতাটিকে শব্দে–ছবিতে এক অনন্যরূপ দিয়েছে বোধিস্বত্ত্ব তরফদার। বিভিন্ন দৈনন্দিন চিত্র সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতার সাথে সাথে। নেতাজি আজাদী সেনার গান এবং নেতাজির চিত্র দ্বারা নির্মির দ্বিতীয় তথ্যচিত্রটিও সকলের মন কাড়বে বলে আশা করা যায়। ১৯৪৩–এর বাংলার দুর্ভিক্ষ বিষয়ক আর একটি তথ্যচিত্র যা সকলকে শিউড়ে তুলবে সবই দেখা যাবে ঘরে বসেই ইউটিউবে। এগুলি হলো নেতাজি জনচেতনা যাত্রার এক অঙ্গ। নেতাজি জনচেতনা যাত্রার বাস্তবায়ন সমিতির পক্ষ থেকে এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এই তথ্যচিত্র তিনটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থাকা মৃন্ময় ব্যানার্জী, শিলা মহান্তি, সুপ্রিয় মুখার্জী, বোধিস্বত্ব তরফদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জনচেতনা যাত্রার অন্যম সহ সম্পাদক প্রিয়ম গুহ।

কম্পিউটেশনাল জিওমেট্রিতে কৃতিত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশ যথাযথ মর্যাদা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে জাতীয় যুব দিবস পালন করেছে। যুব সমাজকে গঠনমূলক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ একটা সময়ে। সম্প্রতি, যুব সমাজের কৃতিত্বের একটি নজির গড়লেন আইআইটি খড়্গপুরের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের এক প্রাক্তনী, বর্তমানে বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্সের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড অটোমেশন বিভাগের সহকারি অধ্যাপক ডঃ অরিন্দম খান। 'কম্পিউটেশনাল জিওমেট্রি' বা 'গণনামূলক জ্যামিতি'তে একটি যথাযথ অ্যালগোরিদম বা পরিভাষা প্রয়োগে সফল হয়েছেন তিনি।

'কম্পিউটেশনাল জিওমেট্রি', 'অ্যাপ্রক্সিমেশন অ্যালগোরিদম্স' বা আনুমানিক পরিভাষা এবং 'কম্বিনেটরিয়াল অপটিমাইজেশনে'র ক্ষেত্রে মৌলিক বিষয়টি হল সর্বাধিক স্বতন্ত্র চতুর্ভুজ সমূহ, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'ম্যাক্সিমাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেট অফ রেক্ট্যাঙ্গেলস' (এমআইএসআর)। এই জ্যামিতিতে একটি সমতলের ওপর চতুর্ভুজসমূহ রাখা থাকে (সম্ভাব্য একের ওপর অপর)। এইরকম

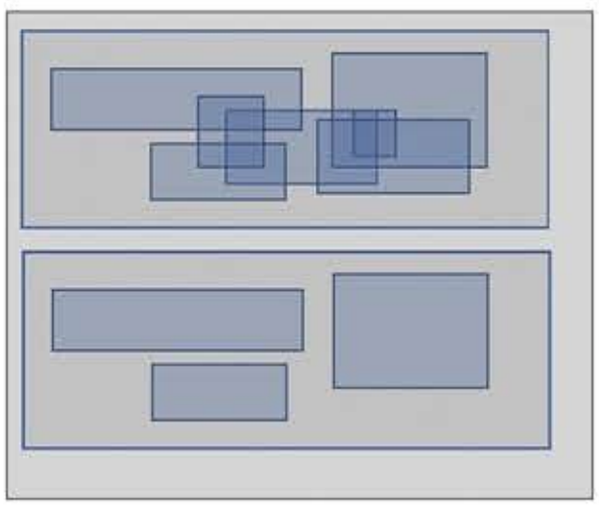

ক্ষেত্রে সমাধানকারীকে সর্বাধিক সংখ্যক একের ওপর অপর করা যাবে না এমন চতুর্ভুজসমূহ খুঁজে বের করতে হয়।

এই বিশেষ জ্যামিতিটির একাধিক প্রয়োগ আছে যেমন– ম্যাপ লেবেলিং, ডেটা মাইনিং এবং রিসোর্স অ্যালোকেশন। এছাড়া, 'থিওরেটিক্যাল কম্পিউটার সায়েন্স' এবং 'ডিসক্রিট জিওমেট্রি' বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ জ্যামিতির সঙ্গে এর নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে।

এই জ্যামিতির সুষম সমাধান ছিল এতদিন অধরা। তাই গবেষকরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন এর যথাযথ সমাধান খোঁজার। ডঃ অরিন্দম খান এবং তাঁর সহযোগী মধুসূদন রেড্ডি এবং চিলি, জার্মানি এবং পোল্যান্ডে তাঁদের সহযোগীরা যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা এই কঠিন সমস্যার সমাধানে একটি কার্যকরী 'অ্যালগোরিদম' বা পরিভাষা আবিষ্কার করেছেন।

কম্পিউটার সায়েন্সের অন্যতম সেরা সম্মেলন 'এসিএম–এসআইএএম সিম্পোজিয়াম অন ডিসক্রিট অ্যালগোরিদমস' (এসওডিএ) ২০২২–এ এই ফলাফলটি প্রকাশ হতে চলেছে। এই কাজের পরে পরেই তাঁরা এই ফলাফলে আরও উন্নতি সাধন করেছেন এবং একটি কার্যকরী অ্যালগোরিদম বা পরিভাষা খুঁজে পেয়েছেন যা এ ক্ষেত্রে সন্তোষজনক সমাধানের কাছাকাছি চলে এসেছে। প্রসঙ্গত, ডঃ খান জার্মানির টিইউ মিউনিখ–স্থিত ইন্সটিটিউট ফর ইনফরমেটিক্স–এর 'অ্যালগোরিদমস অ্যান্ড কমপ্লেকসিটি চেয়ারে'র গবেষক। তিনি আমেরিকার আটলান্টা শহরের জর্জিয়া ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজির স্কুল অফ কম্পিউটার সায়েন্স থেকে 'অ্যালগোরিদমস, কম্বিনেটোরিক্স অ্যান্ড অপটিমাইজেশন' বিষয়ে পিএইচডি করেছেন। তিনি কলকাতার ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্সটিটিউটেও অতীতে পড়িয়েছেন।

মাঙ্গলিকী

বাংলার পুতুল নাট্য উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি: পুতুলনাচ'– বাংলার ঐতিহ্যবাহী এক সংস্কৃতিক ঘরানা। মূলত ডাং বা দণ্ড পুতুল, তারের পুতুল ও দস্তানা পুতুল এই তিন ধরণের পুতুল নাচ আমরা বাংলায় দেখে অভ্যস্ত। এই তিন ধারার পুতুল নাচের মধ্যে ডাং বা দণ্ড পুতুলের আঁতুরঘর হল দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা। অতীতে একটা সময় এই জেলার বহু পুতুল নাট্য দল দেশে বিদেশে বেশ চমকপ্রদ সব সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপহার দিয়েছে। আজ পেটের টানে বহু পুতুলনাচের দল তাদের পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন। জেলার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী ডাং পুতুলের দল জয়নগর ব্লকের জীবনমণ্ডল হাটের সত্যনারায়ণ পুতুল নাট্য সংস্থা। ১৯৩৯ সাল নাগাদ স্বর্গীয় কাঙালচন্দ্র মণ্ডলের প্রতিষ্ঠিত এই সত্যনারায়ণ

পুতুল নাট্য সংস্থা। বর্তমানে এই পরিবারের তৃতীয় প্রজন্ম নিরাপদ মণ্ডল পুতুলনাচ দলটি কে দক্ষ হাতে পরিচালনা করছেন। উল্লেখ্য নিরাপদ বাবুর দুই কন্যা স্বর্ণশ্রী ও রাজ্যশ্রী তারা সফলভাবে পুতুলনাচ শিল্পের সাথে জড়িত। এই পুতুল নাট্য সংস্থা বিগত বছর গুলির ন্যায় এবছর ও পুতুল নাট্য উৎসব ২০২১-২০২২' আয়োজন করল, কোভিড বিধি মেনেই। তাদের এবারের এই উসব ষষ্ঠ বছরের। জয়নগর ব্লকের দক্ষিণ পদুয়া ননী প্রমিলা কে জি স্কুলের মাঠে ৮ ও ৯ জানুয়ারি দুই দিন ব্যাপী এই উৎসবে পুতুল নাচ সংক্রান্ত বিবিধ আয়োজন ছিল।

তাদের এই উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে নতুন দিল্লীর ভারতীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক ও দক্ষিণ পদুয়া অগ্নিবীণা সংঘ। প্রথম দিন প্রদীপ প্রজ্বলন করে উসবের উদ্বোধন করেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক, বিশিষ্ট পুতুল সংগ্রাহক উজ্জ্বল সরদার। এছাড়াও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘের জেলা সম্পাদক শিশির হালদার সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। তবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সূচনায় সত্যনারায়ণ পুতুল নাট্য সংস্থার শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত হয়- ডাং, তারের ও দস্তানা পুতুলের সমন্বয়ে একটি বিশেষ পুতুল নাচ। উৎসব উপলক্ষে একটি স্মারক পত্রিকা ও উদ্বোধন হয়। এই দিনে উদ্বোধনী মঞ্চে 'স্বর্গীয় কাঙাল চন্দ্র মণ্ডল স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান করা হয় সুন্দরবন অঞ্চলের দীর্ঘ দিনের বংশীবাদক শশধর মাঝি ও তবলাবাদক হৃষীকেশ মণ্ডল মহাশয়দ্বয়কে।

জাতীয় যুব দিবসে রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : বুধবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লকের ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের পাণিখালি এলাকায় পানিখালী নিউ পাওয়ার ক্লাব এর উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের ১৬০ তম জন্ম দিবসের পাশাপাশি পালিত হল জাতীয় যুব দিবস। অনুষ্ঠানে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি তে মাল্যদান ও পুষ্পস্তবক দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা, করেন এলাকার বিশিষ্টজনেরা। শুরু হয়

স্বামীজীর জীবনী পর্যালোচনা এবং স্বেচ্ছায় রক্তদান উৎসব। স্বেচ্ছায় রক্তদান উৎসবের সূচনা করেন ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান আফতার মোল্লা। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবাশীষ বৈরাগী, প্রাক্তন প্রধান ইউদালী সেখ,পালান চন্দ্র সরদার, সমাজসেবী নাসিরউদ্দিন মোল্লা, ডাঃ আকতার মোল্লা, শিক্ষারত্ন পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক মোফাক্কার হোসেন মল্লিক, শুভঙ্কর সরদার সহ অন্যান্যরা। সম্পূর্ণ কোভিড বিধি নিষেধ মেনেই এদিন স্বামীজির ১৬০ তম জন্মদিন উপলক্ষে এলাকার ১৮০ জন পুরুষ মহিলা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

বিবেকানন্দের জন্মদিন পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিউড়ি এক নং ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের ১৬০তম জন্মবার্ষিকী বিবেক চেতনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। বিজেপি যুবমোর্চার বিবেক বাহিনীর পক্ষ থেকে সিউড়ি বাসস্ট্যান্ড, এসপি মোড়, মসজিদ মোড়ে মাস্ক বিতরণ করা হয়। জাতীয় সড়কের পাশে নতুন কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সংবর্ধনা জানানো হয়। বিজেপি যুবমোর্চার কার্যকতাদের সংর্বধনা জানানো হয়। দুবরাজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অনুপ সাহা, জেলা যুবমোর্চা সভাপতি শান্তনু মন্ডল সহ বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা উপস্থিত ছিলেন।

চলে গেলেন প্রবাদপ্রতিম শোলা শিল্পী

নিজস্ব প্রতিনিধি : চলে গেলেন দিনাজপুরের প্রবাদপ্রতিম শোলা শিল্পী মধুমঙ্গল মালাকার। দীর্ঘদিন ক্যান্সার আক্রান্ত ছিলেন তিনি। আজ সকাল ১১.৩০ টায় চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালে মাত্র ৬২ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মধুমঙ্গলবাবুর শোলার কাজের ব্যাপ্তি ছিল সারা পৃথিবী জুড়ে। লন্ডন মিউজিয়াম থেকে ফিলাডেলফিয়া মিউজিয়াম অফ আর্ট, এডিনবরা থেকে সানফ্রান্সিসকো বা স্কটল্যান্ড থেকে বার্সিলোনাতেও তার হাতে তৈরি শোলার কাজ সংরক্ষণ করা আছে। দিনাজপুরের ব্যতিক্রমী শোলা মুখোশের পরম্পরা নিয়ে বিশ্বজুড়ে কর্মশালা ও নৃত্যানুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। আফ্রিকা ছাড়া সব ক'টি মহাদেশে বাংলার কারিগরদের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত থেকে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছেন। পারম্পরিক শিল্পীদের নিয়ে তাঁর তৈরি সংগঠন WAPAG ও বঙ্গীয় পারম্পরিক সংগঠনের মুখ্য সংগঠক ছিলেন তিনি। দুঃস্থ কারিগরদের পাশে থেকে নগরের ক্ষমতাকেন্দ্রের সঙ্গে তাঁদের সংযোগ ঘটানোর ব্রত ছিল তাঁর। ২০১৭ সালে প্রেস ক্লাবে প্রান্তিক শিল্পীদের নিয়ে আয়োজিত গ্রাম কৃষ্টি উৎসবও শুরু হয়েছিল তাঁর হাত ধরে। প্রসঙ্গত, গত ২৭ ডিসেম্বর, ২০২১ গ্রাম কৃষ্টি উৎসব চলাকালীন প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে তাঁকে জীবনকৃতী সম্মাননায় (Life Time Achievement) ভূষিত করা হয় প্রেস ক্লাবের তরফে।অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল বাংলার পারম্পরিক শোলা শিল্পের। ক্ষতি সামগ্রিকভাবে কারিগর সম্প্রদায়ের। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকজ্ঞাপন করেছেন ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প মন্ত্রী মাননীয় চন্দ্রনাথ সিনহা। মন্ত্রী ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাঁর মরদেহ কলকাতা থেকে বালুরঘাটের বাড়িতে পাঠানোর উদ্যোগও নেন। শোক জানিয়েছেন কলকাতা প্রেস ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশিস শূর, সম্পাদক কিংশুক প্রামাণিক, সহ সভাপতি শৈবাল বিশ্বাস, অর্থসচিব অরিজিৎ দত্ত প্রমুখ। গ্রাম কৃষ্টি উৎসবের মূল আয়োজক কবি প্রসূন ভৌমিক, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ দীপঙ্কর দে, বিশিষ্ট চিন্তাবিদ অরূপশঙ্কর মৈত্র, বিশ্বেন্দু নন্দ প্রমুখ আত্মীয় বিয়োগের যন্ত্রণা ব্যক্ত করেন।

'থিয়েটার কি মানুষের অসুস্থতা দূর করতে পারে'

কৃষ্ণচন্দ্র দে : রাণীকুঠি আঙ্গিক প্রতি বছর এই ধরনের বিজ্ঞান ভিত্তিক চর্চা বা নাট্যালোচনার আয়োজন করে থাকে। এবারে তপন থিয়েটারে বসালো আলোচনার আসর বিগত ২৬ ডিসেম্বর ২০২১। বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নাট্য নির্দেশক শুভাশিস ব্যানার্জী এবং বিশিষ্ট নাট্য সমালোচক বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবী রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়।

শুভাশিস তার ব্যক্তিগত জীবন দিয়ে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কয়েকটি কথা বললেন। তার কথায় নাটক এমন এক শিল্প যেখানে ভাব রস আবেগ আছে, চিন্তা মনন আছে। অন্যের ভিতর ঢুকতে পারলেই আমরা অন্যকে সঠিক নকল করতে পারব। এই মধ্যে ঢুকে যাবার প্রক্রিয়াটা নাটক ভাল ভাবেই করতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। যেমন মা আমাদের ভিতরটা দেখে নানান প্রশ্ন করে ভিতরটাকে হালকা করে দেয়। নাটক মানুষের অনেক উত্তর খুঁজে দিতে পারে।

নাটক কিছুক্ষণের জন্য হলেও মানুষকে শান্তি দিতে পারে। এখানে আমি মানসিক শান্তির কথা বলতে চাইছি। সাধারণ মানুষ যদি নাটকের লোকজনকে পাগল বলে দেগে দেয়, তা দিক, সেটা আমার গর্বের। মিউজিক থেরাপি আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যার একটা মাধ্যম হয়ে গেছে, বিশেষ করে মনোরোগীদের নিরাময়ে। আমি ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনায় বুঝতে পেরেছি মিউজিক থেরাপির মতো নাটা থেরাপি ও রোগ নিরাময়ে অনেক কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে। এসব যা বললাম সবই আমার ব্যক্তিগত ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা। রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় একটু তাত্ত্বিক আলোচনা করতে ভালবাসেন। তাই তিনি তত্ত্বগত ভাবে তার ক্ষুরধার যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করলেন, মিউজিক থেরাপি যদি সফল হয় তবে নাটক কেন সফল হবে না। অধ্যাপক নোবেল বিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড এই সমস্ত ব্যাপারে অনেক বিজ্ঞানভিত্তিক মতামত দিয়েছেন।

আমরা যদি বাস্তব দিক দিয়ে মানুষের আলো অন্ধকার নিয়ে আলোচনা করি একটা সমাধানে পৌঁছাতে পারবো। কিং লিয়ার কন্যাদের মিথ্যাচারের আঘাতে সহ্য করতে না পেরে দার্শনিক হয়ে গেলেন। গলস্টার কিন্তু পারেন নি। গলস্টারের পুত্র তার মৃত্যু কামনা করেছিল। প্রেমে ব্যর্থ হলেও মানুষ মনোরোগী হয়ে যেতে পারে। অনিশ্চয়তা বোধ থেকে এটা অনেক বেশি আকারে হতে পারে। অ্যাসোসিয়েশন অনেক সময় এটা কাটিয়ে দিতে পারে। বর্তমান সময়ে আমরা জানিনা কেউ আমাদের পাশে আছে কিনা, সমাজের কোনও ঘটনা বা দুর্ঘটনা মানুষের উপর এমন গভীর প্রভাব ফেলতে পারে যে তার প্রতিক্রিয়ায় মানুষের মনোরোগ হতে পারে। লক্ষ্য করে দেখবেন অনেকে মৃতদেহ দেখতে পারে না। অনেকে

আবার সমাজ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। চারপাশের মানুষের প্রেরণা পেলেও অনেকে কাটিয়ে নিতে পারে। সব ধরনের থিয়েটার হয়তো পারবে না, কিন্তু কিছু পজেটিভ থিয়েটার নিশ্চয়ই পারে।

মিউজিক থেরাপি যেমন কাজ করে তেমনি ভাল নাটক নিশ্চিতভাবে মানুষকে মনোরোগ থেকে অবশ্যই রেহাই দিতে পারে।

অসুস্থ সমাজ থেকেও মনোরোগ হতে পারে। রবি ঠাকুরের 'বলাই' বা ডাকঘর মনোরোগের ওষুধ হতে পারে। মানুষের অবরুদ্ধ ভাবকে মুক্ত করতে পারে গান। ট্রাডিশনাল সঙ্গীতগুলি মিউজিক থেরাপির মহৌষধি। তাই থিয়েটার ও একটা মানুষকে মুক্তির আকাশ দিতে পারে।

অনেক সময় দেখেছি মনোরোগী বিবাহ করার পর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে। নির্মল হাসির নাটক মনোরোগ থেকে মুক্তি দিতে পারে। তবে এর একটা কন্টিনুয়াস প্রসেস দরকার। নাটক যেখানে মনের প্রসারতা বাড়ায় সেখানে তার একটা সুপ্রভাব মনে পড়তে বাধ্য। ধীরে ধীরে মানুষ জীবনে ফিরে আসতে পারে।

নবান্ন মানুষের জীবনে এমন প্রভাব ফেলেছিল যেখানে মানুষ লড়াই করে কতদূর যেতে পারে তা মানুষের মনে গেঁথে গিয়েছিল। লড়াই মানুষের একমাত্র সম্বল। নবান্ন মানুষকে সেই প্রেরণা দিয়েছে।

'জগন্নাথ', 'সওদাগরের নৌকা', 'ফুটবল', 'ভালোমানুষ', 'পাপপুণ্য', 'মঞ্জরি আমারে মঞ্জরি', 'আন্তিগোনে', 'রাজা', 'রক্তকরবী', 'সেতু', 'অমরকন্টক', 'নটী বিনোদিনী', 'চৈতন্যলীলা', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'কৃষ্ণভামিনী', 'চার অধ্যায়', 'অঙ্গার', 'কল্লোল', 'টিনের তলোয়ার', 'রুদ্ধসঙ্গীত', 'সূর্য্য পোড়া ছাই', 'চতুর্থীর জোড়', 'তিন পয়সার পালা', 'লজ্জা', 'জোয়ার ভাঁটা', 'জননী', 'বিল্বমঙ্গল', 'সীতায়ন', 'বাঞ্ছা রামের বাগান', 'হোমাপাখি' ইত্যাদি আরও অনেক নাটকই মানুষের মনোরোগ নিরাময়ে ঔষধির কাজ করতে পারে। রাষ্ট্র যদি মানুষের ঠিকমত নিরাপত্তা সুস্থ-সুন্দর পরিবেশ, শিক্ষার মুক্ত পরিবেশ দিতে পারে কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়। স্ট্রেস কমে গেলে মানুষের মন মুক্তির আকাশ পায়। স্বায়ুতন্ত্রও সে কথা বলছে। ললিত কলা মনোরোগের ঔষধ।

এত সুন্দর মনোজ্ঞ আলোচনার উপসংহার টেনে লেখক দুচার কথা বলতে চাইছি। পোস্ট World Warএর সময় থেকেই এই মনোবিকার প্রতিনিয়ত বাড়ছে। W.H.O-এর সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে Global Burden Of Disease সবচেয়ে ভয়াবহ ভাবে বাড়ছে। এর মূলত দুটি দিক আছে, প্রথমটি জেনেটিক দ্বিতীয়টি সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক। মানুষের এই জটিল জেনেটিক কম্পোজিশন বিশেষ পাল্টায়নি। আগামী ২০০ বছরেও একই থাকবে। যদি রাশিয়ার চেরনবিল দুর্ঘটনার মতো কোনও ঘটনা ঘটে না যায়। সে ক্ষেত্রে এই কম্পোজিশনটা বেশ পাল্টে যেতে পারে। জীন অ্যান্ড এনভায়নমেন্ট আমরা বহন করছি।

সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে আমরা জীবনের গতির জন্য আমরা সারাক্ষণ দৌড়াচ্ছি, ফলে আমরা নিজেদের ভাল থাকার জন্যও সময় দিতে পারছি না। শিশু বাচ্চাদের অবস্থা আরও কঠিন, খেলার জায়গা নেই, শৈশব নেই, যৌথ পরিবার নেই, নিউক্লিয়াস ফ্যামিলির জন্য সন্তানকে সান্তনা বা প্রলেপ দেবার কেউ নেই। দাদু, দিদিমা, কাকা, জেঠা, জেঠি আজকাল কটা বাচ্চা পায়। আমাদের মধ্যে সব সময় একটা দ্বিচারিতা কাজ করে। আমরা একরকম বলি করি ঠিক তার উল্টো। একটা Constant Hypocrisy আমাদের তাড়িয়ে বেড়ায়। Life skill education নাটকের মধ্য দিয়ে করা যায়। এটাই Drama Therapy। বাদল সরকারের মিছিল নাটকের কথা ভাবুন। নাটকের মাধ্যমে যেভাবে মডিউল করা যায় অন্য কোনওভাবে সেটা করা যাবে না। মানুষের ব্রেন ফুড (brain food) খুব দরকার। এটা একটা সভ্যতার সংকট, Replika of the Universe, আমরা প্রকৃতি থেকে অনেকটা সরে এসেছি। নাটক মানুষের মননশীলতাকে ঋদ্ধ করে, ভাবনার জগতে উত্তরণ ঘটায়। বিশ্ব বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ডঃ রমাটন সাহেব বলেছেন আর্টিস শিল্পী আসলে মনোবিজ্ঞানী। তারা হয়তো না বুঝেই দুরূহ কাজটা সমাধা করেন। মনোবিকার সামাজিক ব্যধি। থিয়েটার সামগ্রিকভাবেও সামাজিক ভাবেও Drama Theraphy সফল ভাবে কাজ করতে পারে। সুযোগটা দিতে পারে।

যুব সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনে নেহেরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতার আয়োজনে 'কসবা আমরা সবাই' ক্লাবের সহযোগিতায় একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয় যুবা যুবদের নিয়ে। নাচের প্রতিযোগিতাও এদিন অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ কলকাতার আধিকারিক অন্তরা চক্রবর্তী, প্রাক্তন জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক সেখ সেলিম সহ অন্যান্যরা।

স্বাধীনতা আন্দোলনে নলদাঁড়ি ঘাটের গুরুত্ব

অভিজিৎ বেরা : পরাধীনতার যুগে ব্রিটিশ বিরোধী যে রাজনৈতিক চেতনা ও বিপ্লবের প্রবল জোয়ার সমগ্র ২৪ পরগনা জেলাকে উত্তাল তরঙ্গে প্লাবিত করেছিল তার মূল কেন্দ্র ছিল বুড়ুল। গঙ্গার তীরে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম বুড়ুল। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উত্তাল ঢেউ বুড়ুলের মাটিতে সজোরে আছড়ে পড়েছিল। সেই সময়ের অগ্নিবর্ষী বক্তা গীষ্পতি রায় তিনি নদীপথে নলদাঁড়ি ঘাটে নেমে বুড়ুল হাটে এক তেজময় ভাষণ দিয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার মন্ত্র শিখিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে সেই ধূমায়িত বিপ্লবীগণ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিলেন। ১৯২০ সালে কলকাতা পুরসভার প্রাথমিক শিক্ষক সুধীর চক্রবর্তী এই নদীপথে নলদাঁড়ি স্টিমার ঘাট দিয়ে বুড়ুল এসেছিলেন। তিনি বুড়ুলে 'পল্লী সমিতি' প্রতিষ্ঠা করে গ্রামের চেহারা বদলে দিয়েছিলেন। ১৯২১ সালের ৩১ ডিসেম্বর হুগলি জেলার বিদ্যামন্দির স্কুল থেকে শিক্ষকের কাজ নিয়ে স্টিমার চড়ে নলদাঁড়ি ঘাটে নেমে বুড়ুল আসেন চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের মহানায়ক সূর্য সেনের প্রধান সহকারী চট্টগ্রাম যুব বিপ্লবের নেতা এবং সেই দলের গোপন সংবিধান রচয়িতা যৌবনদীপ্ত বলিষ্ঠ চিত্ত শিক্ষক অনুরূপচন্দ্র সেন। তিনি ১৯২২ সালে ২ জানুয়ারি বুড়ুল উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের গণিতের শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। প্রকাশ্যে শিক্ষকতার প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য ছিল ছাত্র যুব ও এলাকার সাধারণ মানুষকে নিয়ে সক্রিয় বিপ্লবী দল গঠন করা এবং ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আঘাত হানতে গোপনে গোপনে অস্ত্র সংগ্রহ করে দলকে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে প্রশিক্ষণ দেওয়া। অনেকে মনে করেন অনুরূপচন্দ্রকে দল পাঠিয়েছিলেন তার প্রধান কারণ ছিল 'বুড়ুলের অদূরে বিড়লাপুর-মায়াপুর ছিল ইংরাজদের গ্যারিসন অস্ত্র ভান্ডার লুঠ করার জন্য।এছাড়া বুড়ুল কলকাতার কাছাকাছি হওয়ায় বিপ্লবী কাজকর্মের অনেক সুবিধা হবে বলে।

অনুরূপচন্দ্র সেন বুড়ুলে এসে পল্লীসমিতিকে নতুন করে সাজিয়ে নাম দিলেন পল্লী হিতৈষিনী সমিতি (১৩২৯ বঙ্গাব্দে, ইং. ১৯২২)। বুড়ুল স্কুলের ছাত্ররা প্রভাস রুদ্র রায়, মুরারী শরন চক্রবর্তী, সুরেশচন্দ্র ঘোষ, কানাইলাল হাজরা, সন্তোষ চক্রবর্তী প্রমুখরা তাঁর পাশে এসে সহযোগিতা করলেন। সমিতির বাইরেটা ছিল পল্লী জনসেবা আর ভেতরটা ছিল ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ গড়ে তোলার জলন্ত অগ্নিপিণ্ড। কলকাতা ও চট্টগ্রামের বিপ্লবী যথা অনন্ত সিংহ, অম্বিকা চক্রবর্তী, নগেন সেন, গনেশ ঘোষ, বিপিনবিহারী

গাঙ্গুলী, অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, অনুপূল মুখার্জী, সরলা দেবী চৌধুরাণী প্রভৃতির মতো খ্যাতনামা বিপ্লবীরা 'নলদাঁড়ি ঘাট' দিয়ে বুড়ুল আসতেন। আসলে এই সকল বিপ্লবীরা ব্রিটিশ বিরোধী কোনও কাজ করে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে আত্মগোপন করতে আশ্রয় নিতেন এই সমিতিতে। দেশীয় জমিদারদের স্বার্থে আঘাত লাগলে অনুরূপ সেনের গতিবিধি ব্রিটিশ পুলিশকে জানিয়ে দিলে দক্ষিণেশ্বর বোমা মামলায় তাকে চক্রান্ত করে ফাঁসানো হয় এবং ১৯ ডিসেম্বর ১৯২৬ সালে বুড়ুল গ্রামে যে বাড়িতে থাকতেন সেই বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে ওই 'নলদাঁড়ি ঘাট' দিয়ে তাকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। এটাই ছিল তার শেষ যাওয়া।

স্বাধীনতার আগে পরে অনেক বিপ্লবী যেমন 'নলদাঁড়ি ঘাট' দিয়ে বুড়ুল আসতেন তেমনি এসেছেন মুজফর আহমেদ, নীহারেন্দ্র দত্ত মজুমদার, কালীপদ মুখার্জী, বঙ্কিম মুখার্জী, হেমন্ত বসু, হরেকৃষ্ণ কোঙার, সাধন গুপ্ত, কমল বসু, স্বকন্যা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ প্রমুখ মার্কসবাদী কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্বনামধন্য নেতৃবর্গ।

নলদাঁড়ি ঘাটের মতো 'বিপ্লবী পদধূলিধন্য ঘাট' আর কোথাও নেই। একদিকে যেমন এই ফেরিঘাট ছিল নলদাঁড়ি ও বুড়ুল প্রদান ফটক সংলগ্ন কয়েকটি অঞ্চলের দূর যাতায়াতের একমাত্র, তেমনি বিপ্লবী নিকেতন বুড়ুলের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক যুক্ত প্রবেশদ্বার। 'বুড়ুল' ও নলদাঁড়ি ঘাট' মাত্র তিন কিলোমিটার দূরত্ব হলেও এ যেন মুখমণ্ডলের সঙ্গে নেত্রের সম্পর্ক ছিল। ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই নলদাঁড়ি ঘাট বজবজ ২ নং ব্লকের নদাখালী থানার অন্তর্গত। এই ঘাটের বেশিটাই নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে যেটুকু আছে জে. এল. নং ৭৬। নলদাঁড়ি মৌজার ১ নম্বর দাগের অন্তর্গত ৩৮ শতক পরিমান জায়গাটি এখন জলা-জঙ্গলপূর্ণ যা সরকারী নথিতে 'সিকস্তি ভূমি' হিসাবে চিহ্নিত। 'বিপ্লবী পদধূলি ধন্য নলদাঁড়ি ঘাট' গ্রন্থটি প্রকাশ পেলে এই ঘাটটি নিয়ে সংস্কারের চিন্তাভাবনা চলছে। বর্তমানে সরকারীভাবে কিছুটা সংস্কার হয়েছে। আশা করবো এই ঘাটকে 'বিপ্লবী পদধূলি ধন্য নলদাঁড়ি ঘাট' নামকরণের মধ্য দিয়ে বিপ্লবীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হবে।

বুমরাহকে সঙ্গত করতে পেসার ত্রয়ীয়ে ভরসা

অরিঞ্জয় মিত্র : শার্দুল ঠাকুর, মহম্মদ সিরাজ ও ওয়াশিংটন সুন্দর। সংক্ষেপে বলা চলে ভারতীয় ক্রিকেটের নতুন অমর-আকবর-অ্যান্টনি। আর এই ত্রয়ী বোলিং আক্রমণের দাপটে রীতিমতো গুটিয়ে যাচ্ছে একের পর এক দেশ। প্রথম বাংলাদেশ দিয়ে এই ত্রয়ীর দুর্বার অভিযানের শুরু। বেঙ্গল টাইগারদের এভাবে অসহায় আত্মসমর্পণের থেকেও ভারতীয় ক্রিকেটের এই নতুন ত্র্যহস্পর্শে পুরো কেঁপে উঠেছিল বিশ্ব ক্রিকেট। বিশেষ করে আগামী বিশ্বকাপের আগে ভারতীয় দল যেন সব দিক থেকে বুঝিয়ে দিচ্ছে তারা প্রস্তুত। আর আমরা আসছি, এই ডাক শুনে নিশ্চিতভাবে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠবে বিশ্ব ক্রিকেটের অনেক নামিদামি ব্যাটসম্যানের। অধিনায়ক বিরাট কোহলি, প্রধান স্ট্রাইক বোলার ভুবনেশ্বর কুমাররা বিশ্রামে। তাও রোহিত শর্মার নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দলকে একেবারেই মনে হয় নি দুর্বল বলে। শ্রীলঙ্কার মাটিতে অনুষ্ঠিত প্রথম ম্যাচে আয়োজক দেশের বিরুদ্ধে একমাত্র পরাজয়। তারপর টানা তিনটি ম্যাচ জিতে এই সিরিজের ফাইনালে ড্যাং ড্যাং করে চলে গিয়েছিল 'টিম ইন্ডিয়া'।

বস্তুত, দক্ষিণ আফ্রিকার মাটি থেকেই শিখর ধাওয়ান ও রোহিতের এই যুগলবন্দী রানের মধ্যে রয়েছে। তার আগে অবশ্য দেশের মাটিতে একের পর এক বিদেশি টিম বধে এই জুটি অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু পুরো আনকোরা নতুন ছেলেদের নিয়ে এভাবে পরের পর ম্যাচ জয়, তাও আবার বিদেশের মাটিতে নিঃসন্দেহে উল্লেখজনক সাফল্য। বোঝাই যাচ্ছে ভারতীয় দলের রিজার্ভ বেঞ্চও সমান ভাবে তৈরি।সেই বাংলাদেশ বধে তাই রোহিতের অসাধারণ ইনিংসের পাশাপাশি বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হবে ওয়াশিংটন সুন্দরের ৪ উইকেট পাওয়ার কথাও। তাছাড়া এই সিরিজে প্রথম থেকেই

অসাধারণ বোলিং করে চলেছেন শার্দুল ঠাকুরও। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের একেবারে শেষের দিকে ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে জড়িয়েছিলেন শার্দুল। আর সেই টেম্পো এখনো সমানভাবে অব্যাহত রয়েছে শ্রীলঙ্কার মাটিতেও। বাংলাদেশের সঙ্গে ম্যাচে অপর পেসার সিরাজকে তাই দেখে নিতে ভুল হয়নি টিম ম্যানেজমেন্টের। বলাবাহুল্য, সিরাজ আর শার্দুল এবারের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরেও বুঝিয়ে দিয়েছে তাদের ওপর ভরসা করে একদম ঠিক কাজ করেছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। ভারতীয় দলের এভাবে উঠে আসাকে কুর্নিশ করছেন প্রাক্তন তারকারাও। বিশেষ করে অতীত দিনের ভারতীয় পেসাররাও এই তিনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

এমনিতে আগামীতে ফার্স্ট লাইন আপ তৈরি টিম ইন্ডিয়ার। বোলিং আক্রমণে যশপ্রীত বুমরাহকে সঙ্গত করার জন্য রয়েছেন শার্দুল ঠাকুর, ওয়াশিংটন ও জয়দেব উনাদাটকররা। দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে প্রোটিয়াদের ল্যাজে গোবরে করতে যুজবেন্দ্র চহাল ও কুলদীপ যাদবরা যে ভূমিকা নিয়েছেন তা অসামান্য। এদের চায়নাম্যান স্পিন বোলিং বুঝতে কার্যত নাকানিচোবানি খেয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটসম্যানরা। আর এই পারফরমেন্সের জন্যই ভারতীয় ব্রিগেডের স্পিন আক্রমণ সামলানোর ক্ষেত্রে এই জুটিতেই ভরসা করা হচ্ছে। বস্তুত কিছুদিন আগেও ভারতীয় স্পিন অ্যাটাক বলতে রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও রবীন্দ্র জাদেজার কথা ভাবা হতো। বোলিং-এর পাশাপাশি ব্যাটিংয়েও এরা কামাল করতেন। কিন্তু হালফিলে জোড়া চায়নাম্যান যুজবেন্দ্র চহাল ও কুলদীপ যাদবরা যে দক্ষতায় বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যাটিং লাইন আপকে কাঁদিয়ে ছেড়েছেন (তাও আবার দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে) সেক্ষেত্রে অন্যদের কথা ভাবাই যাচ্ছে না। সেজন্যই হয়তো রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে দেখা যাচ্ছে ঘরোয়া ইরানি ট্রফিতে লেগ স্পিন বোলিং করতে। অর্থাৎ যে কোনও মূল্যে দলে ফিরতে মরিয়া অশ্বিনরা বুঝে গেছেন এছাড়া আর গতি নেই। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাজারে সব থেকে উপকৃত হচ্ছে যে প্রতিষ্ঠান তা হল ভারতীয় ক্রিকেট। একই সঙ্গে সমমানের এত প্রতিভা উঠে আসা অত্যন্ত দুর্লভ বলেই বিবেচিত হচ্ছে। এর সঙ্গে কোহলির মতো বিরাটাকার ব্যাটসম্যান তথা অধিনায়ক যে কোনও দলের সম্পদ। সুরেশ রায়না, মনীশ পাণ্ডেরা হয়ে উঠছেন নির্ভর যোগ্যতার প্রতীক।

লাতিন লাটসাহেবদের জমানা ফিরবে কী

যুধিষ্ঠির নস্কর : বিশ্বকাপ ফুটবলে ভারত কবে খেলবে? তা নিয়ে যেমন গোটা দুনিয়ার প্রশ্ন রয়েছে তেমনই দক্ষিণ আমেরিকা বা লাতিন আমেরিকা কবে তাদের রাজপাট ফিরে পারে সেটাও সাধারণ ক্রীড়ামোদীর ভাবনাকে তাড়িত করছে। আসলে ১৯৭০ এর পর থেকে যে সিস্টেম চালু ছিল তাতে ভাঙন আসতে পারে কেউ ভাবতেই পারেনি। এই সিস্টেম অনুযায়ী প্রতি চার বছর অন্তর ইউরোপ আর লাতিন আমেরিকার দলগুলি বিশ্বজয় করেছে। সেটারই দফারফা হয়ে গিয়েছে উপর্যুপরি চার বছর ইউরোপ বিশ্বজয় করায়। লাতিন আমেরিকার যে স্কিলের জন্য সারা দুনিয়া তার ভক্ত সেই অভিনব দক্ষতাকেই এবার টেক্কা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ইউরোপিয়ান প্রেসিং অ্যান্ড পাওয়ার ফুটবল। শিল্পের সমঝদারদের কাছে যা রীতিমতো ভয়ের বিষয় হয়ে উঠছে।

বিশ্বকাপ ফুটবল হল এমন একটা ইভেন্ট যা দেখতে টিভির সামনে রীতিমতো হামলে পড়ে সাধারণ মানুষ। টিভির সামনে বসে গোটা বিশ্ব প্রত্যক্ষ করে বিশ্ব ফুটবলের সব থেকে বড় উৎসব। রাশিয়া বিশ্বকাপকে ঘিরে এমনই সাজ সাজ রব পড়ে গিয়েছিল গতবছর। বিভিন্ন টিম তাদের প্রস্তুতি পর্ব চালু করে দিয়েছিল নিজেদের মতো করে। অন্যতম ফেভারিট ব্রাজিল প্রস্তুতি পর্বের ম্যাচে গতবারের চ্যাম্পিয়ন জার্মানিকে হারিয়ে সাড়া ফেলেও দিয়েছিল।

২০১৪-র বিশ্বকাপে জার্মানির কাছে ৭ গোল খাওয়ার গ্লানিতে খানিকটা হলেও মলম লেপে দিতে পেরেছিল হলুদ সবুজ জার্সিধারীরা। অন্য একটি প্রস্তুতি ম্যাচে আবার মেসিকে ছাড়া খেলতে নেমে ১-৬ গোলে স্পেনের কাছে হার শিকার করতে হয়েছিল দুবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনাকে। যদিও ওয়ার্ম-আপ পর্বের এইসব ম্যাচকে অতোটা গুরুত্ব দিতে নারাজ ছিলেন সমর্থকরা। তাদের বক্তব্য ছিল রাশিয়ার মাটিতে যেটা হবে সেটাই হল আসল লড়াই। যদিও শেষপর্যন্ত লাতিন আমেরিকার দুই শক্তিধর দেশ ব্রাজিল বা আর্জেন্টিনা ফের ব্যর্থতার স্বাদ নিয়েই সন্তুষ্ট থেকেছে। অথচ ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার কাছে 'হয় এবার, নয় নেভার হয়ে উঠেছিল ২০১৪-র বিশ্বকাপ।

৫ বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল শেষ বার কাপ পেয়েছিল ২০০২ সালে। ১৬ বছরের খরা মেটাতে তাই বদ্ধপরিকর ছিল ফুটবল জাদুকর পেলের দেশ। এর আগে ১৯৭০-এর পর টানা ২৪ বছর ব্রাজিলকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল পরের বিশ্বকাপটি পেতে।

১৯৯৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে রোনাল্ডোর জাদুর ওপর নির্ভর করে কামাল করেছিল ব্রাজিল। এরপর ১৯৯৮তে প্যারিসের মাটিতে ফ্রান্সের কাছে অদ্ভুতভাবে ০-৩ হার মানতে হয় লাতিন আমেরিকার এই হিরোদের। এরপর ২০০২ সালে ফের বিশ্বকাপ ঘরে তোলে ব্রাজিল। তাদের নিকটতম পড়শি আর্জেন্টিনা আবার মারাদোনা ক্যারিশ্মার উপর নির্ভর করে ১৯৮৬ সালে শেষবার বিশ্বকাপ জেতে। এর চার বছর পর অর্থাৎ ১৯৯০তে ফের ফাইনালে মুখোমুখি হয় আর্জেন্টিনা ও জার্মানি। এই ম্যাচে পেনাল্টি থেকে পাওয়া গোলে জার্মানি মধুর প্রতিশোধ নেয়। ব্রাজিলের পর বিশ্বকাপ জেতার রেকর্ড যুগ্মভাবে জার্মানি ও ইতালির (৪ বার)। তবে গত ৪টি বিশ্বকাপেই সুবিধা করতে পারে নি লাতিন আমেরিকা। ইতালি, স্পেন,জার্মানি ও ফ্রান্স শেষ ৪ বার বিশ্বকাপ নিয়ে গিয়েছে ইউরোপে। ২০২২ এ কি লাতিন আমেরিকা তার হৃতগৌরব উদ্ধার করতে পারবে, না নতুন কোনও শক্তির উদ্ভব ঘটবে এশিয়া মহাদেশ থেকে সেদিকেও নজর রয়েছে অনেকেরই।

ফুটবলের ফকিরি কাটাচ্ছে ভারত

দেবক দত্ত : কিছুদিন আগে পর্যন্ত ফুটবল নামটা শুনলে ভারতীয়দের মধ্যে কেমন যেন শ্লাঘা জন্মাত। যা কিছু কেন্দ্রীভূত হত তা ওই সুয়োরানী ক্রিকেটকে ঘিরে। তবে সব খারাপের মধ্যেও কিছু ভালো জিনিস থেকে যায়। আর সেই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে ভারতীয় ফুটবলে। সেটা হল অতি সম্প্রতি ভারতীয় ফুটবল টিমের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ১০০ নম্বর স্থানে উঠে আসে। ভারতের ফুটবল নিয়ে যাঁরা একটু আধটু চর্চা করেন তাঁরা বুঝতে পারবেন দেশের এই অগ্রগতি যথেষ্ট উৎসাহজনক। কারণ এই কিছুদিন আগেও ভারত ছিল ১৬০-১৬২ টি টিমের পিছনে নেহাতই এক পিছনের সারির দল।

সেই ভারতের প্রথম ধাপে উঠে আসা যথেষ্ট ইতিবাচক। দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তন ঘটানো কোচ স্টিভেন কনস্টানটাইনের নাম এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে। তাঁকে আহামরি কিছু মনে নাই হতে পারে। কিন্তু তাঁর কোচিংয়ে ভারতের এই সাফল্য তা তো অস্বীকার করা যাবে না। ধন্যবাদ প্রাপ্য সুনীল ছেত্রীর নেতৃত্বাধীন বর্তমান ভারতীয় ফুটবল দলও। বস্তুত বাইচুং ভুটিয়াদের আমল থেকে যে বীজ পোঁতা হয়েছে তার সুফল এখন পেতে শুরু করেছেন সুনীল ছেত্রীরা। তার সুফল হিসেবেই কলম্বিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে প্রায় সমান তালে যুদ্ধ চালিয়ে গেছে ভারত। 'বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সূচাগ্র মেদিনী', এটাই যেন চালু শ্লোগান হয়ে উঠেছে ভারতীয় ফুটবলে। চিরিচ মিলোভানের কোচিংয়ে ১৯৮৪ সালের নেহরু গোল্ড কাপে শেষবার এতটা প্রত্যয়ী দেখিয়েছিল ভারতীয় দলকে। সেসময়ের অখ্যাত মনোরঞ্জন, সুব্রত, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, সুদীপ চট্টোপাধ্যায়, বিদেশ বোসেদের আন্তর্জাতিক পরিচিতি ঘটিয়েছিল এই টুর্নামেন্ট।

সিরিজ হেরেও মন জয় ভারতের

রূপক পাত্র : দ্বিতীয় টেস্টে বদলা নেওয়ার পর তৃতীয় টেস্ট জিতে সিরিজ ২-১ করে নিল প্রোটিয়ারা। তাতে অবশ্য ভারতের প্রথম টেস্ট জয় ফিকে হবে না। তবে এটা ঠিক যে এগিয়ে গিয়েও সিরিজ ধরে রাখতে যে ব্যর্থ হচ্ছে টিম ইন্ডিয়া তা যথেষ্টই চাপের। নিশ্চিতভাবে অনেককে তা মনে করছে ২০০৬ সালের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের কথা। প্রসঙ্গত, সেই সফরে রাহুল দ্রাবিড়ের নেতৃত্বাধীন ভারত প্রথম টেস্ট জেতার পরের দুটি টেস্ট এভাবেই হেরেছিল। হারিয়েছিল সিরিজের দখল। তবে সেবারের দক্ষিণ আফ্রিকা দল এবারের প্রোটিয়া বাহিনির চেয়ে ধারেভারে অনেকটাই এগিয়ে ছিল বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সেক্ষেত্রে বিরাট কোহলির দলের সিরিজ হার অবশ্যই বড় ধাক্কা। আরও একটা অদ্ভুত মিল খুঁজে পাচ্ছেন নেটিজেনরা। তা হল সেবার দ্রাবিড় ছিলেন অধিনায়ক, আর এবার হলেন কোচ। তবে হারের পাশাপাশি কোহলি ও ঋষভ পন্থের দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের কথা তৃতীয় টেস্টে ভারতের পক্ষে বড় ফলক।

দক্ষিণ অফ্রিকাকে তাদের দেশের মাটিতে প্রথম টেস্টে হারানোর ক্ষেত্রে নায়ক ছিলেন মহম্মদ সামি। সঙ্গে যোগ করতে হবে কে এল রাহুলের না। প্রথম টেস্টে খাপ খুলতে ব্যর্থ হয়েছিলেন বিরাট। কে এল রাহুলের দুর্দান্ত সেঞ্চুরিই ভারতকে ধরা ছোঁয়ার বাইরে নিয়ে যায়।

বিদেশের মাঠে হিরো আর বিদেশের মাঠে জিরো। এও বলা যায় ঘরের মাঠে বাঘ যেন বাইরের মাঠে নেহাত গোবেচারা কোনও জীব। ভারতীয় ক্রিকেট টিম সম্পর্কে বহুদিন ধরেই এই প্রবাদ চালু আছে। এই অপবাদ হজম করতে হয়েছে গাভাসকার, কপিলদেব, আজহার, শ্রীকান্ত,শচীন, সৌরভ, রাহুল দ্রাবিড় মায় মহেন্দ্র সিং ধোনিকেও। আগের দিনের ক্যাপ্টেনদের এমন অনেক মন্তব্য শুনতে হয়েছে, যা তুলে ধরে বিদেশের মাটিতে তাঁরা আদৌ সফল হন নি। কথাটা যেমন পুরোপুরি সত্যি তা যেমন নয়, ঠিক তেমনই মিথ্যা বলে একে উড়িয়ে দেওয়াও সম্ভব নয়।

এর আগে আজহারের আমলে বা তাঁর পূর্বসূরীদের অধিনায়কত্বকালে দেশের মাটিতে পাটা উইকেট বা ঘূর্ণি পিচে দেখা যেত ভারত সিরিজের পর সিরিজ জিতছে অবলীলাক্রমে। কিন্তু সেই একই দল যখন বিদেশ সফরে যাচ্ছে তখন তাঁদের কেমন যেন ল্যাজেগোবরে অবস্থা হচ্ছে। যার ফলে ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজে বিপক্ষকে হোয়াইট ওয়াশ করার পর বিদেশের মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়তে দেখা যেত টিম ইন্ডিয়াকে। বস্তুত সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ভারত অধিনায়ক হওয়ার পর পাকিস্তানের মাটিতে সিরিজ জয় বা অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অজিদের হারানো এমন সব ঘটনা ঘটতে থাকে তা এই ধারনা খানিকটা হলেও বদলে দিতে থাকে। বহুদিন পরে যেন পালটা মার দিতে শিখল ভারত। এটা যে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরাট অবদান, যার জেরে গড়ে ওঠে টিম ইন্ডিয়া কনসেপ্ট। যা নানা প্রদেশের ভিন্ন ভাষাভাষি, পৃথক আহারাদিতে বিশ্বাসীদের এক কমিউনে নিয়ে আসে। এর সুফল যে ভারত কতটা কুড়িয়েছে তার প্রমাণ বিশ্বকাপ সহ একের পর এক জায়গায় সাফল্য আসা। সৌরভ যে বীজের সঞ্চার ঘটিয়েছিলেন তার অঙ্কুরোদগম ঘটে মহেন্দ্র সিং ধোনির আমলে। যার ফলে দীর্ঘদিন পর বিশ্বকাপ পায় ভারত। এই বিদেশ জয়ে নিঃসন্দেহে আজকের প্রোটিয়া বধ গুরুত্বপূর্ণ ল্যাপ হয়ে উঠল। কোহলি-সৌরভ প্রচুর বিতর্কের মাঝেও বিরাটের অধিনায়কত্বের ভালো দিকটাও উল্লেখ করতে হয়। বিরাট কোহলি শুধু দুনিয়া কাঁপানো ব্যাটসম্যানই নন, একজন বড় মাপের অধিনায়কও বটে। বিশেষত ক্যারিবিয়ানদের তো আবার তাঁদের দেশের মাটিতে দু-দুবার হারিয়েছে টিম কোহলি। বিরাট কোহলি টিমের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই যেভাবে একের পর এক সিরিজে আধিপত্য দেখিয়েছে ভারত তা প্রমাণ করেছে টিম ইন্ডিয়া এখন বিশ্বের অন্যতম সেরা শক্তি। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সেদেশের মাটিতে খালি হারানো নয় নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়াকে দেশে সিরিজে পরাজিত করা নয়, রীতিমতো ল্যাজেগোবরে করেছে ভারত। আর এ সব কিছুই বিরাটের অধিনায়কত্বে সম্ভবপর হয়েছে।

অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে সোনার মেয়ে তনুশ্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি: খেলাধূলাকে সামনে রেখেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে হুগলির হরিপাল সহ দেবগ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত হাজরাপুরের নৌকা পুকুরের পাশে বাসিন্দা তনুশ্রী পোড়েল। অনূর্দ্ধ কুড়ি বছরেই রাজ্যের প্রথম শ্রেণির অ্যাথলিট খেলোয়াড় হিসাবে ইতিমধ্যেই খ্যাতি অর্জন করেছে। সে গত চার বছরে রাজ্যভিত্তিক অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপে বিভিন্ন বয়স ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। চোখে মুখে প্রত্যয়ের ছাপ, রোগা চেহারা, ছটফটে। এক কামরার ঘরের চতুর্দিকে স্পষ্ট দারিদ্রের ছাপ। ঘরে আসবাবপত্র বলতে একটা ছোট তক্তপোশ আর একটা আলমারি ও দুটি প্লাস্টিকের চেয়ার। ঘরে বাইরে এক চিলতে বারান্দা আর তাতেই চলে রান্নাবান্নার কাজ। নুন-ভাত খেয়ে প্রশিক্ষণ। রাজ্য ও জাতীয় পর্যায়ে একাধিকবার অংশগ্রহণ করেছেন তনুশ্রী। হরিপাল তীর্থবাসী গালর্স স্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে এ বছরই কলকাতা টালিগঞ্জে চারুচন্দ্র কলেজে কলা বিভাগে প্রথমবর্ষে ভর্তি হয়েছে। ছোট থেকেই খেলাধূলায় পারদর্শী থাকায় প্রাথমিক স্কুল থেকেই রাজ্যস্তরে অংশগ্রহণ করে বহুবার প্রথম স্থান অধিকার করেছে তনুশ্রী। তাঁর বাবা পেশায় রাজমিস্ত্রি তাপস পোড়েল। মা চম্পা পোড়েল গৃহবধূ। তার চার মেয়ে। দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। বাকি দুইজন যমজ। এরমধ্যে সামান্য বড় জয়শ্রী হরিপাল বিবেকানন্দ কলেজে ফিলোজফিতে অনার্স নিয়ে পড়ছে। ২০১৬ সালে

মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাবের হয়ে সল্ট লেক স্টেডিয়ামে ১০০ মিটার দৌড় ও লং জাম্পে অংশগ্রহণ করে। ২০১৯তে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের হয়ে রাজ্য অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপে ১০০ মিটার ও লং জাম্পে দুটোতেই সোনার পদক পায়। ওই একই বছর অন্ধ্রপ্রদেশে লংজাম্পে পঞ্চম স্থান হয়। ওই বছরই ইস্ট জোন চ্যাম্পিয়ন জাতীয় জুনিয়র ন্যাশানাল তামিলনাড়ুতে লংজাম্পে সপ্তম স্থান অধিকার করে। ২০১৮তে ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে দৌড় প্রতিযোগিতায় চতুর্থ স্থান হয়। এই মুহূর্তে বাংলার সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিময়ী দৌড়বিদ। তাঁর মা চম্পা পোড়েল বলেন, মেয়ে খেলায় সুনাম করলেও তাঁকে ঠিকমতো খেতে দিতে পারিনা। বেশির ভাগ দিনই সে ডাল-ভাত খেয়ে প্র্যাকটিসে যায়। খেলার উপযুক্ত জুতো কিনে দেওয়ার ক্ষমতাও আমাদের নেই। তাঁর কোচ সৌমেন বাগ এই সমস্ত সরঞ্জাম জোগাড় করে দেন। এ বিষয়ে সৌমেন বলেন, ভালো স্পনসর পেলে আর একজন জ্যোতির্ময়ী শিকদার হবে তনুশ্রী। এদিকে হরিপাল লোটাস ক্লাবও তার সব ধরনের খরচ বহন করছে। এই ক্লাব থেকেই তাঁর উত্থান। সদ্য ২০২১-এ অসমের গৌহাটিতে জুনিয়র ন্যাশানালে ১০০ মিটার দৌড়ে রুপো ও লংজাম্পে ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেন। নতুন বছর (২০২২) ওড়িশার ভুবনেশ্বরে অল ইন্ডিয়া ইউনির্ভাসিটি মিট হওয়ার কথা ঘোষণা হয়। কিন্তু ভয়ানক করোনা পরিস্থিতিতে জন্য বন্ধ হয়ে যায়। তনুশ্রীর আদর্শ অ্যাথলেটিক্স অসমের হিমশ্রী দাস। প্রত্যন্ত গ্রামের অসংখ্য মানুষ তাঁর সাফল্যের অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে চেয়ে আছেন।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9062201905 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com